বেলুগিনের
বিবাহ
আ. ন. অস্ত্রোভস্কি

'রুশীয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জনক'—এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে আলেক্সান্দ্র নিকোলায়েভিচ্ অস্ত্রোভ্স্কিকে (১৮২৩—১৮৮৬)। তাঁহার সমস্ত জীবন তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন রঙ্গমঞ্চে, নাটক-রচনায় ও রঙ্গমঞ্চের সাধারণ কর্মে।

তিনি নাটক-রচনা করিয়াছেন পঞ্চাশেরও বেশী। তাহাদের মধ্যে সাতটি অন্যান্য লেখকের সহিত সহযোগিতায়, যেমন 'বেলুগিনের বিবাহ' নাট্যকার ন· ইয়া· সোলোভি-য়েভ'এর সহিত। অস্ত্রোভ্স্কি অনুবাদকও ছিলেন, তিনি অনেক নাটক অনুবাদ করিয়াছেন স্পেনীয়, ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা হইতে।

অস্ত্রোভ্স্কির নাটকে বিষয়বস্তুও বহুবিচিত্র — প্রধানতঃ রাশিয়ার বণিক-শ্রেণীর জীবন ('আপন লোকে একই ভাবে', 'দারিদ্র্য পাপ নয়', প্রভৃতি নাটকে), অভিজাত-শ্রেণী ও রাজকর্মচারীদের জীবন ('বন', 'লাভের জায়গা'), শিল্প-রচনার প্রশ্নাবলী, অভিনেতাদের ভাগ্য ('বিনা দোষে দোষী', 'প্রতিভা ও পূজারী')। কাতেরিনা ('ঝড়' নাটকে) ও বেলুগিন ('বেলুগিনের বিবাহ' নাটকে) প্রভৃতি চরিত্রে অস্ত্রোভ্স্কি চিত্রিত করিয়াছেন মানবিক সৌন্দর্য ও শক্তি, রুশীয় জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি।

অস্ত্রোভ্স্কির নাটকাবলী সোভি-য়েত ইউনিয়নে ও অন্যান্য দেশে এখনও বিরাট সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত হয়। তাঁহার অনেকগুলি নাটক সোভিয়েত চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হইয়াছে।

আ. ন. অস্ত্রোভ্স্কির নামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে মস্কো আকাদেমীর মালি থিয়েটারের সৃষ্টি। এই থিয়েটারেই অস্ত্রোভ্স্কির সকল নাটকের জীবনের সূত্রপাত হয়। 'বেলুগিনের বিবাহ'ও এই থিয়েটারে প্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম রজনী হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় কোন সময়েই ইহা মালি থিয়েটার ও অন্যান্য সোভিয়েত থিয়েটারের প্রদর্শনী-তালিকার বাহিরে যায় নাই।

এই নাটকের মূলগত আইডিয়া —অকৃত্রিম মানবিক অনুভূতির শক্তিকে তুলিয়া ধরা।

তরুণী এলেনা বেলুগিনের নিঃস্বার্থ ও উদার প্রেমকে প্রথম হইতেই উপযুক্ত মূল্য দিতে পারে নাই। বিনা আবেগে হিসাব করিয়া সে প্রস্তুত ছিল বিশ্বাসপ্রবণ স্বামীর চোখের আড়ালে আগিশিনের সহিত মিলন-সুখের কুৎসিত স্বপ্নের জন্য আন্দ্রেইয়ের অনুভূতি ও সম্মানবোধকে বলি দিতে।

কিন্তু জয়ী হইল আন্দ্রেইয়ের অন্তরের সত্য। তাহার প্রেমের শক্তির নিকট অবনত হইল এলেনার কত্রিম অহঙ্কার ও বেলুগিনের পিতার নির্বোধ জেদ, বিলাসপ্রিয় অপদার্থ আগিশিনের লজ্জাকর চরিত্র উদ্ঘাটিত হইল।

রুশ ভাষা হইতে এই নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন বিশিষ্ট বাঙালী লেখক, সমালোচক ও অনুবাদক অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়। অস্ত্রোভ্স্কির মূল রচনা হইতে বাঙলা ভাষায় অনুবাদ এই প্রথম।

রুশ সাহিত্যের
শ্রেষ্ঠ
গ্রন্থাবলী

আ. ন. অস্ত্রোভস্কি
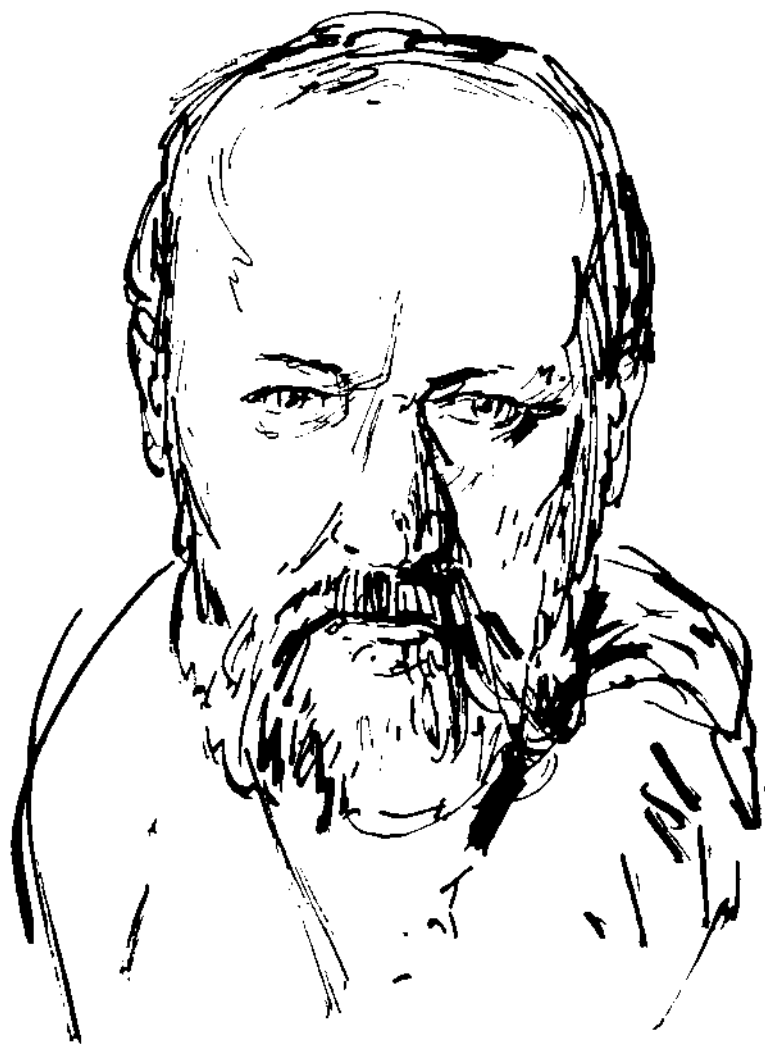
পঞ্চাঙ্ক কমেডি

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ: নীরেন্দ্রনাথ রায়

চিত্রাঙ্কন: ন. ই. গ্রিশিন

আমি মস্কোতে আসিবার আগে কলিকাতাতে এই অনুবাদ করি। শ্রীমতী কেতকী সরকার, রুশ মহিলা যিনি বিবাহসূত্রে বাঙালী, তখন আমাকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। আমি সানন্দচিত্তে তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতেছি।

অনুবাদক

মহান রুশ নাট্যকার আলেক্সান্দ্র্ নিকোলায়েভিচ্ অস্ত্রোভ্স্কির (১৮২৩—১৮৮৬) জন্ম হয় মস্কোতে বিচারালয়ের কর্মচারীর পরিবারে।

অস্ত্রোভ্স্কির লিখিবার প্রেরণা দেখা দেয় তাঁহার ছাত্রজীবন হইতেই। তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা তাঁহার শিক্ষক ও বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তখন হইতেই তিনি লোকনাট্যের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। তবে তখনও নিজের বৃত্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নাই। তাই, পিতার ক্রমাগত চাপে তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগে ভর্তি হন।

কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে আইনজীবীর জীবনে তাঁহার কোন আগ্রহ নাই, রঙ্গমঞ্চ ও সাহিত্যের দিকে তাঁহার আকর্ষণ বেশী। দুই বৎসর পড়ার পর তিনি বিশবিদ্যালয় ছাড়িয়া দিলেন। পুত্রের ব্যবহার, জীবনে উন্নতির 'অনুপযোগী' লোকেদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব, তাহার বিবাহ, যাহাতে না আসিল সুনাম ও না আসিল যৌতুক, এই সমস্ততে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা পুত্রের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিলেন, তাহাকে অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিলেন।

অস্ত্রোভ্স্কি আদালতে চাকরী লইলেন।

এ চাকরীতে তাঁহার মন ছিল না, বরং এ কাজ তাঁহার পক্ষে গুরুতর ভার হইয়া পড়িল। কিন্তু এখানেই তিনি পাইলেন ভবিষ্যৎ শিল্পী জীবনের চমৎকার শিক্ষা।

অল্পবয়স হইতেই তিনি মস্কোয় পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন, মস্কোর মেজাজ ও চরিত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি থাকিতেন জামস্ক্‌ভরেচিয়ে'তে পুরানো ব্যবসায়ীদের পাড়ায়, নির্জন নোংরা গলি, ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ বসত-বাড়ী ভারী খিল দিয়া বন্ধ, চারিদিকে গির্জাঘর, মদের দোকান ও মধ্যবিত্তদের ছোট ছোট আবাস। এখানে তিনি লক্ষ্য করিলেন ব্যবসায়ী ও ভবঘুরেদের, শুনিলেন তাহাদের কথাবার্তা। তিনি আরো দেখিলেন ধনীগৃহস্থ বাড়ীর মাতাল যুবকেরা অল্পবিত্ত কর্মচারী অথবা দরিদ্র পথচারীদের লইয়া কি নিষ্ঠুর আমোদ উপভোগ করে।

আদালতে কাজ করিয়াই জানিতে পারিলেন সম্পত্তিগত সম্বন্ধের রহস্য, অর্থাগমের নানা সূক্ষ্ম উপায়, আইন 'এড়াইবার' নানা পন্থা, কূটবুদ্ধি ষড়যন্ত্র, যাহাতে মোকদ্দমাকে বছর দশেক ধরিয়া দীর্ঘ করা যায়।

অস্ত্রোভ্স্কির প্রথম রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৪৭ সালে, 'দেউলিয়া অধমর্ণ' নামক কমেডি হইতে কয়েকটি দৃশ্য ও 'জামস্ক্‌ভরেচিয়ের অধিবাসীর ডায়ারী' নামক রসরচনা। অস্ত্রোভ্স্কি দেখা দিলেন সজীব স্বকীয় লেখক হিসাবে। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রাবলীর নূতনত্বে, তাঁহার অভিযোগকারী প্রবণতার তীব্রতায় তিনি পাঠকবর্গকে চমকিত করিয়া দিলেন।

'দেউলিয়া অধমর্ণ' কমেডিকে ১৮৪৯ সালে শেষ করিয়া অস্ত্রোভ্স্কি তাহাকে নূতন নাম দিলেন—'আপন লোকে একই ভাবে'। ইহাতে তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এই কমেডি, ইহা উদ্ঘাটিত করিল মূর্খ একগুঁয়েমি ও পারিবারিক অত্যাচার এবং তাহাতে অভ্রান্ত ব্যঙ্গে শ্লেষ করা হইল 'শহুরে সভ্যতা'কে, যাহা বণিক ও তাহাদের কর্মচারীদের সমর্থনে পুষ্ট হইত। জারের আদেশ অনুসারে এই কমেডি রঙ্গমঞ্চে দেখানো নিষিদ্ধ হইল; লেখককে রাখা হইল পুলিশের গোপন পাহারায় ও চাকরী করা বন্ধ হইল। এখন হইতে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন কেবল সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে।

নাট্যকার অস্ত্রোভ্স্কিকে কঠিন পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রায়ই পড়িতে হইত অর্থাভাবে, জারীয় থিয়েটারের কর্মচারীদের নিকট হইতে সহ্য করিতে হইত অপমান, তাঁহার সযত্নলালিত আইডিয়াগুলির বিরুদ্ধে শাসক চক্রগুলির চালিত অবিরাম বিরুদ্ধতা। কিন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন জাতীয় গণ-রঙ্গমঞ্চ সৃজনের উদ্যমে।

আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া সাহিত্যসেবায় অস্ত্রোভ্স্কি পঞ্চাশেরও অধিক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সাতখানি অন্যান্য লেখকের সহযোগিতায়।

অস্ত্রোভ্স্কির সাহিত্য রচনার অন্যতম প্রধান বিষয়—ব্যবসায়ী-শ্রেণী। তিনি নিন্দা করিলেন তাহাদের হিংস্র আত্মপরতা, সঞ্চয়ের প্রবল ইচ্ছা, সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। ইহাদের কাছে আত্মীয়তাবোধ, বন্ধুত্ব, আত্মসম্মান, বিবেক—সবই মুদ্রার মূল্যে বিক্রীত হয়। তিত্ তিতীচ্ ('পরের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া') হইতেছে প্রচণ্ড এক সমাজ-প্রচলিত শক্তির প্রতিমূর্তি, যাহা

ব্যক্তির নাম হইতে সাধারণ বিশেষ্য পদে পরিণত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য, অদম্য স্বেচ্ছাচার, অর্থের শক্তির সম্মোহ, বর্বরতা ও অজ্ঞতা। তিতু তিতীচ্ কোন পাপেই পশ্চাৎপদ নয়, 'আমরা সকল পাপের দাম ধরিয়া দিই'।

ধনবাদের আবির্ভাবে পুরানো আভিজাত্যের নীড় চূর্ণ হইয়া গেল। অস্ত্রোভ্স্কিই প্রথম একজন যিনি প্রকাশ করিলেন তাঁহার অধিবাসীগণের মানসিক দারিদ্র্যের কথা। ('বন', 'নেকড়ে বাঘ ও ভেড়ার পাল', 'নিজের স্লেজে ছাড়া বোসো না' ইত্যাদি।)

'বন' কমেডিতে অস্ত্রোভ্স্কি দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া জমিদার গৃহিণী গুর্মীজ্স্কোইয়া'র সম্পত্তি নষ্ট হইল। তাহার চিরকালের বন বিনামূল্যে বাহাদুরি কাঠ হিসাবে বিক্রয় হইয়া গেল নিরক্ষর ধনবান ব্যবসায়ীর কাছে। এই জগতে সব কিছুই 'চলে'—এই নাটকের একটি প্রধান চরিত্রের ভাষায়—'যেমন চলে বনে জঙ্গলে'। এ জগতে ব্যবসায়ীরা জমিদার গৃহিণীকে প্রতারণা করে ও তাহার সম্পত্তি নষ্ট করে, 'বুড়ীরা বিয়ে করে স্কুলের ছেলেকে, তরুণীরা তিক্ত জীবনের চাপে আত্মীয়স্বজনের হাতে নিজেদের সর্বনাশ করে'।

অস্ত্রোভ্স্কির নাটকে দেখা যায় আমলাতন্ত্রের রাশিয়া, সেই সব লোকের রাশিয়া যাহারা প্রভুত্ব করে সরকারী দপ্তরে ও আদালতে। তাহাই মূর্ত হইয়াছে নানা চরিত্রে, যেমন 'লাভের জায়গা' নামক নাটকে ভীশ্নেভ্স্কি। তাহার কারবার বহুবিস্তৃত। কারবারী জীবনের সিনিসিজ্ম'এর দিক সে ভালো করিয়াই জানে। তাহার জীবনের মন্ত্র: 'ধরা না পড়লেই চোর নয়' ও 'সাধু উপদেশে পেট ভরে না'। সে তাহার ভাইপোকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত কেবল যদি সে তাহার 'আবোলতাবোল' আইডিয়া ছাড়িয়া দিয়া জীবনকে কাজের লোকের মতো দেখিতে শেখে।

অস্ত্রোভ্স্কির নাটকগুলিতে বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া আছে সেই বিষয়টি যাহা তাঁহার রঙ্গমঞ্চের জীবনের অতি নিকটবর্তী, অর্থাৎ অভিনেতাগণের কষ্টকর জীবন, যেমন 'বিনা দোষে দোষী', 'প্রতিভা ও পূজারী', 'বন'।

অস্ত্রোভ্স্কি কেবল পৃথিবীর অন্ধকার দিকটাই অঙ্কিত করেন নাই। নীতিহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সরল, সাধুচিত্ত চরিত্রাবলী। যেমন, শিক্ষক ইভানোভ্ ('পরের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া'), ভীশ্নেভ্স্কির দরিদ্র ভাইপো জাদভ্ ('ল্যাভের জায়গা')। 'বেলুগিনের বিবাহ' নাটকে বেলুগিনও ইহার উদাহরণ. এখানেও অস্ত্রোভ্স্কি তাঁহার অন্যান্য নাটকের মতো প্রকৃত মানবিক অনুভূতিকে সমর্থন দিয়াছেন।

নারী জীবনের তিক্ত ভাগ্য—হুকুমমতো বাঁচা ও হুকুমমতো ভালোবাসা—এবং তাহার উজ্জ্বল আলেখ্যও অস্ত্রোভ্স্কির সারা সাহিত্যিক জীবনকে আন্দোলিত করিয়াছে। যেমন, 'ঝড়', 'বিনা যৌতুকের কনে', 'নিজের স্লেজে ছাড়া বোসো না' ইত্যাদি।

'ঝড়' নাটকের নায়িকা কাতেরিনার প্রতিবাদে কি আকুল আহ্বান ধ্বনিয়া উঠিয়াছে স্বাধীনতার জন্য, আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্বের অধিকার বজায় রাখার জন্য। উনিশ শতকের সুবিখ্যাত রুশ সমালোচক দব্রোলিউবভের ভাষায়, কাতেরিনার স্বভাবে 'ফুটিয়া উঠিয়াছে এক শক্তিশালী রুশ চরিত্র... যে পরিবেশের মধ্যে বিরোধিতায় তাহার জীবন, তাহাতে বাঁচা অসম্ভব, তাহার পক্ষে মৃত্যুই প্রেয়'।

বিশিষ্ট নাট্যকার অস্ত্রোভ্স্কি বিশিষ্ট অনুবাদকও ছিলেন। তিনি অনুবাদ করিয়াছেন ইংরেজি, স্পেনীয়, ফরাসী, জার্মান ও গ্রীক ভাষা হইতে। সের্ভান্তেস, শেকসপীয়র ও বিশ্বের নাট্যসাহিত্যের অন্যান্য অনেক চূড়ামণিকে রুশ ভাষায় জনপ্রিয় করার কাজে অস্ত্রোভ্স্কির

অবদান বৃহৎ। ভারতীয় কমেডি 'দেবদাসী'ও তিনি রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ফরাসী অনুবাদ হইতে।

অস্ত্রোভ্স্কির নাট্যরচনার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়া আছে তাঁহার রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত ও অন্যান্য জনশিক্ষার কাজ। প্রবন্ধ ও আলোচনা সাহিত্যেও তিনি অগ্রণী ছিলেন, যাহাতে তিনি বিবৃত করিয়াছেন রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য। রুশীয় অভিনেতাগণের মধ্যে অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র তাঁহার নাটকের মাধ্যমে মূল্যবান শিক্ষালাভ করেন, অস্ত্রোভ্স্কিকে তাঁহারা মান্য করেন 'মাএস্ত্রো'. বলিয়া এই কথাটির পূর্ণ অর্থে।

অস্ত্রোভ্স্কির সমসাময়িক লেখকেরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছিলেন: 'আপনার প্রযত্নের ফলেই আজ আমরা রুশীয়েরা সগর্বে বলিতে পারি: — আমাদের জাতীয় রুশীয় থিয়েটার আছে। ন্যায়সঙ্গতভাবেই তাহাকে বলা যায় — ''অস্ত্রোভ্স্কি থিয়েটার''।'

প্রকাশালয়

চরিত্রাবলী

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্ বেলুগিন, ধনী ব্যবসাদার, কারখানার মালিক, বয়স ৫৫; সাধারণতঃ কারখানাতেই থাকেন, মস্কো হইতে প্রায় ৬০ ভের্স্টা দূরে, মাঝেমাঝে মস্কোতে ছেলের কাছে যান।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না, ইঁহার স্ত্রী, মোটা-সোটা মহিলা; পরিচ্ছদ রুশ ধরণের, কালো সিল্কের পোষাক, ভালো সিল্কের ওড়না দিয়া মাথা ঢাকা।

আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচ্, ইঁহার পুত্র, বয়স ২৭; পরিচ্ছদ হালফ্যাশানের, একটু লোক দেখানো ভাবও আছে; সাধারণতঃ মস্কোয় থাকে, বাপের কাজকর্ম দেখে ও তার আয় গ্রহণ করে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না কার্‌মিনা, বয়স্কা মহিলা, নার্ভের অসুখ আছে।

এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না, তাঁর কন্যা, বয়স বছর কুড়ি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে পূর্ণ তরুণী; ধরণ-ধারণে মনে হয় আদর পাওয়ায় ও আদেশ করায় অভ্যস্ত।

ভাসিলি সীরোম্যাতভ্, কারখানার মালিক, ধনী যুবক, বৃদ্ধ বেলুগিনের প্রতিবেশী, আন্দ্রেইয়ের বন্ধু; বেশভূষায় পারিপাট্য নেই, সাধারণ প্যাণ্টালুন ও বুটজুতা; কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে সাদাসিদে ভাব দেখানোর চেষ্টা আছে।

তান্যা, সীরোম্যাতভের ভগ্নী, তরুণী যুবতী, পরিচ্ছদ মূল্যবান।

নিকোলাই এগোরোভিচ্ আগিশিন, বিশেষ সামাজিক সংস্থান-শূন্য লোক,

অর্থসামর্থ্যও বেশী নয়। চেহারা কেমন-যেন ক্ষয়াটে, তা সত্ত্বেও আকর্ষণী শক্তি আছে; পোষাকে ও ধরণে—ভদ্রসমাজের উপযোগী।

কার্‌মিনার পরিচারক।

প্রোহর, আন্দ্রেই বেলুগিনের ভৃত্য।

প্রথম অঙ্ক

[আবাহন কক্ষ: পশ্চাদভাগে প্রবেশের দরজা; দেয়ালের গায়ে অনেকগুলি ভারী চেয়ার, তাদের কারুকার্য মূল্যবান; দেয়ালের দুই ধারে মঞ্চের পুরোভাগে পাশ-দরজা; অভিনেতাগণের বাঁ দিকে দরজার কাছে একটি প্রকাণ্ড অফিস ডেস্ক ও উঁচু বসিবার আসন; ডান দিকে দেয়ালে টাঙ্গানো দুইখানি পারিবারিক চিত্র, তাদের কারুকার্য নিকৃষ্ট ও শস্তা, কিন্তু তাদের ফ্রেম ভারী ও সোনা-মোড়া; মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবিল, দামী ভারী টেবিল-ক্লথে ঢাকা; টেবিলের ওপর একটি হালফ্যাশানের মেয়েদের ছোট টুপি আর একটি পুরুষের হ্যাট, নতুন মস্‌ণভাবে ভাঁজ করা।]

প্রথম দৃশ্য

[আন্দ্রেই বেলুগিন বাঁ দিকের পাশ-দরজা দিয়া বাহিরে আসিল ও ডেস্কের কাছে দাঁড়াইল। পরে আগিশিনের প্রবেশ]

আন্দ্রেই (অসন্তুষ্টভাবে)

কে এলো আবার? ... এঃ! ...

[মাঝখানের দরজা দিয়া আগিশিন প্রবেশ করিল]

আঃ, নিকোলাই এগোরোভিচ্ ... এসো, এসো ... ভালো আছ ত। (হাত বাড়াইয়া) পিটেরবুর্গের থেকে ফিরলে?

আগিশিন

হাঁ, কাল ... এখন এসে পড়লুম তোমাকে দেখতে, বন্ধু ... কিন্তু মনে হচ্ছে, এটা অসময় ... তা সোজা বলে ফেলো ... আমি পরে আসতে পারি। ...

আন্দ্রেই

মা-বাবা এলেন কারখানা থেকে ...

আগিশিন (টুপি দেখাইয়া)

এটা কি? ... এ রকম জিনিস তোমার মা-বাবা, আমার মনে হয় ব্যবহার করেন না, তাঁদের পূর্বপুরুষেও করেন না! ...

আন্দ্রেই

তাঁদের সাথে এসেছেন পরিচিত লোকেরা ··· একজন কারখানার মালিক ও তার বোন ···

আগিশিন

তাহলে তোমাকে আর ধরে রাখবো না ··· শুধু দুটো কথা ··· আমার কেবল কটা খবরের দরকার ··· তুমি কি কার্‌মিনার বাড়ী গিয়েছিলে, আমি যখন ছিলুম না? ···

আন্দ্রেই

গিয়েছি মাঝেমাঝে ···

আগিশিন (ছদ্ম আগ্রহের সহিত)

বেশ, বেশ ··· তাহলে আন্দ্রিয়ুশা, বন্ধু আমার, কেমন চলছে তোমার ব্যাপার-স্যাপার? ···

আন্দ্রেই (কঠিনভাবে)

ব্যাপার-স্যাপার আবার কি?

আগিশিন

এই তোমার কোর্টশিপ, প্রেম, আরাধনা, কি বল? ··· কে বা

তোমায় বোঝে।... শ্রীমতীর হৃদয়ে কি নাড়া দিয়েছ না একেবারে জয় করেছ?...

আন্দ্রেই

এ ব্যাপার আমার ব্যক্তিগত! এ আলোচনা বরং তুমি রাখো।...

আগিশিন (সহাস্যে)

রাখো, না ছাড়ো! তুমি ত বলতে চেয়েছ ছাড়ো, নয় কি? ও দুটোয় সামান্য একটু তফাৎ আছে।

আন্দ্রেই

বেশ, রাখো আর ছাড়ো — ও দুইই সমান... কেবল আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে এ আলোচনা চলবে না, আমি পছন্দ করি না!...

আগিশিন

তা এতদূর গড়িয়েছে!

আন্দ্রেই

হাঁ, এই কারণে যে যা নিয়ে আমি নিজে হাসিঠাট্টা করি না, তা নিয়ে আমি অন্য কাউকেও করতে দিতে পারি না!...

আগিশিন

তার মানে, এ ব্যাপার — অতি পবিত্র… কাহারো পক্ষে স্পর্শ নিষিদ্ধ?

আন্দ্রেই

তা তুমি যা চাও তাই বোঝো!…

আগিশিন

তাঁদের খবর কি? ভালো আছেন?

আন্দ্রেই

ভালোই… ভগবানের দয়ায়।…

আগিশিন

ওদের কাছে তুমি কবে গিয়েছ শেষবার?

আন্দ্রেই

কাল।

আগিশিন

আবার কবে যাবে ঠিক করেছ? মনে হচ্ছে, আজই!

আন্দ্রেই

কিছুই বিচিত্র নয়, হতে পারে আজই।...

আগিশিন

তার মানে, প্রত্যহই...

আন্দ্রেই

দিনে পাঁচবারই যদি হয়, তোমার তাতে কি? তোমার কাছে অনুমতি চাইতে হবে না কি?...

আগিশিন

আহা, চটো কেন? আমার পক্ষে মোটেই অনাবশ্যক নয় জানা, এ ব্যাপারে তোমার কি অভিপ্রায়। আমিও ত রক্তমাংসের মানুষ, এলেনার সৌন্দর্য আমিও অনুভব করতে পারি। এটা কি তোমার নজরে পড়ে?

আন্দ্রেই

কিন্তু তাতে কি? তুমি কি দর কষাকষি করছ, তোমার কি ইচ্ছা কিছু পেলে সরে দাঁড়াতে?

আগিশিন

না, কিসের জন্যে! তুমি দেবেই বা কেন? আমাদের দুজনের ভাগ্য সমান নয়। তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার আমি কে, যদি তুমি ...

আন্দ্রেই

বলো, যদি আমি··· তাহলে কি হয়?

আগিশিন

কিসের তরে আমি তোমার ব্যাপারে হাত দেব যদি তাতে আমার কোন রকম লাভ না থাকে? আমার পক্ষে বুদ্ধি ও সম্মানের কাজ হবে সরে দাঁড়ানো; এসো কাজ করা যাক একযোগে।

আন্দ্রেই

এ কি ষড়যন্ত্র না চক্রান্ত! এ ব্যাপার ত পরিষ্কার।

আগিশিন

যা তোমার খুশী, তবে শোন: যদি তুমি আজ যাও আমার আগে তাহলে বোলো না যে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।

আন্দ্রেই (বিরক্তি সহকারে)

কি দরকার আমার তোমার বিষয়ে কথা কইবার?···

আগিশিন

যদি তাঁরা খোঁজ করেন, তাহলে বোলো দয়া কোরে যে দেখা হয় নি: আমার ইচ্ছে হঠাৎ হাজির হয়ে অবাক করা।···

আন্দ্রেই

আচ্ছা তাই হবে, এতে আর বলার কি আছে! (একটু হেসে) অবাক করা! এ আবার কি রকম অবাক করা? আমাদের ধারণায়, পিটের থেকে উপহার আনতে হাজার তিনেকের—হ্যাঁ, তাকে বলে অবাক করা!

আগিশিন

ইস্, কি চাল'ই তোমার হয়েছে! এখন যাও, তোমার সঙ্গে পাল্লা! না, দেখা যাচ্ছে, তোমার মতো লোকের সঙ্গে লড়াই করা—বৃথা!… (হাত বাড়াইয়া) আচ্ছা, আর তোমাকে ধরে রাখতে চাই না… তোমার নির্দেশ আমি সব পূরণ করেছি, সে কথা পরে হবে… এখন আসি, আবার দেখা হবে আজ সন্ধ্যায়। যাও তোমার অতিথিদের কাছে, তাদের আপ্যায়ন করো… (নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আন্দ্রেই একাকী]

আন্দ্রেই

অতিথিদের আপ্যায়ন… কি যন্ত্রণা!… (ডান দিকের দরজা দিয়া দেখিয়া) বিদায়, তান্যা!… কেমন করে আমি এখনই তোমার সাথে অভদ্র আচরণ করব, মনে হচ্ছে এ যেন আমার মরণ… মরণ!…

ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে চিরকাল পরস্পরকে আনন্দ দিয়ে কাটাবো!··· ঐ ওখানে সে বসে আছে: কি স্ফূর্তিময়ী, কিসে যেন হাসছে, মুখখানি তার কি সারল্যেভরা··· সে কিছু কল্পনা করতে পারছে না! নীচ আমি, নীচ! ··· কিন্তু আমি কি করতে পারি যদি অন্য নারী আমার হৃদয়কে অধিকার করে ও তাকে ছিনিয়ে নেয়? ··· কোথায় পালাবে নিজের ভাগ্য থেকে!··· আর আমি নীচু থেকে নীচুতে যাচ্ছি, যে কোন চোর-ডাকাত, যে কোন অসাধু লোকের চেয়ে ভালো নই! ···

[টেবিলের কাছে বসিয়া হাতের উপর মাথা রাখিল;
সীরোম্যাতভের প্রবেশ]

তৃতীয় দৃশ্য

[আন্দ্রেই ও সীরোম্যাতভ্]

সীরোম্যাতভ্

আমাদের ফেলে চলে এলে কেন? ধূমপান করতে চাও অতিথিদের ঘর ধোঁয়ায় না ভরিয়ে? ···

আন্দ্রেই

না।

সীরোম্যাতভ্

তবে তোমার হোল কি… শরীর ভালো আছে ত? …

আন্দ্রেই

কিছুই হয় নি, ভালো আছি! … (যেন নিজের মনে) তবুও আমরা অন্যকে তিরস্কার করি, বিচার করি, হয়ত আমরা তাদের চেয়েও মন্দ যাদের …

সীরোম্যাতভ্

তুমি ত দেখছি প্রলাপ বকতে সুরু করেছ… তা তোমার মাথা খারাপ হোল না কি শেষ পর্যন্ত? … তাহলে বরং ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।

আন্দ্রেই

আমাকে সারানো কোন ডাক্তারের সাধ্য নয়! (দাঁড়াইয়া) আমি নিজের কথা নিজে ভাঙি, অর্থাৎ আমি ছোট লোক!

সীরোম্যাতভ্

আরে তুমি কি হেঁয়ালি পাকাচ্ছ?

আন্দ্রেই

তবে শোন, ভাস্যা ভাই, এই হেঁয়ালির সমাধান: তোমার বোনকে আমি ভালোবাসতাম, আমাদের সম্বন্ধ পাকা করেছি—নয় কি? …

সীরোম্যাতভ্

বেশ, কে তাতে না বলছে! …

আন্দ্রেই

কিন্তু এখন আর পারি না! … ক্ষমা করো তুমি আমাকে … ক্ষমা করো! …

সীরোম্যাতভ্

আর ঠাট্টা করতে হবে না… এ তার সময় নয়!

আন্দ্রেই (উত্তপ্তভাবে)

আমি মোটেই ঠাট্টা করি নি … কিসে তোমার মনে হোল, ঠাট্টা করেছি? … ঠাট্টার অবস্থা আমার নয়! …

সীরোম্যাতভ্

যা হোক বড় গোছের বিস্ময় বটে!

আন্দ্রেই

তুমি যদি মেরেও ফেলো তবুও আমি লুকাতে পারবো না। তুমি ভাবছ, সহজ হবে… আমার পক্ষে সহজ হবে তোমার বোনের চোখোচোখি চাওয়া? …

সীরোম্যাতভ্

হুঁ … কি ঘটলো, ভায়া আমার! … বন্ধুভাবে, আর কিছু নয়, কেবল বন্ধুভাবে উপকার করেছিলে! … তুমি কি জানো না আমাদের

দেশে, রাশিয়ায়, একে কি বলে? ··· তোমার এই আচরণ আমার বোনের প্রতি, আমাদের পরিবারের প্রতি, এ অত্যন্ত অসম্মানজনক, অপমানকর! ··· এ সব কথা কি তুমি ভেবেছিলে?

আন্দ্রেই

তুমি না বললেও এ সব আমি আগেই জানি। কিন্তু আমি কি করতে পারি, যদি আমি অন্যের প্রেমে পড়ি! ··· হঠাৎ তোমাকে আমার মনের ভাব জানাতে আমি পারি না··· ঠিকমতো কথা খুঁজে পাই না··· কিন্তু এখন তুমি আমাকে ধরো, ছিঁড়ে ফেলো আমার বুক, নিজেই দেখো সেখানে কি ঘটেছে!··· এর থেকে পালাবার কোন পথ নেই··· নিজেকে লুকাতেও পারি না··· নিয়তি, কেবল একটি কথা — নিয়তি!···

সীরোম্যাতভ্

তার মানে, আরো ভালো আর ধনী পাত্রী পেয়েছ?

আন্দ্রেই

আরে না, ভাস্যা, মোটেই তা নয়!··

সীরোম্যাতভ্

তা যদি না হয়, তাহলে তোমার পক্ষে কি সদ্যুক্তি আছে? ··· কি ভাবছ, ভায়া আমার··· আমার বোন হচ্ছে উচ্চ বংশের মেয়ে, আর এখানকার একেবারে একনম্বর পাত্রী, টাকার দিক থেকে আর সব রকম দিক থেকে ··· কোন যুক্তিতে একে তুমি লজ্জা দিচ্ছ একটা যার-তার জন্যে? ···

আন্দ্রেই (আঙুল দিয়া ভয় দেখাইয়া)

শ্-শ্-শ্… সাবধান।… আর কথা নয়।…

সীরোম্যাতভ্ (উদ্ধতভাবে)

কেন কথা নয়?… হুকুম নাকি?… সে যাই হোক, এই বিষয়টির কথা জানতে আগ্রহ হচ্ছে।…

আন্দ্রেই

এতে জানার কি আছে?… রূপ—পাগল-করা। এই ত সব জানলে।…

সীরোম্যাতভ্

কিন্তু বংশ কেমন?…

আন্দ্রেই

জানি না কেমন বংশ… শোনো, তোমাকে সোজা বলি: বংশ হিসাবে ভালো… মা আর অনূঢ়া মেয়ে একসঙ্গে থাকে, স্বীকার করছি, ধনী নয়… তাদের সঙ্গে পরিচিত করালে আগিশিন… কিন্তু তার শিক্ষাদীক্ষা… বিদ্যাবুদ্ধি।…

সীরোম্যাতভ্

প্রেমের গান, এই তা…

আন্দ্রেই

মানুষকে একেবারে মেরে ফেলতে পারে··· তার একটি চাহনি, একটু হাসির জন্যে, যা বলো তাই করতে পারি!··· আঃ, ভাস্যা, এ রূপ এমন, এমন এ রূপ!···

সীরোম্যাতভ্

কোন মাল দিয়েই আমাদের চমকাতে পারো না··· আমরা সাটিনও জানি, ভেল্‌ভেটও জানি।

আন্দ্রেই

তা নয়, বলছি, তা নয়!···

সীরোম্যাতভ্

বুঝেছি, আরো চড়া দামের!···

আন্দ্রেই

কি যে তোমাকে বলি!··· তুমি এমন কখনো জানো নি, কখনো দেখো নি!···

সীরোম্যাতভ্

তাহলে, জানাও, আমরা দেখি··· আমরা কাদায় মুখ গুঁজড়ে পড়বো না··· আদবকায়দা আমরা বুঝি··· পকেটে আওয়াজ করতে পারি; কেন তুমি ত জানো, সেই বেদিনী-মেয়েটার গান শুনে আমরা শ'তিনেক রুব্‌ল্ ছুঁড়ে দিয়েছিলাম!···

আন্দ্রেই (সক্রোধে)

থামো, থামো, আমি তোমাকে মিনতি করছি!··· তোমার সমস্ত কথা বোকামি··· আর কিছুই নয়!···

সীরোম্যাতভ্

যেমন কাজ তেমনি ত কথা··· বোকার কাজ, তাই কথাও বোকামি, কেননা আমি এতে গুরুতর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!···

আন্দ্রেই

না, এ এত গুরুতর যে এর জন্যে ফাঁসি যেতে পারি··· আগে আগে তাদের কাছে ঘন ঘন যেতাম না, ভাবতাম, যেন যাই খানিকটা সময় কাটাতে, কিন্তু এখন প্রত্যেক দিন আমায় টানে, হয়ত শুধু চোখে দেখার জন্যে!··· আর সে,··· সে ত কখন-কখন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে: কখন থাকে চিন্তামগ্ন, তখন এমন সে তাকায়, এমন তাকায়!··· আর আমাকে সে এমন ভরে রেখেছে··· ভালো, তোমাকে সোজা বলেই ফেলি: তাকে ছাড়া জীবন মিথ্যা··· যদি প্রাণ যায় তবুও!··· হয় সে, হয়···

সীরোম্যাতভ্

ব্যাপার যদি এতটাই চরমে গিয়ে থাকে, তাহলে কেবল হাই তুলে সময় নষ্ট করছ কেন, বোকারাম?··· তাদের নিমন্ত্রণ করো গাড়ী চড়ে বেড়াবার জন্যে, ধরো না আজই··· সাজানো ত্রইকা'তে··· মা'টিকে খুশী রাখতে আর মেয়েটিকে নিয়ে আঁধার যত ঘনাবে যতটা পারো দূরে দূরে!

আন্দ্রেই (তাহার ঘাড় ধরিয়া)

তুমি যদি ভাসিলি সীরোম্যাতভ্ না হতে তাহলে তোমার দম আটকে দিতাম এ কথার জন্যে।

সীরোম্যাতভ্ (ঠেলিয়া দিয়া)

অত গরম হয়ো না, একটু ঠাণ্ডা হও!…

আন্দ্রেই

এই পরিবারটি সৎ, সদ্বংশজাত, আমার প্রেমও সৎ, আর ভগবান যদি দেন, আমার কাজও হবে সৎ।

সীরোম্যাতভ্

সৎ। আমাদের সাথে তোমার কাজও সৎ নাকি? হতে পারে, আমরা অন্যের চেয়ে নীচু, যা খুশী করা যায় আমাদের সাথে, মানে, কিছু দাবী করব না, আমরা ত যেমন-তেমন… না, তুমি ভুল করছ, আমাদেরও আছে নিজস্ব মান-সম্মান, তা ঢের বড় অন্য অনেকের চেয়ে, আমরা নিজের মর্যাদা রাখতে জানি।…

আন্দ্রেই

শোধ নাও, করো তোমার যা ইচ্ছে, আমি পালাচ্ছি না, লুকোচ্ছি না, আমি ত নিজেকে ছেড়েই দিচ্ছি… কিন্তু যাতে তার অপমান হয় বা আমার অন্তরের অনুভূতিকে আঘাত করে, তাতে আমি কাউকে ছাড়ি না… নিজের বাপ-মাকেও নয়!

সীরোম্যাতভ্

তাহলে আমার শেষ কথা এই: তুমি যদি আমার বন্ধু না হতে, একেবারে ভায়ের মতো, আমি তোমাকে না মেরে ছাড়তে পারতাম না, তোমাকে অন্ততঃপক্ষে হেয় করতাম সারা পৃথিবীর সামনে।··· এখনও এই অপমান সত্ত্বেও আমি তোমাকে করুণা করি। ফাঁদে ফেলেছে।··· কে না ফেলে, কেউ যদি নিজে ফাঁদে পা দেয়··· এখন শুধু শক্ত করে আঁটা!···

আন্দ্রেই

না, না, ভাস্যা, মোটেই তা নয়, আমিই দায়ী।···

সীরোম্যাতভ্

বুদ্ধির মাথা খেয়েছ, তাই দেখতে পাচ্ছ না; আমার মাথা ঠিক আছে।··· নিয়ে এসো না ঐ দেবীমূর্তিকে, তবু বলব, এটা ফাঁদ।··· সবাই বলবে এ কথা, যাকেই জিজ্ঞাসা করো না কেন।···

আন্দ্রেই

ভাস্যা, তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ···

সীরোম্যাতভ্

কি আবার?

আন্দ্রেই

তোমার বোনকে ডেকে দাও আমার কাছে এক মিনিটের জন্যে।

সীরোম্যাতভ্

কি হবে তাতে? সে ত এখন তোমার কাছে অপরিচিতা।…

আন্দ্রেই

তাকে বলতে হবে…

সীরোম্যাতভ্

বলবো, তোমাকে ছাড়াই।…

আন্দ্রেই

আমার পক্ষে এটা বেশী সৎ হবে…

সীরোম্যাতভ্

আত্মসম্মান বোধ থাকলে এ চলে না, তা তোমাকে বলে দিচ্ছি!…

আন্দ্রেই

কেন বুঝছো না তাকে দেখতে চাওয়া আমার কাছে আনন্দ নয়, যন্ত্রণা।… তার কাছে আমি দোষী, তার সামনে দোষ স্বীকার করতে চাই, ক্ষমা পেতে—তা যেমন করেই হোক!… যদি তিরস্কারও করে, মুখোমুখী, হালকা হয়ে যায়!… কিন্তু হয়ত সে পারে করুণা করতে… তার অন্তর এত কোমল!…

এক মিনিট হতে পারে। তার পর বিদায় ভাই আন্দ্রেই, বিদায়!… আমাদের বেশী কষ্ট পেতে হবে না; অনেক পাত্র আমাদের হাতে আছে… এমন কনে পড়ে থাকে না।… (নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থ দৃশ্য

[আন্দ্রেই একাকী]

আন্দ্রেই

মাত্র দুটো কথাও যদি হয় তাহলে সব হালকা হবে, যেন ঘাড় থেকে পাহাড় খসে যাবে; কিন্তু কি করে এ কথাগুলি বলা যাবে?… তারা ত তৈরী, ঠোঁটের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অন্তরে জ্বলছে বিবেক যেন আগুন!… (টেবিলে বসিয়া আঙুল হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিল।) একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত, শেষবারের মতো, সব ভেবেচিন্তে, যেন জীবন থেকে খানিকটা কেটে ফেলছি।… আর এই ভাবনা মাথায় গুঁড়ি মারছে… দিয়ে দিচ্ছি না ত আমার নিজের সুখও এই আংটির সঙ্গে!…

[তান্যার প্রবেশ]

পঞ্চম দৃশ্য

[আন্দ্রেই ও তান্যা]

তান্যা (মৃদুস্বরে ও সবিশ্বাসে)

কি, কি চাই?…

আন্দ্রেই

একটু বসো…

[তান্যা টেবিলের ধারে বসিল]

কথা দিয়ে যদি কেউ তা রাখতে না পারে, তার কারণ সবসময়েই নীচতা নয়, শক্তির অভাবও হতে পারে!…

তান্যা

এ কোন বিষয়ে?…

আন্দ্রেই

মানুষ যদি নিজের বশীভূত না থাকে, আর…

তান্যা

ভালোবাসো না, নয় কি?…

আন্দ্রেই

ঠিক, কিন্তু তোমার কাছে আমার কোন সদ্‌যুক্তি নেই…

তান্যা

অনুমান করেছি অনেক আগে… অপেক্ষা করেছি অনেক দিন।

আন্দ্রেই

আমি সম্পূর্ণ দোষী তোমার কাছে!…

তান্যা

বুঝি, কিন্তু আমি কি করতে পারি? জোর করে ভালোবাসানো যায় না!

আন্দ্রেই

তোমার কাছে এখন আমার এই মিনতি… (যন্ত্রের মতো আংটি ঠেলিয়া দিল তান্যার দিকে, তান্যা তাহা ফিরাইয়া ঠেলিয়া দিল।) আমাকে ভুলে যাও।

তান্যা (সজলচোখে)

তোমাকে ভুলি আর না ভুলি, তাতে তোমার কি? তুমি শুধু এই চাও তোমার বাধা না থাকে… তুমি হয়ত ভয় পাচ্ছ? কোন ভয় নেই!…

আন্দ্রেই

কিসে ভয় পাবো?… আমি জানি তোমাকে, তোমার অন্তরকে…

তান্যা

আমার চেয়ে ভালো কাউকে পেলে, ধরে রাখি কি করে?··· আর আমরা ত চিরক্‌কাল ভাগ্যহীন!···

আন্দ্রেই

শোন, তুমি যদি রাগ করো বা বকো তাহলে বকো কেবল আমাকেই, কিন্তু, তান্যা, তাকে শাপ দিয়ো না!···

তান্যা

কি লাভ তোমায় বকে? ভগবান তোমার সহায় হোন!···

আন্দ্রেই (সজলচোখে)

তাহলে ক্ষমা করলে, করলে ক্ষমা?···

তান্যা

তোমাকে আমার বলার কি আছে? আমারই বেদনা, আমারই তিক্ততা!··· তুমি আর কেঁদো না, এ আমার ভাগ্য! কি যে তোমায় বলি? ভগবান তোমার সহায় হোন!··· আর কি?···

আন্দ্রেই

ধন্য তুমি, ধন্য!··· দেবীর মতো তোমার মন, হাঁ তাই!··· আর আমি··· আচ্ছা, বিদায়!··· (ডাইনের দরজা দিয়া দ্রুত নিষ্ক্রমণ।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[তান্যা ; পরে সীরোম্যাতভ্]

তান্যা (আন্দ্রেইয়ের পিছনে মাথা নাড়িতে নাড়িতে)

'দেবীর মতো মন!' জিভে তোমার মধু, তলে তার বরফ!... বলছে, তাকে দোষ দিয়ো না — কাকে দেবো তাকে ছাড়া? সেই মেয়েটাই ত আমার সুখ চুরি করেছে।

[সীরোম্যাতভের প্রবেশ]

কে সে এমন, বলো তুমি আমাকে?

সীরোম্যাতভ্

কেমন আবার! ভারী গরজ তা জানার!... নিজের মর্যাদা বজায় রেখো, মর্যাদা!... তোমার দরকার তার মুখের ওপর হাসা — কাঁদা নয়!...

তান্যা

অত সোজা নয় এই হাসা... তাকে ভালোবাসতাম আমি।...

সীরোম্যাতভ্

ভালোবাসতে ত ঘরে গিয়ে কাঁদো, লোকের সামনে নিজেকে ছোট করা আমাদের মানায় না! তোমার দেখানো চাই, লোকে আমাদের পিছু ঘোরে আমরা কারো পিছু ঘুরি না!... গুছিয়ে নাও... যাওয়া যাক!...

তান্যা

হাঁ, যাওয়াই যাক, আর থেকে কি হবে ?··· (টুপি পরিল।)

সীরোম্যাতভ্

বড়ই উঁচুতে চলেছ, আন্দ্রেই ভায়া, বড়ই উঁচুতে। ভুল কোরো না, দেখো, যেন মাথা না ঘোরে!··· ওজন বুঝে গাছ কেটো, জোরে যেন কুলোয়!···

[নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না ও গাভ্রিলা পান্তেলেইচের প্রবেশ]

সপ্তম দৃশ্য

[সীরোম্যাতভ্, তান্যা, নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না ও গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্]

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

এ কি?! তোমরা চল্লে কোথায়?

সীরোম্যাতভ্

চিরক্কাল যা ঘটে, অতিথিরা এই আছে, আর নেই! ···

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

সত্যি, চল্লে কোথায়? তাড়িয়ে দিচ্ছি না ত···

সীরোম্যাতভ্

না, এখনও দেন নি··· কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই না।··· (অভিবাদন করিয়া) গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্, নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না, আপনাদের আদরযত্নের জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ, আপনাদের ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট··· কিন্তু মনে হচ্ছে এ সব সত্ত্বেও আমাদের আর শীঘ্র দেখা হবে না···

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ (স্ত্রীর দিকে চাহিয়া)

নাস্তাসিয়া?···

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

ভেবেই পাই না কি হচ্ছে এ সব!···

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

তুমি কি নাটক বানাচ্ছ?

সীরোম্যাতভ্

আমাদের নাটক এখনি শেষ হচ্ছে, এখন হোক আপনাদের নাটক, নতুন নাটক, সেই আশায় থাকুন··· এখন বিদায় নিই।···

তান্যা

নমস্কার! (প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য

[গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ ও নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না]

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ (একটু থামিয়া)

নাস্তাসিয়া, বলো, এ আমাদের কি হোলো?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

জানি না, গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্, ভাবতেই পারি না!···

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

তাহলে, চুলোয় যাক, আমাদের বাড়ীতে কি গ্রহণ লাগলো না কি?··· আন্দ্রেই কোথা?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

জানি না, গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্!···

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

সিদ্ধি খেলো কে, আমরা না ওরা?··· আমার ত কিছুই হয় নি, মাথা ঠিক আছে, দেয়ালে ধাক্কা খাই নি, সব দেখতে পাচ্ছি ঠিকঠাক··· তুমি কামড়াতে স্বরু করো নি ত?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

আমারও মাথা ঠিক আছে। আমার আবার কি হবে?

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

বলে ফেলো খোলাখুলি! কিছু বুঝি লুকিয়েছ… তোমরাই আগুনে ঘি ঢালো!…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

অন্যায় কোরো না, গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌, ঈশ্বর সাক্ষী, আমি কোন কিছুতে নেই. নিজেই ভেবে পাচ্ছি না কোথা থেকে এ সব ঘটলো!…

[আন্দ্রেইয়ের প্রবেশ]

নবম দৃশ্য

[পূর্বের সকলে ও আন্দ্রেই]

আন্দ্রেই

বাবা আর তুমি মামণি, তোমাদের কাছে আমার অন্তর উদ্ঘাটিত করতে হবে, তার পর তোমরা আমায় বিচার করো, ভগবান তোমাদের যেরকম নির্দেশ দেন সেই মতো!…

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

আরে থামো, এ হোল কি?…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

ওঃ, আমার বুক চিরে যাচ্ছে!

আন্দ্রেই

সীরোম্যাতভা তান্যা—আমার বাগ্‌দত্তা; প্রেমের টানে ও তোমাদের আশীর্বাদে আমরা বাক্যবদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার মনের ভাব একদম বদলেছে…

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌ (আপন মনে)

এখন বোঝা যাচ্ছে ব্যাপার কি, কার হোল জ্বর-বিকার!…

আন্দ্রেই

এখন আমার মনের ভাব একদম বদলেছে, তাকে চেপে রাখা অসম্ভব…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

কি হোল তোমার হে ভগবান, কি হোল?… নিজেকে সামলাও!…

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

ছোকরার চিকিৎসার দরকার আর আমরা দুজনে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি!… পায়ের ওপর খাড়া মানুষটা, দেখতে যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি আর এই রকম প্রলাপ বকবে!…

আন্দ্রেই

তোমরা যদি ভাবো যে আমার এই কথাগুলি —প্রলাপ, তাহলে এই প্রলাপই আমার প্রাণ, এই নিয়েই আমায় মরতে হবে!… কিন্তু আমার ধারণা যে আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি ও আপনাদের কাছে বাপ-মায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি।…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

কিন্তু তান্যার কি হবে?… এ কি-সম্ভব?… এ কি করছ তুমি, কি করছ?…

আন্দ্রেই

তান্যার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়ে গেছে… তার কাছে আমার সমস্ত হৃদয়কে অনাবৃত করেছি… তার জন্যে আমি কত যে কষ্ট পাচ্ছি, ভবিষ্যতে হয়ত আরো কত পেতে হবে—তা কেবল আমার মনই জানে… কিন্তু আমাদের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, আর জোড়া লাগতে পারে না!

[গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে পুত্রের দিকে আড়ে চাহিলেন]

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

আঃ, কি শরম!… এ এলো কোথা থেকে, কোন হাওয়ায় ভেসে?… (ঔৎসুক্যের সহিত) আন্দ্রিয়ুশা, কে এই মেয়ে? কোথায় থাকে, কেমন পরিবার?…

আন্দ্রেই

বংশ ভালো, নির্দোষ, অবস্থায় মধ্যবিত্ত, অনাথা, বাপ নেই, মার কাছে থাকে… তারই প্রতি আমার এই মনোভাব!…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

হায়, হায়!… কি কপাল, কি কপাল!…

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

মাথা খারাপ!··· তোমাদের দুজনকেই দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে!··· পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন দরকার এই ছেলেটার মাথায় জল ঢালা বালতি দুয়েক আর উনি আবার তাকে প্রশ্ন করছেন, বক্‌বক্‌ করছেন!···

আন্দ্রেই

যা আপনাদের ইচ্ছা··· কিন্তু আমার জ্বর নেই, আমি পাগল নই··· আমি ঠিক আছি···

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

পাগলামিতে যাদের ধরে, কবে তারা বুঝতে পারে যে তাদের মাথার ঠিক নেই।··· তাদের কিছুই বলতে নেই, স্রেফ পাকড়াতে হয়···

আন্দ্রেই

আমি পাগল নই··· একেবারেই না।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

তাই যদি হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে বেশী কথার দরকার হবে না। এই সব এখখুনি ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে—দূর করো!··· তোমার পাত্রী ঠিক আছে, অন্য কেউ হবে না। তোমার এই সব গতিবিধি, এ আমি জানতেও চাই না। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, বাপ-মায়ের সামনে এ সব কথা বলতে!··· যাতে এই ব্যাপারের শীঘ্রই অবসান হয়—আসছে সপ্তাহেই বিবাহ হবে! ব্যস, এই বলে রাখলাম!

আন্দ্রেই

আপনার যা ইচ্ছে তা করুন, শুধু এই বিয়ে হবে না!

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

কি রকম? বাপ-মায়ের ইচ্ছার বিরোধিতা, সমাজবিধিকে পায়ে দলা!··· না কি, আজকাল বাপ-মায়ের ক্ষমতার কোন অর্থ নেই?···

আন্দ্রেই

আমি চিরক্কাল আপনাদের কথা শুনেছি, চিরক্কাল শুনব। কিন্তু এ ব্যাপার আলাদা—এ ব্যাপার হৃদয়ের। যদি আপনাদের ক্ষমতা থাকে হুকুম দিয়ে আমার হৃদয়কে ফেরাতে তাহলে আমি মিনতি করছি—হুকুম করুন!··· সে যদি তা শোনে, আমি খুবই খুশী হবো।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

তোমার ও হৃদয়-টিদয় আমি জানতে চাই না! হৃদয়! ইস্, এটা আবার কি বানিয়েছ!··· বাপ-মায়ের মুখোমুখি এমন উত্তর দিতে হয় না কি?··· (স্ত্রীর প্রতি) ওকে বলে দাও, ও নিজেকে সামলাক, তোমাদের দেখলেই আমার মেজাজ বিগড়চ্ছে!··· (হাত দোলাইয়া প্রস্থান করিল।)

দশম দৃশ্য

[আন্দ্রেই ও নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না]

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না (টেবিলে বসিয়া)

আঃ, আন্দ্রিয়ুশা, এ আবার কি সুরু করলে?···

আন্দ্রেই (অন্যধারে বসিয়া)

মামণি, আমার সুখ, আমার জীবন এর ওপর নির্ভর করছে, তাই তুমি অন্ততঃ এতে বাধা দিয়ো না।...

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

আর ঐ তান্যা... কি চমৎকার মেয়ে... কি সুন্দর বৌ ও হোত তোমার!

আন্দ্রেই

তা ঠিক, কিন্তু কপালে নেই। এখন কি করা!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

আর এটিকে তুমি নিজে জানো? কেমন স্বভাব তার? সে তোমাকে ভালোবাসবে ত?... (দ্রুতগতিতে) কি নাম তার?...

আন্দ্রেই

এলেনা।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

তাই নাকি? নামটি ত বেশ। কিন্তু ভেবে দেখ, আন্দ্রিয়ুশা, এ ব্যাপার সামান্য নয়, চিরকালের!...

আন্দ্রেই

আগেই ভেবেছি, অনেক ভেবেছি!... আমি আজকেই যাচ্ছি তার সম্মতি চাইতে...

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

আজকেই। হা ঈশ্বর, কি হবে।

আন্দ্রেই

যদি তার মত পাই তাহলে বিশ্বাস করো পৃথিবীতে আমার চেয়ে ভাগ্যবান কাউকে খুঁজে পাবে না! তুমি কি চাও আমার সুখ?…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক!…

[গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচের প্রবেশ; নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না ও আন্দ্রেই দাঁড়াইয়া উঠিল]

একাদশ দৃশ্য

[পূর্বের সকলে ও গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌]

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

এ তুচ্ছ ব্যাপার কি চুকল?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

তাই ত মনে হচ্ছে, গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌…

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

মনে হচ্ছে আবার কি?… এতে মনে হবার কি আছে?… আমি ত এখনও কিছু দেখছি না…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

মনে হচ্ছে, যার নাম জন্ম থেকে কপালে লেখা আছে তাকেই… আজ যেতে চাইছে তারই পানিগ্রহণের প্রত্যাশায়…

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

পানিগ্রহণ? তাহলে এখন আমাদের বাপ-মায়েদের কি হবে?… আমাদের কি কর্তব্য, ওর এই পাগলামি দেখে?…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

আমি জানি না, গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্!…

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

জানো না? তাহলে তোমাকে শেখাই আমি! প্রথম, তোমার এই মেয়েলি কিচির-মিচির করা জিভ দিয়ে তুমি তোমার ছেলেকে কিছুই শেখাতে পারো নি, কামড়ে কেটে ফেলো তোমার এ জিভ — চিরকালের মতো চুপ হয়ে যাও!…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

যা বলো তাই মানছি, গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্!…

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

আর একটা কথাও নয়!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

আমি চুপ করছি, চুপ করছি!

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

তাহলে দ্বিতীয়…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

দ্বিতীয় আবার কি?…

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

দ্বিতীয়—ঐ বিগ্রহকে নামিয়ে আনো…

[আন্দ্রেই বিনীতভাবে মাথা নীচু করিল]

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

আঃ, গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্! আঃ, আন্দ্রিয়ুশা, বাছা আমার!…

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

পড়ুক ওর ওপর ঈশ্বরের ও আমাদের আশীর্বাদ!… করুক যা খুশী, যদি পরে কাঁদতে হয়, দোষ ওর, আমাদের নয়!… তুলে রাখো বিগ্রহ!…

দ্বিতীয় অঙ্ক

[কার্‌মিনার বাড়ীতে আবাহন কক্ষ। মাঝারি ঘর, বড়লোকী নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্ন আসবাবে সাজানো; পিছনে হলে যাইবার দরজা খোলা; ডান দিকের কোণে পাশ দরজা; বাঁ দিকে দুটি জানালা]

প্রথম দৃশ্য

[এলেনা একেলা আরামকেদারায় বসিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতেছে, পরে টেবিলের উপর বই রাখিয়া জানালার দিকে যায়]

এলেনা

কি অসহ্য বিরক্তি! না কাজ, না জায়গা, কিছুই ভালো লাগে না। দিনগুলো কাটে কেমন মরার মতো টেনে টেনে, আমার জীবনের গতি যেন থেমে গেছে! চেয়েছিল ফিরে আসতে দু'হপ্তার মধ্যে, দেখতে

দেখতে দু'মাস কেটে গেল, তার দেখা নেই! হারালো কোথায় সে? বিচ্ছেদ কি ভাবে বাড়াচ্ছে আর জোরালো করছে আবেগকে!··· আমার পাশে যখন থাকত সে, আমি লক্ষ্য করি নি, অনুরাগের কত জোর; লক্ষ্য করি নি, তাকে নইলে আমার চলে না!··· কিন্তু যে বায়ুমণ্ডল আমাদের ঘিরে থাকে তাকেও ত আমরা লক্ষ্য করি না, অথচ তাকে ছাড়া বাঁচা অসম্ভব—নিশ্বাস ফেলা যায় না! কিন্তু ওর হোল কি? দেরী করছে কেন? একথা ভাবা যায় না যে সে ভীরু··· তার কথাবার্তায় কখনো থাকে আবেগ, আবার কখনো থাকে শীতলতা ও একেবারে অতি সাধারণ শস্তা সংসারবুদ্ধি! কিংবা এটা হিসাব-কষা, কৌশল?··· কত কাল আমরা পরস্পরকে জানি, তবুও সে আমার কাছে রয়ে গেছে এক হেঁয়ালি!··· তাকে ডাকতে হবে, আদায় করতে হবে এর অর্থ!··· হাঁ, দরকার হয়েছে শেষ করে দেওয়া আমার পক্ষে এই যন্ত্রণাদায়ক ভুলবোঝাবুঝি··· (জানালা দিয়া দেখিয়া) আঃ, বন্ধুবর আন্দ্রিয়ুশা বেলুগিন!··· কি সাদাসিদে ভালো মানুষ··· হা, হা, হা! তার হাতে আবার কি? গাড়ীর ঘোড়াটা কি চমৎকার··· চড়ে বেড়াতে কি আরাম!··· (টেবিলে বসে ও বই হাতে নেয়।)

[আন্দ্রেই বেলুগিন প্রবেশ করে, পরনে ফ্রক-কোট ও হাতে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এলেনা ও আন্দ্রেই বেলুগিন]

এলেনা (সকৌতুকে)

ঢুকলেন, না জানিয়েই?

আন্দ্রেই (বিব্রতভাবে)

ত্রুটি হয়ে গেছে, আমি··· কি অভদ্রতা আমার!

এলেনা (হাসিয়া)

থাক, থাক, এমন কিছু নয়। (দাঁড়াইয়া হাত বাড়ায়।) কেমন আছেন?

আন্দ্রেই

আপনি ভালো আছেন, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না?

এলেনা

চমৎকার আছি! (ফুলগুলির দিকে দেখাইয়া) এ সব আবার কি?

আন্দ্রেই (ফুলগুলি দিতে দিতে)

অনুমতি করুন উপহার দিতে, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না!

এলেনা

আপনাকে কি খেয়ালে পেয়েছে?

আন্দ্রেই

এমনি, ইচ্ছা হোল··· অস্বীকার করবেন না গ্রহণ করতে···

এলেনা (লইয়া)

মের্সি!···* কি সুন্দর তোড়া! (বসিয়া শুঁকিল) কোথায় পেলেন?

আন্দ্রেই

এই এখানে-সেখানে, যেখানে সুবিধা হোল! দুর্লভ কিছুই নয়!

এলেনা

হাঁ, অবশ্য, আপনার কাছে কিছুই দুর্লভ নয়··· বসুন ত!

আন্দ্রেই

না, বসা নয়··· দাঁড়ানো নয়!··· কেবল যে-কোন দিকে দৌড়ে যাওয়া যেত পিছনে না ফিরে!···

এলেনা

এ কি অদ্ভুত ভাব! আপনি কি জানেন না, আগিশিন··· তিনি কি পিটেরবুর্গ থেকে ফিরেছেন?···

---

* [ফরাসী ভাষায়] ধন্যবাদ!

আন্দ্রেই

না ত… কি দরকার আমার? … আমি জানি নে…

এলেনা

আপনার কি হল? …

আন্দ্রেই

এমনি, হঠাৎ… এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে সমস্ত চিন্তা জট পাকিয়ে যায়, ঠিক যেন কুয়াশা ঢাকা!…

এলেনা

কিন্তু জানতে পারি তার কারণ? 'এমনি, হঠাৎ'… আচ্ছা, কিসের থেকে এটা এলো আপনার মধ্যে!

আন্দ্রেই

সে কথা বলুক আপনাকে এই ফুলেরা …

এলেনা

ফুলেরা? তারা ত চুপ … কেবল শুঁকতে ভালো… তাজা!

আন্দ্রেই

না… তারা কথা কয়…

এলেনা

হয়ত বড়ই মৃদু ··· আমি শুনতে পাই না! ···

আন্দ্রেই

তারা বলে বলে সেই লোকের প্রেমের কথা যে হয়ত সব চেয়ে হতভাগ্য।

এলেনা

বুঝতে পারছি না! ···

আন্দ্রেই

আপনার পক্ষে বোঝাও ত সম্ভব নয়: আপনার কাছে সবই ত ঠাট্টা, আপনি সবেতেই হাসেন ··· আপনার পক্ষে ঠাট্টা সম্ভব, আমার পক্ষে তা নয়: এখন সময় এসেছে যখন এই ঠাট্টার শেষ হওয়া চাই! ···

এলেনা

আঃ, আরো পরিষ্কার করে বলুন! ···

আন্দ্রেই

এলেনা ভাসিলিয়েভ্না, মাত্র দুটো কথা: আমার প্রেম — পরিহাস নয় ··· মোটেই তা নয়, এতেই আমার সারা জীবন! হ্যাঁ এতেই! এলেনা ভাসিলিয়েভ্না, আমার দিক থেকে সবই নিশ্চিত, এখন আমি প্রার্থনা

করি আপনার হাত··· আমাকে উত্তর দিন, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না, সোজা আপনার অন্তর থেকে··· মিনতি করি এই ক্ষণেই, আমার পক্ষে অপেক্ষা করা,অনুভূতির বর্তমান অবস্থায়, একেবারে অসম্ভব! (জানালা দিয়ে দেখে)

[এলেনা ফুলের তোড়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে]

এলেনা (যেন নিজের মনে)

এ যে অভাবিত!

আন্দ্রেই

যদি আমি বোকার মতো কিছু বলে থাকি, অপমান করে থাকি আপনাকে, তাহলে সোজাসুজি তা বলুন··· আমাকে আর কখনো দেখতে পাবেন না! ···

এলেনা (নিস্তব্ধতার পর)

এ ভাব কি অনেকদিন আপনার মাথায় এসেছে?

আন্দ্রেই

যে মুহূর্তে আপনাকে প্রথম দেখি, তখন থেকে! আমার বাগ্‌দত্তা ছিল, কিন্তু সে ব্যাপার আমি চুকিয়ে দিয়েছি; এখন কেবল আপনার উত্তরটি···

এলেনা

কিন্তু আপনি ত স্বাধীন নন··· আপনি আপনার দলবলের একজন,

আপনার আছে একটি বিশেষ জগৎ, আর আমি বড় হয়েছি, মানুষ হয়েছি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে; আমার আছে নিজস্ব অভ্যাস, রুচি ও কামনা, নিজেকে বদলাতে আমি পারি না!

আন্দ্রেই

আমি মোটেই পরাধীন নই: আমার নিজস্ব টাকা আছে, দিদিমার কাছ থেকে পাওয়া, আমি একদম আলাদা থাকি মা-বাবার কাছ থেকে; আর আপনি বলছিলেন যে সব দলবলের কথা … সেরকম কিছুই নেই … আমি অনুগত হবো কেবল তারই … যাকে আমি ভালোবাসি! …

এলেনা

কিন্তু শুনুন … আমার স্বভাব দুষ্ট: আমি খেয়ালী, মাঝেমাঝে সোজাসুজি মন্দ, আমার ওপর জোর খাটালে আমি কখনও কারো কাছে নত হতে পারি না। অনেক রকম উদ্ভট-কল্পনা আমায় পেয়ে বসে: হঠাৎ আমার সব কিছুতেই বিরক্তি লাগে … আমি স্বাধীন হতে চাই … সম্পূর্ণ স্বাধীন …

আন্দ্রেই

বেশ, তাতে কি হোল? … যা কিছু আপনার পক্ষে সুবিধা, আমি তাতেই রাজী … আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই … কেবল একটি ছাড়া … যে আপনি, যে আমি আপনাকে নিজের বলতে পারি! …

[এলেনা চিন্তিতভাবে ফুলগুলির দিকে ঝোঁকে ও হঠাৎ জোরে হাসিয়া ওঠে]

এলেনা

ক্ষমা করবেন, এ একেবারে অন্য বিষয়ে: এমন একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল!…

আন্দ্রেই (নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

হাঁ, আমিও বুঝতে পেয়েছি এ আমার বিষয়ে নয়, কেননা এখন আমার প্রতি হাসলে… পাপ হবে!… যার হৃদয় আছে সে এটা পারে না!…

এলেনা

না, না, মোটেই না! আমি তত মন্দ নই, সত্যি, একেবারে অন্য কথা মনে এলো… আচ্ছা বেশ, আমাকে কিছুক্ষণ একা ভাবতে দিন, পরে আপনাকে বলব!… আপনি এখন আসুন, এই গাড়ীতে বেড়িয়ে—ঘণ্টাখানেক পরেই জানতে পাবেন।…

আন্দ্রেই

এ ঘণ্টাটা আমার কাছে বড়ই দীর্ঘ মনে হবে।…

এলেনা

আপনি মিষ্টির দোকানে যান, আমার জন্যে কিছু মিষ্টি নিয়ে আসুন… তাহলে আপনি টেরও পাবেন না কেমন করে সময় কাটলো!… অত গম্ভীর হবেন না… গম্ভীর লোকেদের আমি ভালোবাসি না!…

আন্দ্রেই

তাহলে এখন আসি··· শরীর যে কাঁপছে!··· (চলিয়া যায়।)

এলেনা (দরজা পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিয়া)

আঃ, কাঁপবেন না, দয়া করে!

[আন্দ্রেই বাহির হইয়া যায়]

এলেনা

হা, হা, হা! আমি বেলুগিন ব্যবসাদারের স্ত্রী! হা, হা, হা··· জমকালো পোষাক পরা, পাশে স্বয়ং আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচ্‌, সৌখীন এক গাড়ীতে, চমৎকার তার ঘোড়া··· হা, হা, হা··· নববিবাহিত বেলুগিন-দম্পতি!··· এলেন কার্‌মিনাকে মনে পড়ে কি? এ সেই। হা, হা, হা··· আলোচনা··· অশ্লীল ঠাট্টা, যার ভিতর থেকে ফুটে বেরচ্ছে হিংসা!··· খবর বটে, ঘটনা বটে!···

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌নার প্রবেশ]

তৃতীয় দৃশ্য

[এলেনা ও নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না (ফুল দেখাইয়া)

কি সুন্দর তোড়া! কে দিলে?···

এলেনা

ভাবী-বর!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

কি বলছ তুমি? ভাবী-বর কি রকম?···

এলেনা (হাসিয়া)

সত্যি বলছি, মা!···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা, তুমি কি জ্বালিয়ে মারতে চাও?

এলেনা

আন্দ্রে বেলুগঁ্যা* এই মাত্র আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা, এ কি সম্ভব? না, না, তুমি কি রহস্য করছ?!

এলেনা

বিশ্বাস হচ্ছে না? হা, হা, হা··· কিন্তু এতে বিস্ময়ের কি আছে?

---

* [ফরাসী উচ্চারণে] আন্দ্রেই বেলুগিন

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

নিশ্চয় তুমি রহস্য করছ, এ আর কিছুই নয়!

এলেনা

না, মোটেই নয়! আমি—বাগ্‌দত্তা, মা … আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা, থামো এখন; আমার নার্ভের কথা মনে রেখো।

এলেনা

সত্যি, সত্যি বিশ্বাস করো! (মাকে জড়াইয়া ধরিয়া) মা, ব্যবসাদার বেলুগিনের বৌ হয়ে সংসারে বাস করা কি মন্দ?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

না, হয়ত বৌ হলে বেশ ভালোই থাকা যায়—কিন্তু তুমি ব্যবসাদার বেলুগিনের বৌ নও, হতে পাবে না, এ প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করতে পারো না!…

এলেনা

তুমি ঠিকই বলেছ, আমি তাকে বিয়ে করব না, পৃথিবীর কোনকিছুর জন্যেই নয়! কিন্তু অনুমতি দাও মা এই সম্পদের স্বপ্ন দেখে হেসে নিই… এই হাসি মা আমাদের বেশ কিছু দিন চলবে। (চলিয়া গেল।)

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আজকাল লোকেদের সাহস কত যে বেড়েছে! কিন্তু এ কি করে সম্ভব।...

[আগিশিন প্রবেশ করিল]

চতুর্থ দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না ও আগিশিন]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আঃ, নিকোলাই এগোরোভিচ্! আঃ, কি অপ্রত্যাশিত। ঈশ্বরের জয় হোক! আপনার কথা অনেক হয়েছে... কেমন আছেন, ভালো ত? কেমন বেড়ালেন, সব ঠিক ত?

আগিশিন

সবই ঠিক; আপনার শরীর ভালো আছে?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

হাঁ, তবে এই নার্ভগুলো... যেমন হয়ে থাকে। কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয় না।

আগিশিন

এলেনা ভাসিলিয়েভ্না কেমন আছেন?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

সে ত আমার কাছে ফুলের মত! কিন্তু আমি, বিশ্বাস করবেন কি, যেই আপনাকে দেখলুম হঠাৎ, সার দেহ অবশ হয়ে উঠল! বসুন ত!

আগিশিন (বসিয়া)

এত ভালো নয়, নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

ভালো আর কিসে হবে…

আগিশিন

জানেন কি, এটা আপনার এলো কিসের থেকে? আপনাদের ঠিকমতো মানুষ করা হয় নি।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আঃ, কি যে বলেন! … আমি সুন্দর শিক্ষা পেয়েছিলাম!

আগিশিন

না, সুন্দর নয়, ভাবপ্রবণ! অতিমাত্রায় বাড়ানো অনুভূতি যা বিচারের ক্ষতি করে, আর আদর্শের প্রতি আবেগপূর্ণ উচ্ছাশা। কিন্তু জীবনে বাস্তবতাই সব, আদর্শবাদিতা কোথাও নেই—এই থেকেই আসে হতাশা, নার্ভের গোলমাল; এর চেয়ে আরো খারাপ: পারিবারিক নাটক, জীবনের হানি! যত মাথাধরার কারণ হচ্ছে এই-ই, নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না, এই উচ্চ চিন্তা! …

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আপনার কথা যত শুনি ততই আপনি বকেন!

আগিশিন

মেয়েদের যদি শেখানো যায় আরো বেশী যুক্তি, সব জিনিসকে শাদা চোখে দেখার ক্ষমতা তাহলে বিশ্বাস করুন তারা বেশী সুখী হবে আর শরীর ত ভালো হবেই!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

এ সব কথা আমাকে যত খুশী বলুন, কিন্তু দয়া করে আমার মেয়ের কাছে এ সব ভাব···

আগিশিন

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না, আপনি যদি এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌নার সৌভাগ্য চান, তাহলে তাকে শেখান, জীবন যা দেয় তাই যেন সে নিতে পারে, আদর্শের স্বপ্ন যেন না দেখে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আমার মাথাধরাটা লেগেই রয়েছে! ঐ যে আসছে লেনা এখানে; মাপ করবেন, আমি একটু বিশ্রাম করতে যাচ্ছি। (চলিয়া গেল।)

[এলেনার প্রবেশ]

পঞ্চম দৃশ্য

[আগিশিন ও এলেনা]

এলেনা

হে ভগবান। আপনি এখানে আর আমি জানি না, মাও ত বলেন নি।

আগিশিন (সাগ্রহ করকম্পন)

হঁা, আমি এই অনেকক্ষণ···

এলেনা

কবে এলেন পিটেরবুর্গ থেকে?

আগিশিন

কাল সকালে।

এলেনা

কোন সাহসে আপনি এতক্ষণ দেখা দেন নি?

আগিশিন

অভিনয় করবেন না অত কঠিন হবার; আমি বিশ্বাস করি না যে আমার না-আসাটা আপনার এতখানি লক্ষ্যের বিষয় হবে!

এলেনা

না, সত্যি বলছি, এই সমস্ত সময়টা আমার ভয়ঙ্কর বিশ্রী কেটেছে, একটা লোক ছিল না যে কথা বলি। ওখানে আপনি কি করলেন?

আগিশিন

ওখানে আমার এক কাকীমা মারা গেলেন··· তিনি কিছু রেখে গেছেন, তা আমাকে নিতে হল··· কিন্তু দুঃখের বিষয় তেমন কিছু বেশী নয়! ···

এলেনা

আমি ভাবলাম আপনি হয়ত কোথাও গেছেন সাগর পারে।

আগিশিন

কেমন আছেন আপনি?

এলেনা

ঐ ত বল্লুম আপনাকে, যে বিশ্রী।

আগিশিন

বিনা কারণে?

এলেনা

বুঝতেই পারি না আমার কি যে হয়েছে··· বিরক্তি, সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট, কোথায় যেন ছুটে পালাই!

আগিশিন

প্রাচুর্য, প্রাণশক্তির আতিশয্য! আপুনি যেন বসন্তের চাকচিক্যময় প্রকৃতি যা উজ্জ্বল আবহের পর হঠাৎ আঁধার হতে শুরু করেছে; দরকার একটা ঝড়ের—তা সে যতই ছোট হোক—যাতে ছড়িয়ে যেতে পারে এই পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ।

এলেনা

আপনি কি তাই ভাবেন?

আগিশিন

আচ্ছা, আমার বন্ধু আন্দ্রিয়ুশার কি খবর? আপনাদের কাছে আসে ত?

এলেনা

বেশ ঘন-ঘন··· দেখে হাসি পায়··· ওঁকে দেখে আমার ভীষণ হাসি পায়।

আগিশিন

মনে হয়, প্রেমে পড়েছে আর সে কী প্রেমে পড়া! আমাদের মতো নয়!···

এলেনা

তবে কি রকম?

আগিশিন

যেমন প্রেমে পড়ে অশিক্ষিত লোকেরা: তাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে, অর্থাৎ তাদের সমস্ত আদিম উদ্দামতা দিয়ে। বলুন ত এ প্রসঙ্গে, তাকে আপনার কেমন লাগে?

এলেনা

তিনি—এমন কিছু নয়, চলতি ধরণের রুশ যুবকেরা যেমন হয়… মনে হয়, ভালোমানুষ আর কোমলমতি। আমি তাঁকে বিচার করছি তাঁর নিজেরই কথা দিয়ে; তিনি আমার কাছে তাঁর সমস্ত অন্তর খুলে দিচ্ছেন।

আগিশিন

ঠিক, কিন্তু এই আদ্রিয়ুশা—লক্ষপতি, তার দিদিমার উইলে সে প্রকাণ্ড পুঁজি পেয়েছে; তার ওপর আবার তার বড়লোক মা-বাপের একমাত্র আদরের সন্তান। আর তার অন্তর কি কোমল, কি সুকুমার! বর্তমান যুগে একটা দ্রষ্টব্য পদার্থ।

এলেনা

আমি তাঁকে ঠিক বুঝতে পারি না—কি তিনি: নির্বোধ না একদম ছেলেমানুষ?

আগিশিন

সে অবশ্য আকাশের চাঁদে হাত পাবে না, কিন্তু সুযোগ পেলে সে বেশ উপযুক্ত হবে ঘরোয়া কাজের জন্যে, নিশ্চয়। মোটকথা, এই আদ্রিয়ুশা—একটি রত্ন; আর সে ভারী সুবিধাজনক।

এলেনা

কার পক্ষে?

আগিশিন

মেয়েদের পক্ষে, স্ত্রীদের পক্ষে, যারা বুঝতে পারবে কত মহার্ঘ মোটা মাসহারায় পূর্ণ মুক্তি ও স্বাধীনতা। বুদ্ধিমতী মেয়ে কখনও এমন লোককে প্রত্যাখ্যান করে না।

এলেনা

জানেন কি যে এই আদরের লোকটি আমার প্রেমে পড়েছেন পাগলের মতো, অন্ধভাবে।

আগিশিন

এ না হয়েই পারে না। এর আবেগ যদি বাড়তে থাকে, তাহলে তা হারকিউলিসের স্তম্ভ পর্যন্ত পৌঁছাবেই। প্রথম যে দিন ও আপনাকে দেখেছিল, তখন থেকেই ওর মাথা ঘুরে গেছে।

এলেনা

শুনুন, আপনাকে আরো খবর বলছি: তিনি আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন আজই, এই আধ ঘণ্টাটাক আগে।···

আগিশিন

সাবাস, আন্দ্রিয়ুশা, সাবাস! কি বললেন আপনি তাকে?

এলেনা

আমি হাসির চোটে কিছুই বলতে পারি নি।

আগিশিন

কেমন এই আদ্রিয়ুশা? চমৎকার, সত্যি বলছি চমৎকার।

এলেনা

কল্পনা করুন, আপনার সামনে ব্যবসাদারনী বেলুগিন-পত্নী! হা, হা, হা।

আগিশিন

আমি এতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না হাসবার মতো; একথা আমি ভাবি আর যারা আপনার ভালো চায়, তারাও ভাবে এ কথা। কিন্তু কি পেয়ে গেল সে আপনার কাছ থেকে?

এলেনা

যেমন সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে এমন ব্যাপারে তাকে বলা হয়েছে ভেবে দেখা যাবে। কিন্তু অনেক হয়েছে ও কথা। এখন নিজের বিষয়ে বলুন কিছু কথা, কি দেখলেন পিটেরবুর্গে? সেখানে লোকে বলে নাকি অনেক অনেক সুন্দরী মেয়ে··· আপনার ত সেখানে অনেক পরিচিতা; মনে পড়ে আপনি বলেছিলেন দুজন মহিলার কথা, যাদের সঙ্গে আপনার ভাব ছিল?

আগিশিন

দেখা হোল তাদেরও সঙ্গে; তাদের একজন অতিমাত্রায় মোটা হচ্ছেন, প্রচুর ঘুমান, খুব মিষ্টি তাকান তাঁর নিজের স্বামীর পানে—আর অন্যজন শুকিয়ে যাচ্ছেন অসম্ভব রকম…

এলেন।

দেখা যাচ্ছে আপনার বিশেষ মজা হয় নি?…

আগিশিন

আমাকে আপনি কি পেয়েছেন? সত্যিই কি আপনি ভাবেন যে আমার জীবনে কিছুই নেই মজা ছাড়া? যে আমি কেবল উড়ে বেড়াই প্রজাপতির মতো, আমার বুকে কি মাথায় কিছুই থাকে না, আমি কোনকিছুকেই নিতে পারি না অলঘুভাবে?

এলেন।

আমি ত আপনাকে বেশী জানি না, আপনার কথা থেকেই আমার ধারণা।

আগিশিন

আপনার সঙ্গে আমি আর তর্ক কচ্ছি না; হয়ত আগে ছিলাম এই রকম—কিন্তু এখন আর নয়।

এলেন।

তাহলে এখন কেমন?

আগিশিন

এবারে যাওয়ার মধ্যে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার অন্তরে কিছু গোলমাল হয়েছে। বিশ্বাস করবেন কি যে জীবনে এই প্রথম বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছি কোন একজনের অনুপস্থিতি আর যন্ত্রণা পেয়েছি। অদ্ভুত, আশংকাপূর্ণ এই অনুভূতি··· আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াত, পিছন থেকে অনুসরণ করত এক নারী মূর্তি; সে অধিকার করেছিল আমার মস্তিষ্ক, আমার সমস্ত হৃদয়।···

এলেনা

আমাকে অনুমতি দিন জিজ্ঞাসা করতে, তিনি কি বিবাহিতা না কুমারী?

আগিশিন

তিনি? হাঁ, তিনি—কুমারী···

এলেনা

তবে ত তিনি হতে পারেন আপনারই।···

আগিশিন

হায় ভগবান। সে সাহস কি আমার আছে—আমি যে নিঃস্ব, একেবারে নিঃস্ব, এহেন সুখের স্বপ্ন দেখার। কি আমি করতে পারি? জীবনের শোচনীয় গতানুগতিক কাঠামোর মধ্যে তাকে পুরে রাখা, তাকে স্ত্রী, সেবিকা, পরিচারিকা করে রাখা, নিধন করা সেই সৃষ্টিকে,

যার সমস্তই সুন্দর, সুকুমার, সঙ্গীতময়… তাকে আটক রাখা রান্নাঘরে!… এই যে আমি, আমিও ত ভালোবাসি সবকিছুতে সৌকুমার্য। আমিও আর্টিস্ট! আমার আরাধ্য নারীকে মনোরম পরিবেশ ছাড়া অন্যভাবে অধিকার আমার কল্পনায় হতেই পারে না।

এলেনা (মৃদুস্বরে)

বলুন, বলুন…

আগিশিন

আঃ! হয়ত নেপলসের নীল উপসাগরে, কিংবা সোরেন্তোয়…

যেথায় আকাশ হলো নীল
আর পর্বতেরা ভায়োলেট

সেখানে জীবন, সেখানেই স্বর্গ; এইজন্যেই কবিরা এত ভালোবাসেন ইতালিকে…

এলেনা

আচ্ছা, আপনার মনে কি কোন আশা নেই?

আগিশিন

আশা? আমার মনে কি রকম আশা!… আমার অন্তরে আছে— উন্মত্ততা। আমি প্রস্তুত সব কিছুর জন্যে, সকল রকম আত্মোৎসর্গের জন্যে, কেবল এই আবেগকে আমার অন্তর থেকে ছিঁড়ে ফেলার জন্যে! কিন্তু

তা আর সম্ভব নয়, সময় পেরিয়ে গেছে! ... (নিস্তব্ধতা) কেবল একটা, একটা স্বপ্ন আমি এখনও আমার অন্তরে লালন করতে পারি...

এলেনা (প্রায় অস্ফুটস্বরে)

কি তা, কি তা?

আগিশিন

সে আর কারো হোক।

এলেনা (যেন আহত হইয়া)

এঁ্যা! ...

আগিশিন

হাঁ, হোক সে আর কারো, কিন্তু সে রাখুক তার অন্তরে আমার জন্যে ছোট একটু কোণ, যেখানে হতভাগ্য আমি পেতে পারি বিশ্রাম, জীবনে শান্তি, একটু খোলা হাওয়া। এই লুকোচুরির জন্যে অবশ্য তাকে করতে হবে ছোটখাটো লড়াই চিরাগত সংস্কারের সঙ্গে, একটু বোঝাপড়া নিজের বিবেকের সঙ্গে...

এলেনা

কিন্তু যদি বোঝাপড়া করতে হয় বিবেকের সঙ্গে, তাহলে ত একে আর ছোট একটু কোণ বলা চলে না।

আগিশিন

কিন্তু আমার এই স্বপ্ন উবে গেছে ধোঁয়ার মতো। না, সে এখনও

অত্যন্ত আদর্শবাদী; তার কাছে সংসারের সাধারণ ঘটনা, যা আমরা দেখি প্রতি পদে, হয়ত মনে হবে ভয়ঙ্কর, বীভৎস; সূক্ষ্ম উপভোগের মিষ্ট সৌকুমার্যই হয়ত তার কাছে অপরাধ বলেও মনে হবে… তার মনে হবে যেন ফিউরিরা, ইউমেনাইডিসরা তাকে তাড়া করবে জীবনের শেষ পর্যন্ত।…

এলেনা

কিন্তু কে এই সে?

আগিশিন

আপনি প্রশ্ন করছেন? আপনি জানেন না? এ কি সম্ভব যে আপনি আশা করেন যে আমি তার নাম করবো? এর কি দরকার আছে?

এলেনা

না, নেই।…

আগিশিন

আর এখন, টিপে পিষে মেরে ফেলতে আমার এই আবেগকে আমি চলে যাচ্ছি শহর ছেড়ে, ঢুকে পড়বো কোন একটা চাকরীতে, দূরে কোনোখানে।

এলেনা

বেশীদিনের জন্যে কি?

আগিশিন

দু'বছর কি তিন, কি করে বলি? যতদিন না সব থেমে যায়,

হৃদয় শান্ত হয়, নিজেকে ফিরে পাই!··· আচ্ছা, বিদায়। এখন আপনাকে ভাবতে হবে সেই উত্তরের কথা যার ওপর মানুষের ভাগ্য নির্ভর করেছে, আন্দ্রেইও—মানুষ।··· আমার, আমার মাথা যেন পুড়ে যাচ্ছে, আমার চাই হাওয়া!···

এলেনা (দৃঢ়ভাবে)

ফিরে আসবেন আজই, ফিরে আসবেন। আমি আপনাকে মিনতি করছি, অনুজ্ঞা করছি।

আগিশিন

বেশ, যদি চান ত আসবো; আমার একটি বাড়ীতে যেতে হবে, বেশী দূরে নয়। চলি! (এলেনার হাত ধরিয়া) কি সুন্দর হাত··· কেমন উষ্ণ, সতেজ কম্পন। সুখ থেকে পালাবেন না, ছুঁড়ে ফেলে দিন কুসংস্কার, জীবন যা কিছু দিতে পারে তার সবটাই নিন!··· পালাবেন না সুখ থেকে!··· (নিষ্ক্রান্ত)

এলেনা

উঃ, কেমন বুক ধড়ফড় করছে। আমার পক্ষে এ কি রকম দিন! এখনই আসবে আন্দ্রেই··· (নিস্তব্ধতা) তাহলে, বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া?··· তাই করতে হবে? আঃ। (বসিয়া) কিন্তু এ আমার কি হোল? জীবনে এই প্রথম যেন মনে হচ্ছে আমি দুটো হয়ে যাচ্ছি। আমার জোর আছে, সাহস আছে, বিবেকের সঙ্গে এই লোভনীয় চাতুরীর জন্যে আমি প্রস্তুত, কিন্তু বিবেকেরও ত আছে তার অধিকার, আমি অনুভব করছি নিজের মধ্যে নৈতিক পতন এবং খানিকটা ঘৃণাও করছি নিজেকে!··· কিন্তু এসব দুর্বলতা, দুর্বলতা! সে একে বলছে দুর্বলতা, সে, আমার একমাত্র অধিকর্তা···

সে একে বলছে দুর্বলতা। তাহলে এটাকে হতেই হবে দুর্বলতা। হাঁ, ঠিক হয়েছে। শেষ হয়ে গেল। জীবন থেকে নিতে হবে জীবন যা দেয়… নইলে, পরে হবে কষ্ট পেতে, চোখের জল ফেলতে!… আঃ, আমার মাথার মধ্যে সবই কেমন অস্পষ্ট ও অন্ধকার। আচ্ছা, তবে শুরু হোক… এতে যা হবার তা জীবনই ঠিক করে দেবে।…

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌নার প্রবেশ]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[এলেনা ও নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

লেনা, কি হোল… তুমি ত সবক্ষণই হাসছ?। তাকে ত একটা যা হয় কিছু উত্তর দিতে হবে।

এলেনা

মা… আমি করব… আমি ওকেই করব বিয়ে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

লেনা, হা ঈশ্বর।… কি বলছ।…

এলেনা

কি আর হবে, মা… ওই আমার পক্ষে ভালো পাত্র। আর কি আশা করা যায়? আমাদের পুঁজি ফুরিয়ে আসছে দিনের পর দিন, আমাদের সামনে দারিদ্র্যের ভয়। শারীরিক বা মানসিক কোন পরিশ্রমের

আমি উপযুক্ত নই—আমি সে ভাবে বড় হই নি, সে শিক্ষা পাই নি। (অশ্রুর সহিত) আমি বাঁচতে চাই মা, বাঁচতে, উপভোগ করতে। তাই আস্ত্রিয়ুশাকে বিয়ে করা ভালো, চিরকাল এই গরীব কোণে বসে সবাইয়ের ওপর দুর্বল হিংসা করার চেয়ে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

ও আমাদের স্তরের নয়, ওগো মেয়ে; ওদের বন্য জীবন, বন্য রীতিনীতি··· লোক বলবে কি।···

এলেনা

লোকের কথায় কি আসে যায়? কুসংস্কারের ওপরে উঠতে হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামতো জীবন গড়ে তোলা যাবে, তার অনেক উপায় হবে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

তুমি কি কোনদিন ভালোবাসতে পারবে ওকে?

এলেনা

আমি চেষ্টা করবো মা তাকে মেনে নিতে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা, লেনা। তুমি ঠিক করে ফেললে। তোমার বুদ্ধি, সৌন্দর্য— কার জন্যে?···

এলেনা (মাকে জড়াইয়া ও চুমো খাইয়া)

কি করো মা! কেঁদো না। এখনই ত আমার বুদ্ধি, আমার রূপ

তাদের উপযুক্তস্থান পাবে। দেখো, কেমন বড়লোকের মতো থাকবো আমি, কত হবে আমার ঝলমলে ভক্তদল। বেছে নেবার কত সুযোগ।...

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আমি শুধু প্রার্থনা করতে পারি, প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করি, যে তুমি সুখী হও।...

এলেনা

অনেক হয়েছে, থামো মা, মুছে ফেল এই চোখের জল।...

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

অবস্থার গতি কোথায় নিয়ে চলেছে। অন্য অবস্থায় আমি এ চিন্তাকে মনেও স্থান দিতাম না যে তুমি ... লেনা আমার ... আমার অমূল্য নিধি ...

এলেনা

চলো, চলো, শান্ত হও। (চলিয়া গেল।)

[আন্দ্রেইয়ের প্রবেশ]

সপ্তম দৃশ্য

[আন্দ্রেই একাকী]

আন্দ্রেই

দেখছি ত কেউই নেই। মনে হচ্ছে, আমার যেন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে... কোন একটা গান যেন মাথায় ঢুকেছে,

যার কোন কারণ নেই। (জানালার দিকে গেল।) ঐ ত ইলিয়া বসে আছে কোচবাক্সে, তার হাতে শ্যাম্‌পেনের ঝোলা; ঐ ত আমার ঘোড়াটা কি যেন নাড়াচ্ছে, কান কাঁপাচ্ছে। এই ঘোড়াটা, কোথায় তুই লাফিয়ে টেনে নিয়ে যাবি আমাকে এখান থেকে।

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না ও এলেনার প্রবেশ]

অষ্টম দৃশ্য

[আন্দ্রেই, নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না ও এলেনা]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কেমন আছেন, আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচ্‌? (বসিলেন, এলেনা দেয়ালে হেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।) বসুন, বসুন।

আন্দ্রেই

না, এই বেশ, আমি বেশ আছি।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আপনি বিয়ের প্রস্তাব করেছেন আমার মেয়ের কাছে?

আন্দ্রেই

করেছি ত, কেননা এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌নার প্রতি আমার প্রেম··

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

ও এখনও এত ছোট আছে; কিন্তু আমি—এমন মা নই যে জোর করি। ওর যা ইচ্ছে··· আমি লেনাকে ভালোবাসি, জীবনের সঙ্গে ঐ

ও আমার একমাত্র বন্ধন···(অশ্রু) ওর, ওর সুখ··· আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।···

আন্দ্রেই

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না, আপনার কথাগুলি শুনতে চাই।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

ও নিজে বলুক।

এলেনা

আমার মত আছে···

আন্দ্রেই (এক পা আগাইয়া জোর গলায়)

এলেনা ভাসিলিয়েভ্না, এ কি সত্যি?

এলেনা (সহাস্যে)

আমার মত আছে!

আন্দ্রেই (ছুটিয়া গিয়া নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্নার হাতে চুম্বন করিয়া)

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না, আমি কি সুখী।···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আমার যা কিছু আদরের, তাই আমি আপনাকে দিচ্ছি!

আন্দ্রেই

আদরের।… তাই ত তাকে রাখা হবে সব চেয়ে বেশী আদরে। কে এখন আছে এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী?

এলেনা (রহস্য করিয়া)

খুঁজে পাওয়া যাবে কাউকে!

আন্দ্রেই (এলেনার হাতে চুমা দিয়া)

অসম্ভব। আমি লাফিয়ে পড়ব, ঠিক বলছি, আমি লাফিয়ে পড়ব গির্জের চূড়া থেকে।

এলেনা

তাহলে আমাদের বিয়েই হবে না।

আন্দ্রেই

কিছু হবে না, সব ঠিক থাকবে, আপনার ভয় নেই। নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না, অনুমতি দিন, রুশ প্রথায় আনন্দ করি পানপাত্র দিয়ে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

কিন্তু আমাদের ঘরে ত কিছু নেই, এ এমন অভাবিত।

আন্দ্রেই

আমাদের ভাণ্ডারে আছে যথেষ্ট পরিমাণে। (হলের দিকে দৌড়াইল।)

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা, তুমি আমাকে একা ফেলে চলে যাবে?…

এলেনা

তোমাকে একা, মা, কখনো না! তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, এই হবে আমার প্রথম শর্ত!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না (মেয়েকে চুমা দিয়া)

মেয়ে আমার, মণি আমার!

[আন্দ্রেই ফিরিয়া আসিল, তার পিছনে একজন লোক, হাতে ট্রে, তার ওপর শ্যাম্পেনের বোতল ও গেলাসগুলি]

আন্দ্রেই

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না, আপনাকে মিনতি করি, আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে। (গেলাস লইল।)

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না (দাঁড়াইয়া ও গেলাস লইয়া)

তোমরা সুখী হও! ওকে যত্ন কোরো।

আন্দ্রেই

এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোন।

[কাচের গেলাসের আওয়াজ। নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না সামান্য পান করিয়া, গেলাস রাখিয়া বসিলেন]

আন্দ্রেই

এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না, এবার আমরা।...

[এলেনা গেলাসে গেলাস ঠেকাইয়া পান করিল]

এলেনা

চমৎকার পানীয়।

আন্দ্রেই

যেমন-তেমন, সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে। আমার মনে হচ্ছে, এ সবই যেন একটা ঠাট্টা।

এলেনা

সমস্ত জীবনটাই ত—ঠাট্টা! ঠাট্টাতেই মানুষ বাঁচে আর মরে।

[আগিশিনের প্রবেশ]

নবম দৃশ্য

[আগের সকলে ও আগিশিন]

আন্দ্রেই

এ কে, ঠিক যাকে চাই! (দৌড়িয়া গিয়া আগিশিনকে আলিঙ্গন) নিকোলাই এগোরোভিচ্, বন্ধু আমার, অলৌকিক ব্যাপার! অভিনন্দন করো, পান করো।

আগিশিন (গেলাস লইল)

পান ত আমি করছি, কিন্তু কিসের জন্যে ও কাকে অভিনন্দন, সেটা বলো?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

অভিনন্দন করুন বর কনেকে।

আগিশিন (নিরুৎসাহে)

আমার অভিনন্দন জানাই, এলেনা ভাসিলিয়েভ্না ও আন্দ্রেই গাভ্রিলীচ্! (পান করিয়া গেলাস রাখিয়া দিল।)

[লোকটি হলে চলিয়া গেল]

আন্দ্রেই

হঁ্যা, ব্যাপার এমনই নিকোলাই এগোরোভিচ্! (আগিশিনকে আলিঙ্গন) তুমি আমার বন্ধু, একটিমাত্র বন্ধু আর চিরকালের বন্ধু। তুমি আমার সকল সুখের প্রধান কারণ: তুমিই আমাকে প্রথম দেখালে এলেনা ভাসিলিয়েভ্নাকে, তুমিই ত আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলে! এ কথা আমি সারা জীবনে ভুলবো না! এসো তুমি ও আমি এখন এলেনা ভাসিলিয়েভ্নার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে নতুন করে পান করি। এর জন্যে চাই নতুন মদ, আরো তাজা; এটা একেবারে জুড়িয়ে গেছে। (হলের মধ্যে গেল।)

আগিশিন (তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসির সহিত)

ও কি খুশী, যেন একটা বোকা স্কুলের ছাত্র।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

নিকোলাই এগোরোভিচ্‌, আমাদের দোষ দেবেন না।

আগিশিন

কোন সাহসে দোষ দেব আপনাদের? আর কিসের জন্যে? আপনারা সামাজিক কুসংস্কারের ওপরে উঠেছেন, আপনি মেয়ের সুখের জন্যে সাহস করে কুসংস্কার ও কুৎসা-নিন্দার বিরুদ্ধে গেছেন। আমার উচিত তারিফ করা আপনার বুদ্ধি ও এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌নার বীরত্ব···

এলেনা

এ ত বীরত্ব নয়!

আগিশিন

কি তবে?

এলেনা (মৃদুস্বরে)

এটা বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া, যার কথা আপনি বলেছিলেন! আমি সুযোগ ছাড়তে চাই নি, চেয়েছি জীবন থেকে ততটা নিতে যতটা তা দিতে পারে।

আগিশিন (মৃদুস্বরে)

আর স্বর্গের দুয়ার খুলে দিতে তাকে যে এতকাল কামনা করেছে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে!

[আন্দ্রেই প্রবেশ করিল, তার পিছনে লোক, শ্যাম্পেনের বোতল ও দুটি গেলাস ট্রেতে সাজানো]

আন্দ্রেই (আগিশিনকে)

এখন আমরা দুজনে পান করবো মনের সুখে··· বিনা ছলনায়, বন্ধুর মতো, ভাইয়ের মতো, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌নার প্রিয় অমূল্য স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে!

আগিশিন (গেলাস লইয়া)

আপনার হিরণ্ময় জীবন, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না, সর্বদা ঝলমল করুক এই মদের মতো! (পান করিল।)

আন্দ্রেই (গেলাস লইয়া)

আমি কথা কইতে জানি না; কিন্তু আমার জীবনই দেখিয়ে দিক, আমি অন্তর দিয়ে কত ভালোবাসি আপনাকে. পৃথিবীতে এমন কিছু নেই···

আগিশিন

আন্দ্রিয়ুশা, তুমি বাজে বকছ।

আন্দ্রেই (সাশ্রুনয়নে)

শোনো! পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, ভগবানের দিব্য, যা আমি করতে পারি না আপনার ভালোবাসার সামান্য পরিমাণে যোগ্য হতে···

তৃতীয় অঙ্ক

[কার্‌মিনার বাড়ীতে একটি ছোট থাকার-ঘর। দুটি পাশ-দরজা : অভিনেতাদের বাঁ দিকেরটি দিয়া বৈঠকখানায়, ডান দিকের অপরটি দিয়া ভিতরের ঘরগুলিতে যাওয়া যায়; আসবাবপত্র নরম-ধরণের ফরাসী ছিট দিয়া মোড়া। ডান পাশে ছোট একটি দিভান ও একটি গোল টেবিল। সন্ধ্যাবেলা টেবিলে বাতি জ্বলিতেছে]

প্রথম দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না চিন্তিতভাবে বসিয়া স্পিরিট শুঁকিতেছেন। এলেনা ডান দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল, তাহার পরনে মিহিসূতার লম্বা পেটিকোট ও লেসের ব্লাউজ, চুল বাঁধা হইয়া গিয়াছে, মুখে পাউডার মাখানো]

এলেনা

কি হোল তোমার, মা, কি হোল? আবার নার্ভের গোলমাল?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আঃ, আমি নিজেকে বকছি, ভারী বোকার মতো কাজ করে ফেলেছি।

এলেনা

কি রকম, সে কি আবার?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আঃ, লেনা, নিমন্ত্রণ করেছি অতিথিদের, বেলুগিন বুড়োবুড়িরা আসবে··· লোক ডাকলে কিছু টাকা ধার করা উচিত ছিল আর···

এলেনা

আর ভোজ দিতে হবে?···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

ভোজ দাও আর নাই দাও, সন্ধ্যাটায় একটা ভদ্রগোছের কিছু করতে হবে ত··· সকলকে বলেছি, আমি মেয়ে দিচ্ছি এক লক্ষপতিকে, সকলে আসবে একটা বিশেষ কিছুর প্রত্যাশায়··· কিন্তু কি আছে আমাদের?

এলেনা

কেন, আমরা দেখিয়ে দেব সেই লক্ষপতিকে। কি চাই আরো?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা, আর আমার, সত্যি বলছি, লাগছে এমন অস্বস্তি, এমন অতৃপ্তি।…

[আন্দ্রেই বেলুগিন প্রবেশ করিল, পরনে ফ্রক-কোট, হাতে টুপি, তার ভিতরে দুটি ভেলভেটের কৌটা।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না, এলেনা ও আন্দ্রেই]

এলেনা

দেখো ত কি কাণ্ড!… বলা-কওয়া নেই চলে এসেছে, সোজা…

আন্দ্রেই

কি হয়েছে তাতে…

এলেনা

কেন এলেন? সরে যান এখান থেকে! এখানে জিজ্ঞাসা না করে কেউ আসে না।

আন্দ্রেই

কি হয়েছে তাতে…

এলেনা

আগে এসেছেন, অনেক আগে, দেখছেন না। আমার এখনও পোষাক পরা হয় নি।

আন্দ্রেই

তাতে কি হয়েছে আমাদের পক্ষে।

এলেনা

আপনার পক্ষে কিছুই না, কিন্তু আমার পক্ষে…

আন্দ্রেই

আপনার পক্ষেও কিছুই হয় নি, আমি না হয় অন্য দিকে চেয়ে থাকব।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আঃ, ছেলেটি কি মিষ্টি!…

এলেনা

আচ্ছা, কি আপনার দরকার?

আন্দ্রেই

দরকার জরুরী, কাল আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

[টেবিলে টুপি রাখিল। নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না সেদিকে চাহিলেন কৌতূহলের সহিত]

হয়ত, টাকার দরকার আছে?…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

না, বলা যায় না যে বিশেষ প্রয়োজন হলে…

আন্দ্রেই

ক্ষমা করবেন, আমি সে কথা বলি নি… তবুও অনেক কিছু ঘটতে পারে… বিশেষ অ-বিশেষের কথা নয়!… ধরুন, ফলটল লাগবে আর মদ নয় অন্যকিছু, সেটা হওয়া চাই একেবারে সেরা, এমন যা দুনিয়ায় মেলে না!… এই নিন, দুখানা নোট।

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না তার দিকে গেলেন, সে দুখানা একশো রুব্‌লের ব্যাঙ্কনোট দিল]

আর, শুনুন, আঁটাআঁটি করবেন না… যদি আরো দরকার হয় একটি কথার ওয়াস্তা!

এলেনা

মা, পেলে ত।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

তেজে-ভু!*

এলেনা

ফেৎ ভ প্রেপারাতিভ সাঁ তারদে!**

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আ ল'-এঁ্যাস্তাঁ!...*** ছেলেটি কি মিষ্টি!... (আন্দ্রেইকে) তুমি অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছ; কিন্তু সবশুদ্ধ এতে কিছু বাড়তি থাকবে না, আমি তোমার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কি ভালো এই ছেলেটি, লেনা!...(টুপির দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

[এলেনা ও আন্দ্রেই।

এলেনা

যান, চলে যান ত! আমার লজ্জা করছে।

---

* [ফরাসী ভাষায়] চুপ করো।

** [ফরাসী ভাষায়] যোগাড়ে লেগে যাও আর দেরি না করে।

*** [ফরাসী ভাষায়] এখনই।

আন্দ্রেই

না, চলে যাব কেমন করে। (নোট-কেস বাহির করিয়া তাহা হইতে নোট লইল।) এগুলি আপনার, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না, আপনার যৌতুক, যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে···(নোটগুলি এলেনাকে দিল।)

এলেনা

কি এগুলি?

আন্দ্রেই

নোট, হ্যাঁ নোট, আপনার নামেই।

এলেনা

কি হবে আমার এ সব, কি করব আমি এগুলি নিয়ে?

আন্দ্রেই

যা আপনার খুশী। পঁচাত্তর হাজার।

এলেনা

এত!··· না, না, এ আমি নেব না!

আন্দ্রেই

এত কোথায়।··· আপনি আমায় ব্যথা দিচ্ছেন!··· আপনি কি ভাবেন যে, আমি পঁচাত্তর হাজারের যোগ্য নই? আমাকে অনেক কনের সঙ্গে

একলাখ ও তারও বেশী দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তা নিই নি, আর আপনি ত দিচ্ছেন মোটে পঁচাত্তর হাজার।

এলেনা

না, আমার সাহস নেই, ভয় করে।

আন্দ্রেই

সে কেবল এই টাকাকড়ির কারবারে আপনার অভ্যাস নেই বলে; আমরা নিশ্চিন্তমনে এ সব নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করি। (এলেনার হাত ধরিয়া তাহাতে নোট রাখিয়া) এতে ভয়ের কি আছে? রেখে দিন: এরা শুয়ে থাকবে চুপ্‌টি করে, কোন গোলমাল করবে না, কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে না, কিন্তু যখন দরকার হবে, আপনি যা চাইবেন এরা সে কাজ করে দেবে··· মোটেই বেশী নয়···

এলেনা

মনে হচ্ছে, আমি যেন কেড়ে নিচ্ছি, বঞ্চিত করছি, আঘাত করছি!

আন্দ্রেই

ও সন্দেহও করবেন না, মোটেই আঘাত নয়! আমরা ব্যবসাদার, আমাদের সবই গোনা-গাঁথা, আমাদের ঠকানো অতি কঠিন। এ টাকাটা ত শুধু আমার বাৎসরিক আয়, আমার লাভ, মুনাফা — আর কি! আর মূলধন — তাতে হাতই পড়ে নি।

এলেনা

কি চমৎকার মানুষ আপনি, কি উদার!

আন্দ্রেই

ও কথা বলবেন না, দয়া করে! (টুপি হইতে কৌটা লইয়া এলেনাকে দিল।) টাকা — ও কথা আলাদা, ও আপনার সম্পত্তি. ওতে বলার কিছু নাই, কিন্তু আমার অনুরোধ এটা উপহার নিন বরের কাছ থেকে!

এলেনা (কৌটা খুলিয়া)

আঃ, ব্রেসলেট, তারা-বসানো, হীরের!

আন্দ্রেই

দয়া করে, পরবেন এটা আজ, বাতির আলোয় এগুলো ঝল্‌মল করবে।

এলেনা

কিন্তু এতগুলো হীরে কেন! নিশ্চয় এর দাম অনেক।

আন্দ্রেই

নিজের দাম আপনি এত সস্তা ধরছেন কেন! আমার ধারণায়, আপনার পক্ষে বেশী দাম কোন কিছুরই হতে পারে না! হীরেরও ত জায়গা চাই ঠিকমতো। কৌটায় থাকলে, দোকানে থাকলে কি ওদের

মানায়? অন্য কোন মেয়ে পরলে না আছে সৌন্দর্য, না আছে আনন্দ, লোকে তখন হীরেকেই দেখবে তাকে না দেখে; কিন্তু আপনি যদি হীরে পরেন, তাতে হীরেরই হয় আনন্দ; তারা আপনাকে সুন্দর করে না, আপনি তাদের দাম বাড়িয়ে দেন।

এলেনা

মের্সি, মের্সি!* কি সুন্দর! কে পছন্দ করলে?

আন্দ্রেই

নিজে, 'ফুলদা'এর দোকানে!

এলেনা

আপনার ত পছন্দ আছে! (কৌটা টেবিলের উপর রাখিল।)

আন্দ্রেই

কনে দেখেই লোকে বুঝবে যে আমার পছন্দ আছে।

এলেনা

আবার রসিকতাও আছে! প্রতিমিনিটে নতুন নতুন গুণ দেখা যাচ্ছে!

---

*[ফরাসী ভাষায়] ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

আন্দ্রেই

আমার মনে হচ্ছে, বাড়ীর লোকেরা এসে পড়বে এখন।

এলেনা

আমি যে এখনও তৈরি হই নি!

আন্দ্রেই

তাড়া কিসের … তাঁরা বেশী ক্ষণ থাকবেন না, আপনি কিছু মনে করবেন না, তাঁদের আটকেও রাখবেন না; আমি আনছি ওঁদের জোর করে। ওঁরা আসছেন শুধু … আপনাকে দেখতে! আপনার সমস্ত সাজগোজ আপনি তাঁদের দেখাবেন! … আপনার কাছে এই আমার অনুরোধ! …

এলেনা

এ নিয়ে ভাবতে হবে না আপনার! … এ সব কাজ আপনাদের নয়! (আন্দ্রেইয়ের দিকে তাকাইয়া) — আঃ, চুল কোঁকড়ানো হয়েছে!

আন্দ্রেই

নয় ত কি?

এলেনা

মোটেই মানাচ্ছে না। যেন ভেড়ার মতো। … দয়া করে, ও ছেঁটে ফেলুন।

আন্দ্রেই

তাহলে কি একদম কদম ছাঁট করবো।

এলেনা (তাহার চুল মোলায়েম করিয়া দিল)

চুলগুলি কি চমৎকার!

আন্দ্রেই (তাহার হাত ধরিয়া চুমু খাইল)

আপনার যে ভালো লেগেছে, তার জন্যে আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু ও যে ছিল, আ লা-দিয়াবল, কিংবা যাকে বলে আ লা-কাপুল?* এখনকার চলতি ফ্যাশান।

এলেনা

না, আ লা-দিয়াবল, আ লা-কাপুল, ওসব চলবে না কখনো—চাই সোজাসুজি, স্বাভাবিক ভাব!

আন্দ্রেই

আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে! এখনই তাহলে যাই নাপিতের দোকানে! কিন্তু কি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে এই সাজে—উঃ কি চমৎকার! ... মনে হচ্ছে যেন মরি-মরি।

এলেনা

কিন্তু কে বলেছিল এদিকে চাইবে না।

---

* ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে চুল ছাঁটিবার চলতি ফ্যাশানের নাম।

আন্দ্রেই

কিছুতেই সম্ভব নয় সে ধৈর্য রাখা। ওই ছোট কাঁধটি ফুটে বেরচ্ছে ··· জামার ভিতর থেকে। যদি একটি বার সাহস হোত! ···

এলেনা

কিসের?

আন্দ্রেই

মুখ দিয়ে!

এলেনা (তাকাইয়া দেখিয়া কাঁধ আগাইয়া দিল)

নাও, চুমো খাও, আর সরে পড়ো।

আন্দ্রেই (কাঁধে চুমা খাইয়া)

আমি উড়ছি! (চলিয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

[এলেনা ও পরে নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না।]

এলেনা

আমি ধনী।··· এ এক নতুন ব্যাপার, চমৎকার! আমাকে কেমন-যেন টেনে তুলছে, শক্ত করছে, স্থির করছে, আর কিছুটা··· ভাবতে হাসি পায় ··· যেন আমার বুদ্ধিও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্নার প্রবেশ]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

দেখাও আমাকে, দেখাও, কি উপহার দিয়েছে তোমাকে?

এলেনা (চিন্তিতভাবে)

ঐ দেখ না, মা!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না (কৌটা খুলিয়া)

আঃ, আঃ, কি চমৎকার! না জানি, এর কত দাম, নিশ্চয় খুব বেশী।

এলেনা

নিশ্চয় দামী; কিন্তু এটা আরো বেশী।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কি ও, কি আবার?

এলেনা (নোটগুলি হাতে দিয়ে)

নাও, গোনো।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কারবারী ব্যাঙ্কের নোট।... দশহাজারী।... ভগবান দয়াময়।... লেনা।... পাঁচ, ছয়, সাত।...(শেষ নোটখানি দেখিয়া) পঁচাত্তর হাজার! একটা গোটা সম্পত্তি বললেই হয়।

এলেনা

হাঁ, খুব বেশী নয়, তাহলেও সম্পত্তি। আজকালকার দিনে যখন টাকা এত মাগ্‌গী ও দরকারী, সকলেই যখন টাকা চায়, তখন আমরা পেয়ে গেলাম এই মোটা টাকা—আমরা যাদের নেই কিছু, অর্থাৎ প্রায় কিছু।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আঃ, লেনা, আমি নিজেকে সামলাতে পাচ্ছি না। এটা এমন অভাবিত আনন্দ··· তোমার জন্যে আনন্দ, বাছা আমার।

এলেনা

অর্থাৎ, আসল কাজটাই হয়ে গেল। এখন সামনে যাই হোক না কেন, তোমার-আমার যাই ঘটুক না কেন, তুমি-আমি শান্ত, আমরা নিশ্চিন্ত! নাও, ধরো এগুলো; বিপদের দিনে কাজে লাগবে। দেখছ, আমি বিনামূল্যে নিজেকে উৎসর্গ করি নি!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না (মেয়েকে চুমা খাইয়া)

আদরের ছোট সোনালী মাথাটি, আমি এত খুশী, এত খুশী। (মেয়ের দিকে চাহিয়া) লেনা! মনে হচ্ছে, আমার মনের জোর তোমার চেয়ে কম: এতগুলো টাকা দেখে আনন্দে আমি না নেচে পারছি না, আর তোমার মুখে একটু হাসিও নেই।

এলেনা

টাকাই—আমার কাছে সব নয়; এ আমার কাছে তুচ্ছ; আমি এখনও

তরুণী, মা; জীবন বেশীদিন উপভোগ করি নি, জীবনই আমাকে প্রলুব্ধ করে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তাহলেও, তুমি ত নিজেকে বলি দিয়েছ।

এলেনা

তা নয়, মা, তা নয়…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তাহলে কি, বলত মেয়ে?

এলেনা

মা, আমাদের একটা চুক্তি করতে হবে…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

বলো, যেমন তোমার সুবিধা।

এলেনা

মা, আমি শীঘ্রই হবো একজন ধনী, স্বাবলম্বী রমণী; এখন শেষ হয়ে গেছে তোমার ভাবনা-চিন্তা, তোমার অভিভাবকত্ব; কিন্তু আমি চাই আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি আগের মতো… হাঁ, আগের মতো যখন আমি ছিলাম শিশু। তাই এখন আমি তোমাকে মিনতি করছি যে একটুও তিরস্কার নয়, একবারও ভুরু বাঁকানো নয়, যদিও…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

'যদিও' কি?

এলেনা

শুধু কেবল ধনী জীবনের জন্যে আমি কখনো নিজেকে বিলিয়ে দিতাম না; আমি চাই স্বাধীন হতে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা, আমি কেবল এই চাই যে তুমি সুখী হও।... চেষ্টা করো যাতে সুখী হতে পারো।

এলেনা

করব, মা। (মাকে জড়াইল) মা! আমি তোমাকে এ সব কথা না বলেও পারতাম, এতেই বোঝ, তোমার প্রতি আমার কত ভালোবাসা ও ছেলেবেলার মতো আনুগত্য। এখন পোষাক পরার সময় হোল; আমি যে কনে, আমি যে সুন্দরী হতে চাই! (নিস্ক্রান্ত)

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আজকালকার মেয়েরা, দেখছি ত, কত সাহসী, কেমন নিশ্চিতভাবে ওরা এই চৌকাঠ পার হচ্ছে!... আমাদের বেলা... নিজের কথা মনে আছে, অন্যেরও... কত ভাবনা, কত সংশয়! কত চোখের জল!... জীবনের গতি কিছুই বুঝতাম না; বিয়ে হোল, বর অত্যধিক আদর দিতো, সাজাতো-গোজাতো যেন পুতুল, আর ঘোরাতো-ফেরাতোও

যেন পুতুল··· কারা যেন এলো মনে হচ্ছে গাড়ীতে। বেশ হয় আমাদের কাছাকাছির মধ্যে কেউ হলে। (বৈঠকখানার দরজা খুলিল।) আঃ, এ যে নিকোলাই এগোরোভিচ্, আমাদের আপন জন। আসুন, আসুন, এখানে আসুন। এখনও আর কেউ আসে নি!

[আগিশিনের প্রবেশ]

পঞ্চম দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না ও আগিশিন]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আসুন, আসুন। গল্প করুন যতক্ষণ অতিথিরা না আসেন আর লেনার পোষাক পরা না হয়।

আগিশিন

ভালো আছেন ত, নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না! খুব ব্যস্ত আছেন বোধ হয়? এখন ত আপনার মস্ত ভাবনা!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

না, এখন আমার ভাবনা প্রায় নাই বল্লেই হয়!

আগিশিন

সে কি রকম?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আমাদের প্রিয় আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচের বদান্যতায় ও মহত্বে··· সে একটা গোটা সম্পত্তি, পঁচাত্তর হাজার, উপহার দিয়েছে লেনাকে।

আগিশিন

নিশ্চয়! অন্য রকম হতেই পারত না। ওর কাছ থেকে আরো অনেক পাওয়া যাবে! কেবল বুদ্ধি করে ওকে ব্যবহার করুন।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

'বুদ্ধি করে' মানে?

আগিশিন

যেমন যার যোগ্যতা। এর উপহারে খুশী হবেন না, অবাক হবেন না। নেবেন নিঃস্পৃহভাবে, উদাসীনভাবে, যেন এটা নিশ্চিত প্রাপ্য। তাকে বুঝতে দেওয়া দরকার, যে তার এই সব দান, এ কিছুই নয় তার সৌভাগ্যের তুলনায়, যা আপনারা তাকে দিয়েছেন। এক কথায়, তাকে এমন অবস্থায় রাখবেন যাতে সে আনন্দে ফরমাস খাটবে, যখনই তাকে কাজে লাগানো হবে। হাঁ, আপনি তৈরি করেছেন সুখের ভবিষ্যৎ, নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না, যদিও, স্বীকার করা দরকার, আপনি এটা সস্তা দরে কেনেন নি।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

সুখের ভবিষ্যৎ আমি খুঁজেছি আমার জন্যে নয়, মেয়ের জন্যে।

আগিশিন

ওর জন্যে ব্যস্ত হবেন না: সে বুদ্ধিমতী এবং দেখবেন, নিজের সুখের ব্যবস্থা করবে। এই ও পরিস্থিতিতে প্রয়োজন কেবল…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কেবল কি?

আগিশিন

কাটিয়ে ওঠা আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও হালকা করে দেখা সমস্ত কর্তব্যজ্ঞান ও বাধ্যবাধকতাকে…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কি ভয়ানক লোক আপনি!

আগিশিন

এ আমার পক্ষে অতিরিক্ত সম্মান। আমি কেবল সলজ্জভাবে নিজের পক্ষে এইটুকু দাবী করি—যে আমার আছে অল্পস্বল্প কেজো বুদ্ধি।

[এলেনার প্রবেশ]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

ঐ ত লেনা তৈরী হয়েছে। আমি এখন যাই, কিছু সাংসারিক কাজ আছে। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[আগিশিন, এলেনা ও পরে নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না]

আগিশিন

আমার অভিনন্দন নিন। সবার আগের অভ্যাগত।

এলেনা

আমি খুব খুশী যে এখনো কেউ আসে নি। আমরা স্বচ্ছন্দে কথা কইতে পারি।

আগিশিন

আপনি আজ মন-মোহিনী।

এলেনা

হাঁ, আমি কিছুটা চেষ্টা করেছি নিজেকে সুন্দর করতে, কিন্তু আজ তা আপনার জন্য নয়। একটি অতি কঠিন ভূমিকায় আজ আমার প্রথম প্রকাশ, এখনো সঙ্কোচ কাটে নি, এখনো নিজের ক্ষমতায় আস্থা আসে নি।

আগিশিন

খুবই স্বাভাবিক, নূতন প্রকাশে সঙ্কোচ থাকেই। শীঘ্রই কেটে যাবে। জীবনের সব তুচ্ছতাগুলি দেখুন ও জানুন, তখনই সাহস বাড়বে। জীবনের মূল্য এত বেশী নয়, যে তা নিয়ে ভাবতে হবে। এর সবটাই আর কিছু নয়—কমেডি ছাড়া।

এলেনা

এ কি সম্ভব, শুধুই কমেডি?

আগিশিন

একদম, একদম হালকা। আজ আপনাদের এখানে কি-কি হবে?

এলেনা

প্রথমে হবে বেলুগিনদের আত্মীয়স্বজনের আবির্ভাব, পরে আসবেন আমাদের সহৃদয় বন্ধুবর্গ। বেলুগিনেরা অবশ্য যাচাই করবেন আমাকে, আর আমাদের বন্ধুরা—আন্দ্রেই গাভ্রিলীচ্‌কে। প্রত্যেকেরই আগ্রহ হবে লক্ষ্য করতে আমার মুখে কোন রকম চাঞ্চল্য, মানসিক যন্ত্রণার চিহ্ন বা ঐ ধরণের কিছু; কিন্তু কিছুই পাবেন না দেখতে কেউ: আমি হবো একটি হেঁয়ালী।

আগিশিন

চমৎকার!

এলেনা

কিছুক্ষণ ছাড়া পাবার জন্যে আমি ব্যবস্থা করেছি সঙ্গীতের, তখন আপনার সঙ্গে নাচবো। কিন্তু সত্যি বলছি, এই সমস্ত অনুষ্ঠান, এই সমস্ত পরিচয়-করানো অত্যন্ত ক্লান্তিকর আমার ইচ্ছা, যাতে এই কমেডি তাড়াতাড়ি চুকে যায়। আর বিশ্রামের জন্যে বিয়ে শেষ হলেই আমি বিদেশে যেতে চাই··· কেমন লাগছে আমার এই প্ল্যান?

আগিশিন

একেবারে চমৎকার।

এলেনা

আন্দ্রে'র সঙ্গে* কাল কথা বলেছি: সে রাজী। কিন্তু সে তার কাজের জন্যে বেশী দিনের জন্যে যেতে পারবে না; সে কেবল আমাকে এগিয়ে দেবে, সপ্তাহ দুই কাটাবে আমার সঙ্গে, তার পর মস্কোয় ফিরে আসবে আর আমি থাকবো মামান'এর সঙ্গে**।

আগিশিন

আমি খুশী হচ্ছি, আপনার মাথায় এই সব বুদ্ধি ঢুকেছে বলে: এ চিন্তা খুব সুখের।

এলেনা (আবেগের সহিত)

আমাদের সঙ্গে আপনি কি আসতে পারবেন? আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করছি।

আগিশিন

ধন্যবাদ আপনাকে। আমিও আগেই ভেবেছি এ রকম একটা বেড়ানোর কথা। মামণি থাকবেন আপনার জন্যে, না আপনি মামণির?

---

*[ফরাসী ভাষায়] আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে

**[ফরাসী ভাষায়] মামণির সঙ্গে

এলেনা

তাতে কি এসে যায়? মা আমাকে—আগে কখনও বাধা দেন নি, পরেও দেবেন না।

আগিশিন

এটা ভালো হোল যে আন্দ্রিয়ুশা আপনাদের সঙ্গে যাবে।

এলেনা

কেন?

আগিশিন

তাকে একটু একটু করে শেখানো দরকার তার যা ভূমিকা… অর্থাৎ, যে ভূমিকায় আপনি তাকে বাধ্য করবেন ভবিষ্যতে…

এলেনা

কি কঠিন আপনার কথাগুলি!

আগিশিন

ভু লা'ভে ভুলু, ভু লা'ভে ভুলু, জর্জ দাদাঁ্যা। *

---

* [ফরাসী ভাষায়] কিন্তু তুমি ত এই চেয়েছিলে, তুমি ত এই চেয়েছিলে, জর্জ দাদাঁ্যা। (মলিয়েরের কমেডি 'জর্জ দাদাঁ্যা' হইতে)

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না (দরজা হইতে)

লেনা, বেলুগিনেরা এসেছেন। (প্রস্থান)

এলেনা

হয় এগিয়ে যান নয় এখানে থাকুন। মা, বোধ হয় ওদের এখানেই নিয়ে আসছেন।

আগিশিন

আপনি একাই যান; আমি এখান থেকে হলে যাচ্ছি। আমি পথ চিনি…

[এলেনা চলিয়া গেল]

ব্যাপার ত এখন ভালোই চলছে, পরে অবশ্য চলবে আরো ভালো। তাই কেবল ভালো, তাই কেবল সফল হয় যা বুদ্ধি দিয়ে ভাবা হয়। আসল কাজ প্ল্যান করা, তাকে কাজে লাগানো শক্ত নয়। (ডান দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল।)

[বাঁ দিক হইতে প্রবেশ: নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না,
গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্, নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না,
এলেনা ও আন্দ্রেই]

সপ্তম দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না, গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্,
নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না, এলেনা ও আন্দ্রেই; পরে
একজন পরিচারক]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আসুন, আসুন, এই ত আমাদের থাকার মতন ঘর, এখানে আমরা হবো ঠিক আপন জনের মতো। অনেক দিন থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছি.... এত খুশী হলাম....

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

হ্যাঁ-এঁ্যা, যতই অভাবিত-অকস্মাৎ হোক, এ আলাপের প্রয়োজন আছে, এ ছাড়া ত হতেই পারে না।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

ভগবান যা করেন।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ (এলেনাকে)

তা, আমাদের আবাহন করো, ভালোবাসো, আমরা যেমন আছি, তার চেয়ে বেশী কিছু দাবী কোরো না।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না (দিভান দেখাইয়া)

বসুন, দয়া করে।

[বেলুগিনেরা দিভানে বসিল; নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না আরামকেদারায় গাভ্রিলা পান্তেলেইচের পাশে; এলেনা ও আন্দ্রেই দাঁড়াইয়া রহিল নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্নার পাশে। গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ কারো দিকে মন না দিয়া ও সজোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘরের ভিতরের ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। পরিচারক ট্রের উপরে চা আনিয়া বেলুগিনদের দিল ও পরে চলিয়া গেল]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আপনাদের সঙ্গে জানাশোনা হয় নি, আপনাদের দেখি নি, তবুও আগে থেকেই আপনাদের ভালোবেসে ফেলেছি।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

তা, ধরুন গিয়ে, কিসের জন্যে আপনি ভালোবাসলেন আমাদের?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

সে কি। আপনাদের ছেলে, আমার লেনা—এ যে আমাদের এত কাছে··· আমার লেনাকে আমি এত ভালোবাসি। ···

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

হুঁ, এত ওদের কথা, কিন্তু আমাদের বেলা। অবশ্য, ভগবান আমাদেরও মিলিয়ে দিন, আর তাদের দিন সুবুদ্ধি ও প্রেম।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আমার আশা আছে··· লেনার স্বভাব এত সুন্দর··· এত কোমল তার অন্তর।

এলেনা

মা, তুমি আমার ওপর এমন সব গুণ চাপাচ্ছ, যা আমার নেই।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

থামো, বাছা আমার, তুমি এখনও নিজেকে জানো না, তোমার বয়স ত বেশী নয়।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না (এলেনাকে)

তা, আন্দ্রিয়ুশার সাথে তোমার যদি মতের মিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে ভালোবেসো। সে আমাদের এমন ভালো ছেলে, এত কোমলচিত্ত। আর আমাদের ত দেখতেই হবে তোমাদেরকে আনন্দ দিয়ে। কিছু মনে করো না। (এলেনাকে চুমা খাইল।)

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

প্রেম না থাকলে আর মিল না থাকলে, কি বা হোল। কিন্তু সবটাই হওয়া চাই বিধান-সঙ্গত: স্ত্রী তার স্বামীকে ভয়ও করবে, ভালোও বাসবে। ধরুন গিয়ে, এই আমি আর নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না তিরিশ বছর একসঙ্গে ঘর করছি, কখনও 'বাঁচাও বাঁচাও' রব ওঠে নি। মেজাজ গরম হলে তাকে বকা-ঝকা যায়, সে তখন চুপ করে থাকে; পরে অবশ্য কথা শোনায়, যদি তাকে অপমান করা হয়ে থাকে অকারণে। আর পরস্পরকে ঠকানো— মেরী-মা সহায় হোন, রক্ষা করুন। যদি কিছু ঘটেই ত, আমি হলাম কুড়ুল আর সে হোল করাত।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আঃ, যদি আপনারা জানতেন আমার স্বামীর সঙ্গে আমার জীবনের কথা… তাঁকে কবরস্থ করেছি আমি তিন বছর আগে… আহা, আমাদের ছিল বন্ধুত্ব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। আমি এখনও নিজেকে শান্ত করতে পারি নি এই বিয়োগের পর থেকে, কেবল এই মেয়ের টানে জীবনে বেঁচে আছি।

এলেনা

মা, কে যেন এসেছেন।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

যাও, লেনা, দেখো গে।

[এলেনা চলিয়া গেল, তাহার পিছনে আন্দ্রেই]

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ (ছাতের দিকে চাহিয়া ও হাত দিয়া দেখাইয়া) ওখান দিয়ে জল পড়ে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আহা, ও দিকে দেখবেন না, আমাদের বাসাটা একদম ভালো না; আমরা মোটেই খুশী নই।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

তা ধরুন গিয়ে কত ভাড়া লাগে?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

বেশ চড়া দরে দিতে হয়··· আটশ রুব্‌ল্‌ বছরে।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

ত-তা, এ রকম অট্টালিকার পক্ষে চড়া বৈকি।··· তবে আটশ রুব্‌ল্‌ দিয়ে ত জারের প্রাসাদ পাওয়া যায় না।

পরিচারক (দুয়ার হইতে)

শোফিয়া নিকোলায়েভ্না এসেছেন।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

ক্ষমা করবেন আপনারা, আমি আপনাদের ফেলে যাবো এক মিনিটের জন্যে, মাত্র এক মিনিটের জন্যে। আমরা আজ কাউকে আসতে বলি নি, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা এত ভালো···

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

কি হয়েছে তাতে?··· কিছুই না, আমরা নিজেরাই বসছি।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

দয়া করে, আপনি এত সৌজন্য দেখাবেন না··· নিজেকে আটকাবেন না···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কেবল এক মিনিটের জন্যে। আপনাদের সঙ্গে আমার এত বেশী কথা আছে। (নিষ্ক্রান্ত)

অষ্টম দৃশ্য

[গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌ ও নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না]

গাভ্‌রিলা প্যান্তেলেইচ্‌ (নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌নার দিকে চাহিয়া)

কি বিষয়ে কথা, বুঝছি না ত? আমার ত মনে হয়, সব কথা বলা হয়ে গেছে যত অদরকারী কথা··· আর দরকারী কথা ত আমাদের কিছু নেই। তাহলে আর কিছু ত··· বলবারই নেই।···

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

বোধ হচ্ছে, ভদ্রমহিলা বেশ সাদাসিদে ও সভ্য-ভব্য।

গাভ্‌রিলা প্যান্তেলেইচ্‌

কেবল আহা আর উহু। যেন কেউ তাকে আগুনে সেঁকছে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌, কেমন লাগলো আপনার চোখে?

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

কি বিষয়ে?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

আমাদের বাগ্‌দত্তা বধুকে।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

দীপ্তি আছে, রূপ আছে! তবে পরে কি হবে—কে জানে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

কিন্তু গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌, খুব গুরু গম্ভীর! যেন মোটেই তরুণী নয়, উচ্চশ্রেণীর মহিলা… কেমন জোরে মাকে উত্তর দিলে! যেন তাকে চিরে কাটলো।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

তার কারণ তুমি—একটা আহাম্মক। যারা আধুনিক শিক্ষা পেয়েছে, কথার জন্যে তাদের পকেট হাতড়াতে হয় না।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

এ মেয়ে ওকে ভালোবাসবে ত?

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

বুড়ীর কথা ত দুদিকে কাটে… যাই হোক… ওকে খুব দৌড় করাবে!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

সে কি রকম?

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

দেখে শুনে আমার তাই মনে হচ্ছে। কোনো এক বন্ধুকে ডেকে আনবে ও মেয়ে, আর এই বন্ধুবর স্বামীর আড়ালে গড়াবে তার জন্যে শিং, দেখাবে বুড়োআঙুল··· শয়তানের বাচ্চা, যাকে বলে, শয়তানের বাচ্চা, ধন্যবাদ তোকে। স্ত্রীকে খাওয়াও, দাওয়াও, কেবল অন্যের জন্যে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না (কাঁদিয়া)

কেন যে আন্দ্রিয়ুশা এর জন্যে তান্যাকে ছাড়লে?

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ (ভয় দেখাইয়া)

নাস্তাসিয়া, আবার তুমি আমার হুকুম ভুলে গেলে?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না (অশ্রু মুছিয়া)

চুপ করছি, চুপ করছি, গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্, কেবল আমার বুক যে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

আবার?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

না, না, ওগো।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

বেশ, এখনও কি অতিথিদের সময় হয় নি দরজামুখো খাবার?…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

কেন, কেন গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্! আর একটু বসা যাক— নইলে, এঁরা অসন্তুষ্ট হবেন।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

যদি আমাদের কোন কাজ না থাকে এখানে, যদি আমার একটু ভালো না লাগে! কিসের জন্যে তুমি থাকতে চাইছ? ভোজ? খাবার কি কখনও চোখে দেখ নি?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না (মাথা নাড়িয়া)

আহা, সবই যে ওলট-পালট হয়ে গেল।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

আবার তোমার মুখে কথা!…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

না, এই থামছি।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

তা ভালো।

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না, এলেনা ও আন্দ্রেই প্রবেশ করিল]

নবম দৃশ্য

[গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্, নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না, এলেনা,
আন্দ্রেই ও নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

হাজার বার মাপ চাইছি আপনাদের কাছে; আমি এত লজ্জিত··· আপনাদের বসিয়ে রেখেছি!

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

ও কিছু না··· আমাদের কিন্তু সময় হয়েছে··· রাত হয়ে গেল···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

সে কি, কি রকম আপনারা, কি রকম আপনারা! আমরা যে দুঃখিত হবো···

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

উনি মানুষটাই কেমন কুণো, গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্, বাড়ীর বাইরে বেশী ক্ষণ তিনি থাকতে পারেন না, অভ্যাস নেই।···

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ (নত হইয়া)

আমরা ক্ষমা চাইছি!… কিছু মনে করবেন না!…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

যা আপনাদের অভিরুচি; আপনাদের বাধা দেবার সাহস আমার নেই। কিন্তু আমাদের আশাভরসা দিন, যে আগামীবারে… আঃ, আমি নিজেই তো যাচ্ছি আপনাদের ওখানে!…

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

তা, আসবেন নিশ্চয়!…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না (নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্নাকে জড়াইয়া)

খুব দুঃখিত হচ্ছি, খুব দুঃখিত।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

আপনারা, দয়া করে, ব্যস্ত হবেন না। আর গাভ্রিলা পান্তেলেইচের কথা, তিনি এমন লোক যে কোনখানেই খাপ খান না, তাঁর সবখানেই অসুবিধা। আচ্ছা কিছু মনে কোরো না… (এলেনাকে চুমা খাইল।)

আন্দ্রেই (পিতার দিকে অগ্রসর হইয়া)

আপনি নিজেই ত দেখলেন… বলুন কি বলবেন?

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌ (দরজা হইতে)

তাই ত কিই বা বলার আছে! চোখ ঝলসে গেছে, মশায়, আবার কি। নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না ···

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

যাই, যাই, গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌ ··· (নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌নাকে আলিঙ্গন করিয়া) বুঝলেন, গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌ এমন লোক যদি এক জায়গায় খানিক ক্ষণ বসলেন ত ব্যস, আর না। তখন তাঁর জামাটামা খুলে বিশ্রাম করা চাই।

[প্রস্থান। নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না, এলেনা ও আন্দ্রেই অনুসরণ করিল]

আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

না, একটু আপনাদের এগিয়ে দিই ··· আমার এমন কষ্ট হচ্ছে, এমন কষ্ট হচ্ছে! ···

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

না, না, আন্দ্রিয়ুশা থাকুক এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌নার কাছে; তারা আনন্দ করুক ···

[গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌, নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না ও নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না চলিয়া গেলেন]

দশম দৃশ্য

[এলেনা ও আন্দ্রেই]

আন্দ্রেই

আপনি ভাবছেন, এলেনা ভাসিলিয়েভ্না, যে আমি বুঝি না যে আমি আপনার যোগ্য নই, যে এ এমন একটা সৌভাগ্য যা আমার পক্ষে অসাধারণ?

এলেনা

কিন্তু কে জানে, কে কার যোগ্য।

আন্দ্রেই

আর আমার মধ্যেও আছে (বক্ষে আঘাত করিয়া) আছে অনেককিছু··· হয়ত কেবল সেদিকে আপনি মন দিতে চান না।

এলেনা

একসঙ্গে থাকা যাক্, তখন পরস্পরকে চেনা যাবে!

আন্দ্রেই

কিন্তু এখন আমি একেবারে বিভ্রান্ত, মনে হয় মাটিতে মিশে যাই। সবাই চেয়েছিল আমার দিকে আর আমি কারো দিকে তাকাই নি, একটা কথাও বলি নি··· একটা গেলাস প্রায় উল্টে ফেলেছি, কোন ভদ্রমহিলার পোষাকে চা পড়ে গেছে!

এলেনা (মৃদুহাস্যে)

ও কিছু নয়… অবশ্য, গেলাস না ওল্টানো বা পোষাকে দাগ না লাগানোই ভালো। কিন্তু কিসের জন্যে এই আড়ষ্টভাব: যেমন বোঝেন তেমনি চলবেন!

আন্দ্রেই

তা আমি বুঝি।

এলেনা

বুকে জোর করুন, নিজের মর্যাদা আরো বাড়ান, নিজেকে চালান সোজাসুজি, সর্বদা। এই সব ব্যাপার ভীষণ ফাঁকা: কেবল বকবক, পরনিন্দা বাজে সুখ্যাতি অথবা পরস্পরকে ছুঁচ ফোটানো…

আন্দ্রেই

তাহলে আমি এখন সশস্ত্র হই! আমি এখনই সাহসের জন্যে পান করব এক গেলাস শ্যাম্‌পেন। (এলেনার হাতে চুমা খাইয়া) আপনি আমায় শক্তি দিলেন।

এলেনা

কিন্তু বলে রাখছি, এত বেশী বেশী চুমো খাওয়া বা এত আদর করা আমি ভালোবাসি না। আর একটা কথা বলি আপনাকে—আমার কাছাকাছি লেগে থাকবেন না—থাকবেন দূরে দূরে।…

আন্দ্রেই

তা আমি ত এখন কাছে যাচ্ছি না। (দরজা হইতে) ওরে, কে আছিস, দে ত ভাই এখানে আমাকে শ্যাম্‌পেনের বোতলটা।

এলেনা

আমরা যখন নাচবো, কাদ্রিল ছাড়া আর কিছু নয়…

আন্দ্রেই

তাই হবে…

[এলেনা মেয়েলিভাবে হাত-পাখা দিয়া তাহার ঘাড়ে আঘাত করিয়া তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরের দিকে চলিল]

আন্দ্রেই (তাহাকে ধরিয়া হাতে চুমা খাইল)

থাকতে পারি না। এই শেষ বার।

[এলেনার প্রস্থান]

আন্দ্রেই

আঃ, আর কত কাল অপেক্ষা—আর কিসের জন্যে। অতৃপ্তিতে মরতে ইচ্ছে করে… যাওয়া যাক স্রেলনা'য় শ্লেজটা নিয়ে, ঘোড়া লাগিয়ে।… আ-আঃ, তুষার, তুষার, গাল হোক লাল।…

[আগিশিনের প্রবেশ]

একাদশ দৃশ্য

[আন্দ্রেই, আগিশিন ও শ্যাম্পেন বোতলের হাতে পরিচারক]

আন্দ্রেই

আরে এ কে! এসো, এসো এদিকে! (আগিশিনকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল।)

আগিশিন (নিজেকে মুক্ত করিয়া)

থামো, থামো, টিপে মেরে ফেলবে যে!

আন্দ্রেই (কাঁধে আঘাত করিয়া)

এঃ, তুমি দুর্বল, রুগ্ণ।... হা-হা-হা!...

আগিশিন (অস্বস্তির অঙ্গভঙ্গী করিয়া)

কি শক্তি ও স্ফূর্তি তোমাদের, শয়তানদের, শরীরে—দেখে হিংসে হয়!

আন্দ্রেই

বোসো, পান করা যাক। (তাহাকে দিভানে বসাইল। ভৃত্যের উদ্দেশ্যে) ওরে, নিয়ে আয়, ঢেলে দিয়ে চলে যা, বোতলটা রেখে যাবি।

[ভৃত্য ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল]

আন্দ্রেই

এসো, মন খুলে কথা বলা যাক।…

[গেলাসে গেলাস ঠেকাইয়া পান করিল]

বলো ত তুমি আমাকে… ওহে বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষ: ওনি আমাকে ভালোবাসে কি না?

আগিশিন

এখন যদি নাও বাসে, ত পরে বাসবে নিশ্চয়ই।…

আন্দ্রেই

কিসের জন্যে?

আগিশিন

এইজন্যে যে তুমি তাজা, সবল—আরো কি চাই! মেয়েদের সামনে যতই ঘোরাঘুরি করো না কেন, চেহারা যদি হয় ছোটখাটো, তাহলে তাদের মনে ধরে না! কিন্তু তোমার আছে এত দৈহিক ভালোবাসা…

আন্দ্রেই

হাঁ ভাই, তার জন্যে প্রাণ দেওয়া, বাহুবন্ধনে সজোরে জড়িয়ে ধরা—এতে আমাদের এত শক্তি আছে যে কোথায় লাগাবো খুঁজে পাই না।

আগিশিন

এ সব ত খুব ভালো—কিন্তু তোমার ত বিবেক আছে? আমাদের কবে হচ্ছে? ...

আন্দ্রেই

কি হবে, কোন বিষয়ে?

আগিশিন

একলার জীবন থেকে বিদায়, আইবুড়ো ভোজ? কনের ত হবে মেয়ে-ভোজ, আর আমরা করব ছেলে-ভোজ!

আন্দ্রেই

বহুৎ ঠিক! তাহলে ব্যবস্থা করো। কি চাও, হবে আমাদের বাড়ীতে না কোন বাগানবাড়ীতে! কেবল তোমাকে আমার সঙ্গে নাচতে হবে। (হাত দিয়া তাহার কাঁধে আঘাত করিল।)

আগিশিন

গেলাম, গেলাম! তোমার মনের ভাব তুমি প্রকাশ করো অন্য রকমে, আঘাত করো না।

আন্দ্রেই

তাহলে এখন যাই, নাচের জন্যে নিমন্ত্রণ করে আসি কোন মেয়েকে! এখন আমার যথেষ্ট সাহস! কেবল সবটাই আমার কেমন যেন টক লাগছে। (প্রস্থান।)

আগিশিন

চমৎকার, চমৎকার! কি মানুষ আমার আন্দ্রিয়ুশা, কিন্তু কি তার হাত! ··· ভগবান রক্ষা করুন, যদি একবার তার হাতে পড়ি! না, এ ভেবে দেখতে হবে।

[এলেনার প্রবেশ]

দ্বাদশ দৃশ্য

[আগিশিন ও এলেনা]

এলেনা (দিভানে বসিয়া পড়িয়া)

আমি ক্ষেপে গেছি··· আমি এখ্‌খনি কেঁদে ফেলতে পারি। ···

আগিশিন (পাশে বসিয়া)

হোল কি তোমার?

এলেনা

নিজের ভূমিকা আমি মোটেই বজায় রাখতে পারছি না: আমি হয় আনন্দে অধীর হয়ে পড়ছি, নয় শুনছি না, কে আমাকে কি বলছে।

আগিশিন

এ কি রকম উত্তেজনা। এটা আমি তোমার কাছে আশা করি নি। একটু হিসেব করে চলো।

এলেন।

কিন্তু কিসের জন্যে আমি করছি এই সব, কিসের জন্যে, তা বলো।

আগিশিন

এইজন্যে যে তৈরী করতে হবে ভবিষ্যতে সুখের জীবন।

এলেন।

আমি তোমায় ঘৃণা করব।... এ কেবল তোমার কথার কথা, নিরুত্তাপ কথা।... আমি এখনও এতটা নীচে নামি নি যে ঠাণ্ডা হিসেব মতো আমাকে ভাণ করতে হবে।... কোথায় আমার আশ্রয়? কোথায় সেই আবেগ, যার জন্যে আমি অভিনয় করছি এই কমেডি? কোথায় তা... যা আমার অবলম্বন? যা না থাকলে নিজেকে ঘৃণা করতে হবে।

আগিশিন (তাহার হাত ধরিয়া)

কি চাই, কি চাই তোমার? (হাতে চুমা খাইল।) আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি নিজের জীবনের চেয়েও, কিন্তু এখন তার সময় নয়, এখানে তার স্থানও নয়...

এলেন।

আমি যে কেবল এটাই চাই, চাই কেবল এটাই!... আমি যে একেবারে ক্লান্ত। (নীচু স্বরে) আরো অনেক আগে, আরো আগে...

আগিশিন (হাতে চুমা খাইয়া)

ও-ওঃ, সারা জীবন দিয়ে মূল্য হয় না এই মিনিটের।

[আন্দ্রেই দরজা হইতে দেখিয়া চলিয়া গেল]

এলেনা (আন্দ্রেইকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠল)

ও দেখেছে!

আগিশিন

তাতে কি হয়েছে, অভ্যাস হোক··· একটু আদর করলে—সব ঠিকঠাক। (নিষ্ক্রান্ত)

এলেনা

কিন্তু তা সত্বেও ব্যাপারটাকে শোধরানো দরকার··· এখন আবার আমার শক্তি ফিরে এসেছে এবং এখনই তার পরীক্ষা।

[পাশের দিকে গেল; আন্দ্রেই প্রবেশ করিল]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[আন্দ্রেই ও এলেনা]

আন্দ্রেই (এলেনাকে না দেখিয়া)

এ কি আমার মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা স্বপ্ন! (নিজের মাথা ধরিয়া) না, আমি দেখেছি এখানে, দেখেছি এখানে··· ভগবান। এর সবটাই কি মিথ্যা স্বপ্ন!

[চিন্তিতভাবে দাঁড়াইল; এলেনা পিছন হইতে তাহার দিকে গেল]

এলেনা

কিসের বিষয়, কিসের বিষয়? বিয়ের বর কি ভাবনাগ্রস্ত?

[আন্দ্রেই নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল]

এলেনা

তোমার কপালে এ কিসের কালো মেঘ?

আন্দ্রেই

আমি দেখেছি একটা মিথ্যা স্বপ্ন অথবা মায়া।

এলেনা (খিল খিল করিয়া হাসিয়া)

হা-হা-হা! আগিশিন আমার হাতে চুমা খেয়েছেন, এ কি তাই নিয়ে? হা-হা-হা! তাহলে দয়া করে তাঁকে এখনই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করুন! ধরুন এখনও ত আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি, ধরুন তিনি পুরানো বন্ধু হিসাবে আবেগের সঙ্গে আমার সুখ কামনা করেন ও আমার হাতে চুমা খান—কিন্তু আপনি নিশ্চয় তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবেন এবং নিশ্চয় তাঁকে মেরে ফেলবেন।

আন্দ্রেই

এই যদি হয়, মাপ করবেন!

এলেনা

আঃ, কি মধুর! ওর হিংসে হয়েছে… ও ওথেলো! (হাসিয়া) আমার খুব ভালো লাগছে। এর মানে পরে ওর হিংসা জাগবে, আর যে হিংসা করে, সেই ভালোবাসে।

আন্দ্রেই

আমার সব ভার নেমে গেল। সব প্যারেন আপনি—মানুষকে মারতে বা সুখী করতে। (হাত ধরিয়া চুমা খাইল।) এই ছোট্ট হাতখানি··· তোমার যা খুশী করাও আমাকে দিয়ে!

[মঞ্চের পিছনে সঙ্গীত]

এলেনা

চলো, নাচা যাক।

চতুর্থ অঙ্ক

[প্রথম অঙ্কের দৃশ্যপট। সেই ঘর, কিন্তু আগের চেয়ে বড়লোকিভাবে আসবাবপত্রে সাজানো। পারিবারিক চিত্রগুলি মেজের ওপর দাঁড় করানো, তাহাদের বদলে একটি দামী ছবি ঝুলিতেছে]

প্রথম দৃশ্য

[প্রোহর একা, আসবাবের ধূলা ঝাড়িতেছে]

প্রোহর

কর্তা-গিন্নী কারখানা থেকে এসেছেন, দু'বার লোক পাঠিয়েছেন জানতে এরা বাড়ী আছে কি না। তা কে জানে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? এরা গেছে গাড়ী চড়ে শহরের বাইরে! বুড়োবুড়ীর সামনে একটু ঠাণ্ডা হয়ে চললে হয়, কিন্তু এ সত্যিকারের শাস্তি: প্রত্যেক দিন হয় সকাল থেকে গভীর রাত, নয় সন্ধ্যে থেকে সারা রাত, আর তোমার ঘুম নেই রাত চারটে পর্যন্ত তাদের অপেক্ষায়। (ছবির দিকে

আগাইয়া) এ চেহারা কি এখানে খাড়া থাকবে! এদের ত সাজাতে হবে, জানি না কোথায় টাঙ্গাবো।

[নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌নার প্রবেশ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রোহর ও নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না]

প্রোহর

নিজেই এলেন…

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না (বসিয়া)

বসেই আছি, বসেই আছি, কিন্তু আর পারি না… চার ঘণ্টা হোল রেলগাড়ী থেকে এসেছি; বসে আছি জানালায়, চোখ চেয়ে, যেন পেঁচা।

প্রোহর

এখন মনে হচ্ছে আর দেরী নেই। কারণ রাত্রে যদি কোথাও বেরতে হয় তাহলে পোষাক বদলানোর জন্যে খাড়ী আসেন।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

তোর নাম কি রে?

প্রোহর

আজ্ঞে, প্রোহর।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

তাহলে প্রোহরুশ্‌কা, আন্দ্রিয়ুশার পোষাক-টোষাক তুই দিস?

প্রোহর

না, তাঁর নিজের খাস-বেয়ারা আছে; আমার কাজ — বাইরের ঘরে, আর ঘরগুলি পরিষ্কার রাখা, তারপর আবার টেবিলে হাজির থাকা— কাজ কম নয়।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

তা ওরা শোয় কোথায়?

প্রোহর

আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচ্‌ (বাঁ দিকে দেখাইয়া) এই দিকে, তাঁর নিজের ভাগে, আর এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না (ডান দিকে দেখাইয়া)— এই দিকে তাঁর ভাগে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

কি রকম, আলাদা-আলাদা?

প্রোহর

হাঁ তাই, যেমন হয়ে থাকে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

সত্যি সম্ভব এ রকম?

প্রোহর

এই রকমই ত হয়ে থাকে সর্বত্র, বড়লোকেদের বেলা — দুজনের দুভাগ।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

স্বামী-স্ত্রী ত এক, এখানে আবার দুভাগ কি রকম? ভগবান যদি তাদের এক করে থাকেন, তাহলে তাদের আবার দুভাগ করা কেন?

প্রোহর

এ ব্যাপার আমাদের বুদ্ধিতে কুলায় না। ঠিক আছে, এমনিই হওয়া উচিত। মানতেই হবে এই নতুন ধরণই ভালো, হয়ত এটাই নতুন ফ্যাশান, নইলে কে এদের হুকুম দিতে পারে!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

প্রোহরুশ্কা, দেখিস তুই মিথ্যা বলছিস না ত?

প্রোহর

আজ্ঞে, তাতে আমার কি লাভ! সাধারণতঃ দুটো ভাগ: আন্দ্রেই গাভ্রিলীচের কাছে লোকজন কাজেকর্মে এলে, তিনি নিজের ঘরেই ডাকেন; আর এলেনা ভাসিলিয়েভ্নার কাছে এলে, তিনিও নিজের ঘরে ডাকেন।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

বন্ধুবান্ধবও আলাদা?

প্রোহর

হাঁ, আলাদা।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

সকাল বেলার চায়ে কি হয়?

প্রোহর

রোজই আলাদা: কেননা আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচ্ আগে ওঠেন ও চা খান আর এলেনা ভাসিলিয়েভ্না ওঠেন দেরীতে—তিনি কফি খান।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

কিন্তু দুপুর বেলা খাবার সময়?

প্রোহর

একসঙ্গে খান, সবাই তাই করে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

তবু ভালো, নইলে ত এ যেন অচেনা লোকের মতো একা-একা। তা মনের মিলে থাকে ত?

প্রোহর

এ আমরা জানব কেমন কোরে, আমরা ত এঁদের দেখতেই পাই না: কেবল খাবার টেবিলে ছাড়া। রাত্রে যখন আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচ্ শোবার

জন্যে চলে যান শুভরাত্রি জানিয়ে, তখন তাকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় চুমো খেতে; সকালে যখন সুপ্রভাত জানান — আবার হাত বাড়ানো হয়।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

সবসময়েই হাত আর হাত। (মাথা দোলাইল।)

প্রোহর (কান পাতিয়া)

এই যে, মনে হচ্ছে, ওঁরা এলেন: বাইরের ঘরে নড়া-চড়া, দরজার খট্‌খট্ আর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

তাহলে আমি আন্দ্রিয়ুশার ঘরে যাবো। যদি আমার বুড়োকর্তা আসেন, তাকে বলিস নি আমি এখানে আছি। (বাঁ দিকের দরজা দিয়া প্রস্থান)

[প্রোহর বাইরের ঘরে গেল। মঞ্চের পশ্চাতে এলেনা ভাসিলিয়েভ্নার কণ্ঠস্বর: 'ছেড়ে দাও, এ কি বোকামি, ছেড়ে দাও, বলছি!' এলেনা দৌড়াইয়া প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে আন্দ্রেইয়ের প্রবেশ]

তৃতীয় দৃশ্য

[এলেনা ও আন্দ্রেই]

এলেনা

কি করছ তুমি, পাগল?

আন্দ্রেই

কি এমন? কিছুই না!…

এলেনা

আমি ছোট খুকী নই যে হাতের উপর বইতে পারো, তা আবার সিঁড়ির ধাপে ধাপে?

আন্দ্রেই

কিছু না, নিজের বোঝায় ভার লাগে না। আমি চেয়েছিলাম তোমাকে আরো অনেকটা বইতে, যদি তুমি না পালাতে, বইতে আরো দূরে…

এলেনা

দূরে কোথায়?

আন্দ্রেই

সেই জায়গা পর্যন্ত…

এলেনা

কোন জায়গা?

আন্দ্রেই

কিন্তু তুমি ক্লান্ত, বিশ্রামের দরকার—তাই আমি সোজা তোমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে চাইলাম।

এলেনা

তাই নাকি। এ ত খুব ভালো।

আন্দ্রেই

তাহলে নিয়ে যাই।

এলেনা

থাক, থাক, কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি, এটুকু শক্তি আমার আছে। আসি তাহলে।

আন্দ্রেই

যাচ্ছ কোথায় তুমি?

এলেনা

পোষাক বদলাতে যাচ্ছি।

[দরজার দিকে গেল, তাহার পিছনে আন্দ্রেই]

না, না, তুমি তোমার ঘরের দিকে যাও।

আন্দ্রেই

শুধু এইমাত্র?

এলেনা

কি চাও আরো?

আন্দ্রেই

এইটুকু?

এলেনা

আচ্ছা! আজ তুমি ব্যবহার করেছ বেশ বুদ্ধিমানের মতো, তোমাকে পুরস্কার দিতে হবে। (আন্দ্রেইয়ের চুলে হাত বুলাইয়া চুমা খাইল।)

আন্দ্রেই

কি মানে এটার, ঠাট্টা? না, আর ভালো হবে না আমাকে খুঁচিয়ে, আমাকে খেলিয়ে। আমার স্বভাব উত্তপ্ত, শক্তিও যথেষ্ট। আর একবার খেলালে, বলে রাখছি, খেলায় ছাড়ান পাবে না আমার কাছ থেকে।

এলেনা

এই কথা! তাহলে আমাকে সাবধান হতে হবে। যাও।

আন্দ্রেই

কিন্তু এ কি রকমের অত্যাচার, এলেনা ভাসিলিয়েভ্না?

এলেনা

অত্যাচার কি রকম? ছাড়ো আমাকে, দয়া করে।

আন্দ্রেই

কেন ছাড়বো? বোঝাপড়া করতে হবে, আমি চাই তা!

এলেনা

পরে হবে। (যাইতে চাহিল।)

আন্দ্রেই (তাহার হাত ধরিয়া)

না, মাপ করতে হবে। কেন স্থগিত রাখা—এখন যে টগবগ করছে। আজ একমাস হতে চললো লোকে জানে তুমি আমার স্ত্রী। কিন্তু তুমি হয়েছ কি আমার স্ত্রী? এ আমার কেমন জীবন? যেন স্বপ্নে মেঘের চেয়ে ওপরে উঠেছিলাম আর এখন এই পতন। আমি ভালোবাসতাম তোমাকে, পৃথিবীর সবকিছুর ওপর রেখেছিলাম··· ভেবেছ, এ কি আমার পক্ষে সহজ তোমার মুখের ওপর বলা যে তুমি আমার ঠকিয়েছ?

এলেনা

কিসে ঠকানো? কেমন করে?

আন্দ্রেই

এমন করে, যার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না; ঠকিয়েছ আমাদের, আর লুঠ করেছ—এ ত হয়েছে আমাদের বোকামির জন্যে; কিন্তু এমন অপমান আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি, শত্রুদেরও কামনা করি নি। তোমাদের জন্যে আমি যা করেছি—তুলতে চাই না আমি সে কথা, তুমি ভাববে যে খোঁটা দিচ্ছি, কিন্তু আমি তোমাকে দিয়েছিলাম আমার প্রাণমন, বুঝলে কি, প্রাণমন দিয়েছিলাম···

এলেনা

আঃ, একটু আস্তে, দয়া করে।

আন্দ্রেই

আস্তে কিসের জন্যে? এ ত আমার বাড়ী। আমি বুক কাঁপতে কাঁপতে তোমার পাণি প্রার্থনা করেছিলাম, তুমি সম্মত হয়েছিলে; কি সব মতলব তখনই তোমার মাথার মধ্যে রেখেছিলে? আবার গির্জাঘরেও তুমি অত্যন্ত আনন্দে ঘোষণা করেছিলে তোমার ইচ্ছা। তার মানে, কনের মুকুট মাথায় দিয়ে, ঈশ্বরের সামনে আমার স্ত্রী হবার শপথ নিয়ে তুমি মতলব করেছিলে আমাকে বোকা বানাবার তোমার বন্ধুদের মজা দেবার…

এলেনা

কি সব বাজে বকছ তুমি।

আন্দ্রেই

বাজে বকা নয়, সব একেবারে ঠিক। তোমার বন্ধুরা আমাকে অভিনন্দন জানালে, বললে আমাকে সৌভাগ্যবান, আর তুমি মজা উপভোগ করলে তাদের এই সব কথায়। আমি কি এ সব দেখি নি?

এলেনা

কি উদ্দেশ্যে এই আলোচনা?

আন্দ্রেই

উদ্দেশ্য এই: সারা মাস আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে কি না করেছি যাতে তোমার তৃপ্তি হয়; নিজের কাজকর্ম ছুঁড়ে ফেলেছি,

তোমাকে প্রায় পূজা করেছি; কিন্তু এর থেকে আমি আমার পক্ষে ভালো কিছুই পাই নি, কেবল লজ্জা ও অপমান ছাড়া··· কিন্তু আমারও আছে আত্মসম্মান—যথেষ্ট বোকা সাজা হয়েছে, আর নয়। এখন থেকে আমি আমার ব্যবসার কাজে লেগে থাকবো, তুমি থেকো তোমার ইচ্ছা মতো. আমি কোন হস্তক্ষেপ করবো না। আর আমি তোমার ঘরে যেতে চাইব না, তবে তোমার যদি কোনদিন কোনক্রমে আমার প্রতি অনুকূল মনোভাব জাগে, তাহলে আমার ঘরে আসবার অনুরোধ রইলো, আসতে পারো।

এলেনা

তুমি আজ ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই···

আন্দ্রেই

না, আমি যথেষ্ট শান্ত আছি। আমি যদি উত্তেজিত হতাম, তাহলে তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতাম না, কিন্তু ভগবান যেন সে অবস্থা তোমার আমার মধ্যে না করেন!

[এলেনা বিস্মিতভাবে আন্দ্রেইয়ের দিকে দেখিয়া ডাহিনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

[আন্দ্রেই ও পরে নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না]

আন্দ্রেই (চিন্তিতভাবে)

ভাবি আর নাই ভাবি, ব্যাপারটা বিশ্রী। হিসেব পত্রের মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। (বাঁ দিকের দরজার দিকে গেল।)

[নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না বাহির হইয়া আসিলেন]

মামণি।... (মাকে চুমা খাইল।) বেশ বেশ, ভগবানের দয়ায় শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছ!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

তোমার গলা শুনেছি, কিন্তু ভয় পেলাম ঢুকতে: মনে হোল, অজানা কারো সঙ্গে কথা কইছ। ওঁর সঙ্গে এসেছি, আন্দ্রিয়ুশা, ওঁর সঙ্গে; উনি অসুস্থ, তাই ঠিক করলেন, কাজকর্মের বিষয় তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান।

আন্দ্রেই

কত আনন্দ দিলে মামণি! একটু চা খাবে কি?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

আমরা অনেকক্ষণ এসেছি ট্রেন থেকে; ইতিমধ্যে দুবার চা খেয়েছি বিরক্তিতে তোমার জন্যে অপেক্ষায় থেকে।

আন্দ্রেই

বসো ত, গল্প করা যাক।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

না, না! (বসিয়া) আচ্ছা, কয়েক মিনিট··· আমার ওপরে ঝড় বইছে: তোমার কাছে লুকিয়ে এসেছি, আন্দ্রিয়ুশা, তিনি বারণ করেছেন: চড়াকড়া স্বরে আদেশ দিয়েছেন যাতে আমি আসতে পারি নি। এখন তিনি শুয়েছেন বিশ্রাম করতে—তাই আমি এখানে: বুক যে ছিঁড়ে যাচ্ছে তোমার জন্যে। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া আন্দ্রেইকে জড়াইয়া ধরিলেন।) এসো তোমাকে দেখি খানিকক্ষণ ভালো করে।

আন্দ্রেই

আমি ত আগের মতোই মামণি।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

না, আন্দ্রিয়ুশা, না, তোমার আগেকার রূপের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই! এ কি হোল তোমার, আন্দ্রিয়ুশা, কত রোগা হয়ে গেছ, সোনা আমার?

আন্দ্রেই

কি যে বলছ, মামণি? এ শুধু তোমার ধারণা!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না (বসিয়া)

না, আন্দ্রিয়ুশা, তোমার সেই রং একেবারে নেই। এখন বলো আমাকে তোমাদের থাকা-টাকা কেমন হচ্ছে!

আন্দ্রেই

আছি এক রকম··· ফুতিতে আছি···

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

তা ত ঠিক, এত হবেই! গোড়ার দিকে তাকে ফুর্তিতে রাখতে হবে; তার পর তার সময় আসবে ঘরের কাজ শেখার। কেমন আছে সে, কেমন ব্যবহার তোমার সঙ্গে?

আন্দ্রেই

বেশ আছে··· আদর-প্রিয়, হাসিঠাট্টা করে···

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

কিন্তু এ কেমন যে সারাক্ষণ ঠাট্টা করে? সে খুব ফুর্তি পায় কি?

আন্দ্রেই (তিক্ত হাসিয়া)

আমরা ফুর্তিতে আছি··· কাল ছিল মাস্‌কারাদ. আজ থিয়েটার, কালকে হবে বল-নাচ কোথাও-না-কোথাও হয়ত শহরের বাইরে—এই ভাবেই চলছে। ফুর্তিতে ও সঙ্গীতে মাথা ঘুরে যায়; কত নতুন বন্ধু, নতুন পরিচয়, গুণে ওঠা যায় না। সকলে করমর্দন করে, অভিনন্দন

জানায়, বলে 'ভাগ্যবান, তুমি ভাগ্যবান।' হঁা, এত লোকে যখন বলে ভাগ্যবান, তাহলে নিশ্চয় আমি ভাগ্যবান্ বৈকি!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

তা হতে পারে, কিন্তু তোমার কথায় কি যেন আছে যা ভালো নয়! তুমি কি আমায় বলবে স্পষ্ট করে।

আন্দ্রেই

তাহলে আমি যাচ্ছি নীচে তোমার ঘরে, তখন কথা বলা যাবে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

তোমাদের বিয়ের পর থেকে দেখতে পাওয়া ভগবান ইচ্ছা করেন নি: উনি পড়লেন অসুখে, আমাকে যেতে দিলেন না, কাঁদলাম, চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম। অসুখে ত পড়লেন, রাগও বেড়ে গেল; সপ্তাহ দুয়েক যেন কালো মেঘ, ঘুরে ঘুরে খুব খাটলেন; কেউ কাছে যেতে পারে না। তার পর কারখানার এলো বিশৃঙ্খলা, ব্যবসায়ে মন্দা, ভালো ভালো কারিগর ও কর্মচারীরা ছেড়ে গেল তাঁর মেজাজে; তার পর ঠাণ্ডা হয়ে তিনি ভাবলেন তোমার কথা। অনুযোগ করতে লাগলেন যে তুমি তাঁকে ভুলে গেছ, ত্যাগ করেছ। তোমার দোষ কোথায়? আগে তিনি তোমাকে ত দেখতেই চাইতেন না, এমন কি তোমার কথা শুনতেও চাইতেন না… ওঃ, আন্দ্রিয়ুশা, এ সব কথা তোমায় আমার বলা উচিত নয়, তবু বলছি: শুধু কেবল পিতার স্নেহ নয়, তাঁর পকেটে ঘা পড়েছে…

আন্দ্রেই

আমি কি তা বুঝতে পারছি না? একই কথা। স্নেহ দিয়ে বাবা আমাকে সবকিছু করাতে পারেন, কারণ বাপের আদরে আমার অভ্যাস নেই, কখনো পাই নি। কারো কাছেই পাই নি; কিন্তু স্নেহ দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে ঘোরানো যায় যে কোন দিকে। সীরোম্যাতভ্‌রা আছেন কেমন? তান্যার খবর কি?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

দেখা যাচ্ছে, মনে আছে? তার সম্বন্ধ হচ্ছে জীতভের সঙ্গে! সেই ময়দার কলের মালিক।

আন্দ্রেই

হাঁ, শুনেছি এ কথা। জীতভ্‌ — বেশ ভালো লোক, হৃদয় আছে, ভগবান তাকে সুখী করুন!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না (হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া)

হায়রে, উনি না কি?

আন্দ্রেই (কান পাতিয়া)

হাঁ, মনে হচ্ছে, উনিই।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

দয়াময়ী মেরী-মা, আমায় রক্ষা করো!

আন্দ্রেই

এদিকে এসো, (বাঁ দিকের দরজা দিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দিল।) ঐ বারাণ্ডা দিয়ে চলে যাও।

[বাইরের ঘরের দিকে গেল, বিপরীত দিকে গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচের প্রবেশ।

পঞ্চম দৃশ্য

[আন্দ্রেই ও গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্]

আন্দ্রেই

আসুন, বাবা, আসুন!

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্

ভাবলুম আসি মস্কোয়, দেখে আসি কেমন আছ তোমরা।

আন্দ্রেই

ঈশ্বরের কৃপায়, আমরা ভালোই আছি! (আরামকেদারা আগাইয়া দিয়া) আসুন, আসুন! চা আনতে বলবো না কি?

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্

বসছি, বসছি, কিন্তু চায়ের দরকার নেই। (বসিয়া) কিন্তু শোনো হে, আমি চিন্তায় পড়েছি।

আন্দ্রেই

কি রকম, কোন বিষয়ে?

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

রোগে ধরেছে, বুঝলে হে. আর মোটে মনে জোর নেই, আগের মতো। কেন? কিসের জন্যে? মনে হয়, এ সবই বাজে ঝামেলা! ইচ্ছে করে, বুঝলে হে, অন্তরে ভেবে দেখি, নইলে কখন যে বেজে উঠবে বিধাতার ইচ্ছার ঘণ্টা — ঠিকমতো অনুতাপ করারও সময় হবে না।

আন্দ্রেই

কিসের জন্যে এ সব দুশ্চিন্তা আপনার মাথায়?

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

কিন্তু আমার ত কিছুই নেই সুখী হবার। যখন জোর না থাকে, সহায় না থাকলে অবস্থা খারাপ।

আন্দ্রেই

কিন্তু আমি ত আছি?

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

কর্মচারীদের ওপর কোন ভরসা! কে কত লুঠতে পারে তারি পাল্লা — তারা ত কেবল এই-ই পারে।

আন্দ্রেই

তা আমি আছি কিসের জন্যে? ৮

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

হুঁ. তোমায় কোথায় পাবো? না, ব্যাপার বড়ই খারাপ!

আন্দ্রেই

কেন তা হবে? আমি ত কাজে লাগতে পারি।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

তুমি না হয় পারলে, কিন্তু তোমার রাজকন্যে—তার চোখে হেয় হবে না?

আন্দ্রেই

এ ব্যাপারে তার কোন সম্বন্ধ নেই।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

তা কি হয়, বাছনি! তিনি হলেন, ধরো না কেন, ক্ষীরের পুতুল, বসে বসে পিয়ানো বাজান, আর তুমি আসবে রঙের কারখানা থেকে, যেন সঙের মতো নীল রঙে সেজে ঢুকবে হলের মধ্যে! এ দুটোয় খাপ খায় না।

আন্দ্রেই

ও কিছু না! যদি তার না ভালো লাগে, আমি একাই যাবো। সে মস্কোতে থাকতে পারে।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

অফিসে শৃঙ্খলা নেই, বইপত্রে যত্ন নেই, কর্মচারীদের মিল নেই, আয় বড় খারাপ!

আন্দ্রেই

অবস্থা সত্যিই খারাপ!

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

তুমি যখন দেখাশোনা করতে, তখন কারবার চলতো চমৎকার, আর এখন তার জট খোলা সহজ হবে না। এমন অবস্থায় এসেছে যে কারবার গোটাতে হবে আজ নয় কাল।

আন্দ্রেই

না, এ হতে পারে না, এই লাখ লাখ টাকার কারবার! আপনার কাছে সবই মিথ্যা ঝামেলা, কিন্তু আমি ত বয়সে তরুণ, আমি বাঁচতে চাই।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

ভয় হয় ক্ষতির। কারবার—এমন যন্ত্র, যতক্ষণ ঠিক চলে ততক্ষণ লাভ। আর ঠিক না চালালে, দু-এক বছরেই খেয়ে ফেলে তার সম্পত্তি।

এইজন্যেই এসেছি মস্কোতে পরামর্শ করতে তোমার সঙ্গে। কাল সকালে নীচে এসো একটু আগে-আগে, আলোচনা করা যাবে। একটা কিছু সিদ্ধান্ত করতেই হবে। আমি ভাবছি এখানে মস্কোতেই থাকবো। অসুখ করলে ডাক্তার কাছে; কখনো প্রার্থনা করতে চাইলে, পূজাস্থানও অনেক।

আন্দ্রেই

খুব ভালো; আমি নীচেটা ঠিকঠাক করেছি, সেখানটা আপনার পক্ষে একদম চুপচাপ হবে।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

আগেই দেখেছি, কেমন ঠিকঠাক—টাকা নষ্ট করা (ছবিগুলি দেখিয়া) এহে! এদের তুমি কোথায় নামিয়ে দিচ্ছ, এই বুড়োদের!

আন্দ্রেই

আমি ভেবেছিলাম এদের নীচের দিকে···

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

হাঁ, ঠিক। দূরে যেকোনখানে, চোখে যাতে না পড়ে. চিলেকোঠায় কিংবা গোলাঘরে, যাতে চক্ষুশূল না হয়, মানে, আমাদের বাপদাদারা তো রাজারাজড়া বা বড় জমিদার ছিলেন না···

আন্দ্রেই

না, না, সে জন্যে নয়···

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

কিন্তু আন্দ্রেই, কে তোমাকে-আমাকে এই টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন? কোথা থেকে এলো এই সব সিল্ক আর ভেল্‌ভেট, কে আমাদের জন্যে গড়েছিলেন এই সব প্রাসাদ?

আন্দ্রেই

এ সব ত আমি বুঝি…

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

কিন্তু কেমন করে হোল তাঁর এ সম্পত্তি? তিনি ত মস্কোয় এসেছিলেন ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়ে, জল নিজে বইতেন, খাওয়া জুটতো না, শোবার ব্যবস্থা ছিল না, না বৃষ্টিতে না তুষারে…

আন্দ্রেই

কিন্তু তাঁর কোন কিছুই নষ্ট হবে না।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

তুমি যদি তাঁর পরিশ্রমের মূল্য না দাও, অন্ততঃ তাঁর বুদ্ধিশক্তিকে শ্রদ্ধা করো। তাঁর মাথায় যা বুদ্ধি ছিল তা তোমার-আমার মতো নয়!

আন্দ্রেই

এ সবের জন্যে আমি ত তাঁকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্

ওঁর দিকে বারে বারে চেয়ে দেখো, তাতে তোমার নিজের বুদ্ধিও বেড়ে যাবে। (কঠিন সুরে) দাও আমাকে এগুলো, আমি এদের ঠিকমতো রাখব!

আন্দ্রেই

এই নিন! আমি আগেই প্রোহরকে বলেছি, এদের নীচে নিয়ে যেতে। আপনি অকারণে রাগারাগি করছেন।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্

অকারণে নয়! ভেবে দেখত, যা তোমার করা উচিত, তা করেছ কি? তুমি হয়ত ভাবতে পারো যে তোমার বাপ-মা মস্ত জানোয়ার, যে সন্তানের জন্যে তাদের আছে কেবল রাগ আর ভয় দেখানো; তা নয়, বাছা, তাদের অন্তরে আছে তোমাদের জন্যে টান, তারা মাঝেমাঝে চোখের জলও ফেলে… (চোখ মুছিল ও হাত দোলাইয়া দরজা দিয়া চলিয়া গেল।)

আন্দ্রেই (বাপকে থামাইয়া)

দাঁড়ান! আপনি কেন এমন চোখের জলে চলে যাচ্ছেন, আমি কি আপনার মনে আঘাত দিয়েছি? আমি ত আপনারই ছেলে; কিছু এসে যায় না যে আমি ফ্রক-কোট পরে আছি, আর আমার পক্ষেও যথেষ্ট হয়েছে, প্রচুর হয়েছে এই অদ্ভুত বেশ। আপনি আমার অন্তরের

মধ্যে আঘাত করেছেন, আর আমি—রাশিয়ার মানুষ: এ অবস্থায় যা কিছু আমার প্রিয় তাকে এক মুহূর্তে ছিঁড়ে দুখানা করতে পারি! বলুন একটা স্নেহের কথা, আমি তাহলে সব ছুঁড়ে ফেলে দিই, আর কেবল আপনার অফিসের কর্মচারী বা কারখানার মিস্ত্রী, এমন কি, ইঞ্জিনের কয়লাদারও হতে পারি।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

বেশ, বেশ; ভগবান তোমার সহায় হোন! আমরা একই বংশের, এক বংশের, দেখছি আমি!

আন্দ্রেই

আমার অনুভূতি যে প্রচণ্ড, বাবা।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

হাঁ, দেখছি, দেখছি…

আন্দ্রেই

কিন্তু আমি বোকাও নই।

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

এসো কাল সকালে, কথা কওয়া যাবে। (চলিয়া গেল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[আন্দ্রেই, পরে প্রোহর।

আন্দ্রেই (মাথা ধরিয়া)

ঠিক ঠিক, ঠাকুর্দার দিকে চেয়ে দেখা: তাতে কি বুদ্ধি বাড়বে না? না, স্থির করেছি, কোথাও দাঁড়াতে হবে, পৌঁছতে হবে কোন একটা কূলে। ভদ্রলোক হওয়া আমার পোষাবে না, আমাকে থাকতে হবে খাঁটি ব্যবসাদার। বোকা সাজার খেলা যথেষ্ট হয়েছে। এখন সময় চালাক হবার। এখন আমার বোকা মাথার ভাবা দরকার, এমনি করে ভাবা দরকার, যাতে কপাল যেন ফেটে যায়। আর যা ভাবা হবে—ভালোই হোক আর মন্দই হোক—তাকে আঁটতে হবে শক্ত করে। প্রোহর!

[প্রোহরের প্রবেশ]

কাউকে আমার ঘরে আসতে দিস্ না।

প্রোহর

যে আজ্ঞে।

আন্দ্রেই

একেবারে কাউকে নয়। (বাঁ দিকের দরজা দিয়া চলিয়া গেল।)

[এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না র প্রবেশ।

সপ্তম দৃশ্য

[এলেনা ও প্রোহর]

এলেনা

কে ছিলো এখানে?

প্রোহর

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্ ও নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না এসেছেন কারখানা থেকে, এসেছেন আন্দ্রেই গাভ্রিলীচের কাছে।

এলেনা

কিন্তু আন্দ্রেই গাভ্রিলীচ্ কোথায়?

প্রোহর

নিজের কামরায়। বিরক্ত করতে বারণ আছে, কাজে ব্যস্ত।

এলেনা

আমার কাছে কাউকে আনবি না, আগিশিন ছাড়া।

প্রোহর।

যে আজ্ঞে। (চলিয়া গেল।)

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্নার প্রবেশ]

অষ্টম দৃশ্য

[এলেনা, নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না, পরে প্রোহর]

এলেনা

মা, তুমি এত বিরক্ত কেন?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

মাথাধরায় একদম মরে যাচ্ছি, কিন্তু আজ ত দেখছি তুমিও ঠিক মেজাজে নেই।

এলেনা

সব বিস্বাদ, সব অবসন্ন, আমার বেঁচে থাকাই দায়।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আঃ, লেনা, তোমার জন্যে কত যন্ত্রণা আমার। তোমার কি অনুতাপ সুরু হয়েছে? কি ভয়ানক। আমি আগেই ভেবেছিলাম তোমাদের মধ্যে মিল হবে না কোন কিছুতে, মনে হচ্ছে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া হয় নি।

এলেনা

হ্যাঁ, ও আমার কাছে অজানা, সম্পূর্ণ অজানা। আমি লক্ষ্য করেছি যে আমি আগে যা ভাবতুম ও তার চেয়ে অনেক ভালো, গম্ভীর ও বুদ্ধিমান; ওর আছে দৃঢ়সংকল্প, সাহস। আমি ওকে শ্রদ্ধা করি আর বলা

চলে না যে আমি তার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন: তার প্রতি আমার মনোভাব যথেষ্ট উষ্ণ, কেমন যেন আপন জনের মতো।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

তাহলে আর কি চাও?

এলেনা

কিন্তু, মা, তার সেই 'এমন কিছু'টা নেই যা মেয়েদের পছন্দ, যাতে তাদের বশ করে। এই অভাব পুরুষের অন্য সব গুণকে নাকচ করে দেয়। আমার মাঝেমাঝে করুণা হয় তার প্রতি, বিশেষত: যখন আমি দেখি তার হতাশা; কিন্তু তাকে সামান্য কোমলতা দেখাতে গেলেও নিজের প্রতি প্রচণ্ড জোর করতে হয়।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

তুমি তাকে শ্রদ্ধা করো মনে হয়, এতে ত, যথেষ্ট হবে…

এলেনা

আমার পক্ষে নয়।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

কিন্তু তাহলে এর শেষ কোথায়?

এলেনা

জানি না, কিন্তু এ ছাড়াও আছে অন্য বাধা… মা, আমি তোমাকে আর ঠকাব না, আজ কিংবা খুব শীঘ্র আমার ভাগ্য ঠিক

করতে হবে। হয়ত আমার আচরণে ভুল হবে, কিন্তু আমাকে শাপ দিয়ো না, ক্ষমা কোরো, দয়া কোরো।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না (উচ্চ স্বরে)

লেনা, হায় ঈশ্বর! বাছা আমার, কি যে আছে তোমার মাথায়?...

[প্রোহরের প্রবেশ]

প্রোহর

গস্‌পাদিন আগিশিন।

এলেনা

আসতে বল্‌।

[প্রোহর চলিয়া গেল]

ও কিছু নয়, কিছু নয়, মা; যা বলেছি তাতে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এখন যাও শোও গে, শান্ত হও। পরে কথা হবে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

বেশ, তা বেশ; ভগবান সহায় হোন। আমি জানি যে আমার কথা মনে রাখবে। (মেয়েকে চুমা খাইয়া চলিয়া গেল।)

[আগিশিনের প্রবেশ]

নবম দৃশ্য

[এলেনা ও আগিশিন]

আগিশিন

কেমন আছেন?

এলেনা

যেমন থাকি।

আগিশিন

ক্ষমা করবেন, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না, আমার বন্ধুদের মধ্যে অর্ধেক লোক পাগলাগারদে যেতে রাজী। সব কথা, সব প্রশ্ন কেবল আপনার বিষয়।

এলেনা

আমি মোটেই দুর্বলচিত্ত নই, এতে আমার একটুও সুখ নেই। বরং আমি যন্ত্রণা পাই, অত্যন্ত যন্ত্রণা পাই।

আগিশিন

হোল কি আপনার? ভয় করছে আমার।

এলেনা

ঝোঁকের মাথায়, না ভেবেচিন্তে আমি করেছি আমার জীবনে সব চেয়ে বড় পদক্ষেপ, আমি তাড়াতাড়িতে বিয়ে করেছি। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই আমি বোধ করেছি অনুতাপ, আমি অন্যায় করেছি।

আগিশিন

আমার মনে হচ্ছে, আপনি অনর্থক ব্রন খারাপ করছেন।

এলেনা

আমি অনুতাপ করেছি, এখনও করছি অনুতাপ, কেবল চেষ্টা করছি একে চেপে রাখতে—জোর পাই নি। এই জীবনে যখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি বুঝেছিলাম, যে উদ্দেশ্যে এ কাজ করছি তা আমার পক্ষে অসহ্য, আমি তা নই যা আমাকে দেখে মনে হয়, আমি তার চেয়ে ভালো। কিন্তু এখন এ অন্যায় করা হয়ে গেছে, এর থেকে আর ফেরা যায় না।

আগিশিন

আপনার বিশ্রাম করা দরকার, বিশ্রাম করা। একটু শান্ত হোন, তার পর··· শীঘ্রই আমরা যাচ্ছি বিদেশে, অন্য আকাশের তলে। ফিরবেন আপনি সেখান থেকে সুখী ও সবল···

এলেনা

কিন্তু ছলনা করতে আমি পারি না, করবও না।

আগিশিন

অন্য মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখুন: কেমন সহজে তারা···

এলেনা

বলবেন না, আমার কাছে বলবেন না অন্য মেয়েদের কথা। আমি চাই নে তাদের বিচার করতে, নিতেও চাই নে দৃষ্টান্ত

হিসেবে। আমি অনুভব করছি, অনুভব করছি আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে যে আমি হতে পারি কেবলমাত্র একজনের, নইলে… নইলে এ কুৎসিত, জঘন্য। এ রকম চিন্তায়ও আমার ন্যায়-বোধ বিচলিত হয়ে ওঠে…

আগিশিন

ন্যায়-বোধ, এ সবই ত এ কাল্পনিক!…

এলেনা

না, কেমন করে কাল্পনিক? আমার ঘৃণা করে। আমি জানি না কি রকম এই অনুভূতি, মানসিক না শারীরিক; কিন্তু জানি, এই অনুভূতি না থাকলে মানুষ মানুষ নয়।

আগিশিন

হয় আপনি এক বিশেষ ধরণের ব্যক্তি, নয় আমি মেয়েদের একদম বুঝি না! আমার ধারণায়, সে কি প্রেম, কি আবেগ, যাতে নেই গোপনতা, নিয়মলঙ্ঘন?

এলেনা

নিয়মলঙ্ঘন আগেই হয়ে গেছে, শুধু নিয়মলঙ্ঘন নয়, অপরাধ। এটা কি অপরাধ নয়, যা আমি করেছি আন্দ্রেইয়ের প্রতি? আমি তাকে মতলব করে ঠকিয়েছি অন্যকে ভালোবেসে, ও অন্যের স্বার্থে হয়েছি তার স্ত্রী, যদিও তা নামে মাত্র; কিন্তু এই নাম—পরের, এই সম্পত্তি যা আমি ব্যবহার করছি, তা পরের! এ একদম চুরি!

আগিশিন

কিন্তু কি চান আপনি?

এলেনা

কি চাই? আমি সকলকে বলব, মন ঠিক করেই বলব: আমি চাই খোলাখুলি বিবাহচ্ছেদ স্বামীর সঙ্গে।

আগিশিন

কি বলছেন, কি বলছেন আপনি। এ যে লজ্জার কথা।

এলেনা

হাঁ, লজ্জা। আমি চাই সকলে জানুক আমি যা তাই। আমি চাই বইতে আমার দায়, আমি পেতে চাই আমার প্রাপ্য, তার পর বেঁচে থাকতে যেমন আমার মন চায়। লজ্জা দিয়ে, কেবল লজ্জা দিয়েই এখন আমি কিছুটা স্খালন করতে পারি আমার অপরাধ, পেতে পারি নতুন করে আমার মুক্তি, যা আমি হারিয়েছি।

আগিশিন

কিন্তু… কিন্তু… বুঝতে পারছি না কি করা যায়?

এলেনা

খুব সহজ। এই করা যায়: আগামী কাল বা পরশু আপনি-আমি দুজনে চলে যাই বিদেশে।

আগিশিন

হুম… তা… এ আপনি ভেবে দেখেছেন?

এলেনা

ভেবে দেখা! কি ভাববো? আপনি যে চমকাচ্ছেন, মনে হচ্ছে, আপনি সোজা ভয় পাচ্ছেন? না, এ কেবল আমার ধারণামাত্র?

আগিশিন

না, না, শুধু এই ধাপ।

এলেনা

এ ছাড়া আছে কোন ধাপ? অন্য যা কিছু তা আরো খারাপ, আরো দুর্নীতিপূর্ণ।

আগিশিন

প্রস্তুতির দরকার, ভেবে দেখা দরকার: এর ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এলেনা (সক্রোধে)

তাই বুঝি। আপনি প্রস্তুত নন, আপনার এখনও ভাবার দরকার।

আগিশিন

নিজের জন্যে নয়। হে ভগবান বুঝে দেখুন, আপনার জন্যে। এ সব কাজ এক মিনিটের বিক্ষোভে করা যায় না, সবরকম ভাবতে হয়…

এলেনা

এক মিনিটের বিক্ষোভ! এ অনুভূতি এমন সুপরিণত ও শক্তিশালী যে এর চেয়ে প্রিয়তর আর কিছুই নেই, এর জন্যে অপরাধ পর্যন্ত করেছি—আর আপনি সাহস করছেন একে বলতে এক মিনিটের বিক্ষোভ।

আগিশিন

মাপ করবেন, ক্ষমা করবেন। না, না, এ কি কথা! আমার পক্ষে আমি প্রস্তুত, প্রস্তুত সব কিছুর জন্যে, আপনার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি ফাঁসিকাঠে; কিন্তু আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনি আমার কাছে মূল্যবান, তাই আপনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আমি কেঁপে উঠি; আপনার প্রত্যেকটি কাজ আমি ভেবে দেখি। আমি দেখতে চাই সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত, জানতে চাই সামান্যতম কর্মফল পর্যন্ত।

এলেনা

থামুন, থামুন!··· আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি এখন দেখছি যে আমারও ভেবে দেখতে হবে। (পাশের দিকে ফিরিয়ে।)

[আন্দ্রেইয়ের প্রবেশ।]

দশম দৃশ্য

[এলেনা, আগিশিন ও আন্দ্রেই।]

আগিশিন

ভালো ত, বন্ধু।

আন্দ্রেই (বিনা আবেগে)

নমস্কার।

আগিশিন

তোমার কি হয়েছে? এখনও কি তোমার মুখোস-পরা নাচের ঘোর কাটে নি?

আন্দ্রেই

হাঁ, কেটে গেছে, সব রকম মুখোস-পরা নাচের ঘোরই… এ রকমের নাচ অনেক দেখেছি গতকাল, আজ; নাচের মধ্যে মুখোস, বাড়ীতেও মুখোস।

আগিশিন

কি যে বলছ, বন্ধু হে? যে কোন কারণে হোক, তুমি উত্তেজিত, উত্তপ্ত?

আন্দ্রেই (শুষ্কস্বরে)

এ আমার ব্যাপার। (এলেনাকে) এলেনা ভাসিলিয়েভ্না, আমি কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে, একলা তোমার সঙ্গে। আমাদের সময় আছে, সর্বদা থাকবে… (তিক্ত হাসিয়া) আপন জন!… দুঃখিত, যে আপনাদের আলাপে বাধা দিয়েছি! আপনাদের কথাবার্তা চালাতে থাকুন। (চলিয়া গেল।)

একাদশ দৃশ্য

[এলেনা ও আগিশিন]

আগিশিন

ওর হোল কি? ওর দৃষ্টি যেন পশুর মতো। আমাদের যে আলোচনা শুরু হয়েছিল মনে হচ্ছে, তা চালানোর জন্যে এখনই অসুবিধা। (কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া) কাল কিংবা শীঘ্রই একে আবার শুরু করতে হবে।

এলেনা

দেরী হয়ে যাবে না ?

আগিশিন

না, না তাড়া কিসের! আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। কিন্তু এখন বিদায়! সব, সব ঠিক আছে! সাহসের সঙ্গে, সঙ্কল্পের সঙ্গে জীবনে পা ফেলা—এই ত চাই! আমরা চলে যাবো, চলে যাবো আমরা দুজনে। এখন আসি। (চলিয়া গেল।)

এলেনা (তাহার দিকে চাহিয়া)

তুমি যাবে না, যাবে না তুমি; আমি তোমাকে এখন চিনতে পারছি! আর ওরই জন্যে এত ত্যাগ, এত কষ্ট স্বীকার! কিন্তু আমার কি হবে? কোথায় আছি আমি? কেন আমি এখানে? (হাত দিয়া অশ্রুসিক্ত মুখ ঢাকিল।) কী আমি হতভাগ্য, কী তুচ্ছ।

[আন্দ্রেইয়ের প্রবেশ]

দ্বাদশ দৃশ্য

[এলেনা ও আন্দ্রেই]

আন্দ্রেই

কেঁদো না, এখনই আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি।

এলেনা (দুঃখিতভাবে)

আঃ, এ যে তুমি! কি চাও তুমি?

তুমি কাঁদছ, হয়ত এমন কিছুতে যাতে তুমি বিব্রত বোধ করছ, তাই আমি তোমাকে মুক্তি দেব। এর প্রয়োজন আছে আমারও কাছে। তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন—মূর্খ অথবা ভাঁড়—তা তোমার ব্যাপার, কিন্তু ভাঁড়েরও চাই বিশ্রাম। যদি তুমি তাকে খোঁচা দাও প্রতিমিনিটে তাহলে সে রেগে গিয়ে জানোয়ার হয়ে ওঠে। আমাদের দুজনের সম্বন্ধ পরিষ্কার রাখতে হবে, অর্থাৎ অন্তর থেকে পরিষ্কার। বেশী কথার দরকার নেই, কি হবে কথা দিয়ে? সব ব্যাপারই ত স্পষ্ট হয়ে গেছে, পরিষ্কার দিনের মতো। সবই স্পষ্ট হয়ে গেছে: তোমার গুপ্ত-রহস্য, তোমার ভালোবাসাও। কার জন্যে—সে কথা আলোচনার দরকার নেই··· কেন যে তুমি আমাকে এই ব্যাপারে জড়লে, আমার মর্মের ওপর অত্যাচার করলে—তার বিশ্লেষণ আমরা করব না; ভগবান পরে এর বিচার করবেন। এখন আমাদের একটি মাত্র কথা: আমরা প্রত্যেকে যে যার পথে চলবো, একে অন্যকে বাধা দেবো না। এই ব্যবস্থাই ঠিক হবে: তুমি তার সঙ্গে বিদেশে চলে যাবে, যেখানে তোমার খুশী; টাকা তোমার যথেষ্ট আছে··· মাপ কর, টাকা নিয়ে তোমায় খোঁটা দিচ্ছি না··· আমি তোমাকে আরো বলে রাখছি: যদি কম পড়ে, আরো নাও! তোমাকে দেবার জন্যে অন্তরে কিছু বাকি রাখি নি, টাকার বেলায় রাখব। তাহলে এখন যাও। আর আমি··· আমি আমার পথ খুঁজে নেব, তাতে ত তোমার আগ্রহ নেই, আমার বিষয়ে জানার মতো কিছু নেই। ··· কেবল তোমাকে ভালোবেসে স্বীকার করছি তোমার কাছে, যদিও কোন প্রয়োজন ছিল না, যে আমার তেমন প্রবল আনন্দ হবে না, যেমন তোমার হবে।··· (চোখের জলে) আমার এই হতভাগ্য মাথাটা যদি ভেঙেও পড়ে, আমি তাতেও হবো খুব খুশী।

এলেনা (ফোঁপাইয়া)

কেঁদো না অমনভাবে, এ সহ্য করা যায় না!

আন্দ্রেই

ঠিক ত, কিসের জন্যে কাঁদা? একথা ঠিক: কেঁদে কিছু হয় না, দেরী হয়ে গেছে। ... এখন তবে কেবল: তুমি চলে যাও শীগ্‌গির, শীগ্‌গির আমি তোমায় বলছি। ... আর ভগবানের দোহাই, স্বয়ং ভগবানের দোহাই, তোমাদের কোনো কিছু যেন আমার চোখে না পড়ে! ... তোমাকে আমি এখনও ভালোবাসি, তাই হয়ত নিজেকে সংযত করতে পারবো না, হয়ত হয়ে উঠতে পারি ভয়ঙ্কর। হয়ত তোমাকে মেরে ফেলতে পারি আর তাকে— সে ইচ্ছা অনেক দিন ধরে আমার বুকে চেপে আছে। আমি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে সেই আগুনে নিজে ঝাঁপ দিতে পারি। ... ভগবানের দোহাই করুণা করো আমাকে ও নিজেকে ... তৈরী হও, ভগবান তোমার সহায় হোন! বিদায়।

[মাঝের দরজা দিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। এলেনা ফোঁপাইয়া ঈজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল]

পঞ্চম অঙ্ক

[দৃশ্যপট চতুর্থ অঙ্কের মতো।]

প্রথম দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না আর এলেনা ডান দিকের পাশের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল, পরে প্রোহর]

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কি বিশ্রী, কি বিশ্রী। কি অভদ্র ব্যবহার এই লোকগুলির। কি রকম তোমাকে চটিয়ে দিয়েছে, বেচারী লেনা।

[এলেনা বাঁ দিকের দরজার দিকে চাহিল]

আরে, ওখানে আছে নাকি সে?

এলেনা

না।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

জানেই না ওরা কিভাবে চলতে ফিরঁতে হয়, ভদ্রতাজ্ঞান কিছুমাত্র নেই, কারুর কোন বিবেচনা নেই মেয়েদের কোমলতা সম্বন্ধে।

এলেনা

কোথায় ও, কি হোল তার? কাল দৌড়ে বেরিয়ে গেল পাগলের মতো, তার পর থেকে আর দেখা নেই।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কে জানে তার কথা! এ সব লোক এই ধরণের: নিজেদের মনের ভাব চাপতে জানে না, সব তাতেই বাড়াবাড়ি—তা সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক, সুখই হোক বা দুঃখই হোক। সুখ হলে ওরা নাচতে লাগবে, যাকে-তাকে জড়িয়ে ধরবে আর দুঃখ হলে হয় মদে ডুবে থাকবে নয় ত আরো কিছু খারাপ।

এলেনা

মা, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

মনে হচ্ছে, তার প্রতি তোমার একটু করুণা হয়েছে?

এলেনা

খুবই স্বাভাবিক: ওর ত দুঃখ ছিল না, কোথা থেকে এলো সেটা, কার জন্যে?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

খুবই ঠিক, ওকে করুণা না করে থাকা যায় না। আর আমি ত ওকে করুণা করি, অনেক দিন থেকেই···

এলেনা

ওকে শান্ত হতে হবে। যে সব লোক নিজেকে শাসন করতে পারে না তাদের দেখতে ভয় করে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

ঠিক, ঠিক। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে কালকের পর তুমি রেগে আছ তার ওপর।

এলেনা

কিসের জন্যে? তার দিক থেকে সে ঠিক করেছে, একেবারে ঠিক। এই ফেটে-পড়া আমার জানা উচিত ছিল: ও ত মাটির পুতুল নয়, মোটেই না। আর তার কথাতেও আপত্তিকর কিছুই ছিল না, তাতে ছিল অনেক বেশী ভালোবাসা, তিরস্কারের চেয়ে। বলা শক্ত, এত কাল কে বেশী দুঃখ ভোগ করেছে: ও না আমি।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তাহলেও মন্দ হোত না ওর পক্ষে আরো একটু ভদ্র হলে, তোমাকে মূর্ছা যাওয়া পর্যন্ত না ঠেললে। তুমি ভেঙে পড়েছিলে, সারা রাত ঘুমাতে পারো নি, বাছা আমার।

এলেনা

আমার ত অভ্যাস আছে রাত্রে না ঘুমানো আর সকাল বেলা —জানি না কেন—আমি সারাক্ষণ কান পেতেছিলাম বাইরের ঘরে ঘণ্টা বাজে কি না। প্রথমে আমার অবাক লাগলো, পরে ভয় হোল যে সে একেবারে বাড়ী এলো না। আঃ, আমাকে ও কত ভালোবাসে, এই সব সরল লোকেদের আবেগ কি প্রচণ্ড!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

এই ত বেশ: এর মানে ওকে কেবল একটু আদর করা, তাহলেই ও আবার হয়ে যাবে—তোমার অনুগত ভৃত্য।

এলেনা

নিঃসন্দেহ, আমি এ বিষয়ে একটুও উদ্বিগ্ন নই। কিন্তু আরো কিছু আছে যা আমার কাছে মোটেই পরিষ্কার নয়; কিসের যেন অভাব, দৃঢ়তার অভাব, যা আমাকে বাধা দিচ্ছে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আমি খুব খুশী হতাম, লেনা, যদি তুমি মন্দ প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে।

এলেনা

হাঁ, মা, মনে হচ্ছে আমি মুক্ত হবো। আমি অনেক ভেবে দেখেছি ও অনুভব করেছি এই রাত্রে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

শোনো ভালো করে তোমার হৃদয়ের স্বর, লেনা! বিবেক, কর্তব্য—এগুলো ফাঁকা কথা নয়। যে এদের না শোনার কথা ভাবে, সে শান্তি বা সুখ কিছুই পেতে পারে না।

এলেনা (কিছু ভাবিয়া)

ঠিক ঠিক, তোমার কথাই ঠিক।

[মাঝের দরজা দিয়া প্রোহরের প্রবেশ, হাতে স্যুটকেস]

আন্দ্রেই গাভ্রিলীচ্ কি এখনও আসেন নি?

প্রোহর

না, না, তিনি আছেন নিচের তলায়, গাভ্রিলা পান্তেলেইচের ঘরে, সেখানেই চা খাচ্ছেন।

এলেনা

কখন তিনি বাড়ী ফিরেছেন?

প্রোহর

ফিরেছেন কাল, বেশী রাত্রেও নয়; তাও আবার সদর দরজা দিয়ে নয়: ঘণ্টা বাজাতে চান নি পাছে আপনার অসুবিধা হয়।

এলেনা

মা, আমাদের ভুল হয়েছিল, মেয়েদের কোমলতা সম্বন্ধে ওর বিবেচনা আছে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

ওদের সহজে বোঝা যায় না, বাছা।

এলেনা

স্যুটকেস বয়ে বেড়াচ্ছিস কেন?

প্রোহর

গোছাতে হবে: তিনি কারখানায় যাচ্ছেন—চা খাবার পরেই। এখন হুকুম দিলেন এখানে কিছু জলখাবার দেবার। (বাঁ দিকের দরজা দিয়া চলিয়া গেল।)

এলেনা

কারখানায়... আমাকে ত এ বিষয়ে কিছুই বলে নি।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আমার বিশ্বাস, বাপ তাকে পাঠাচ্ছে; সে নিজেও জানতো না। তাহলে এখন তোমার উদ্বেগ কমলো। আঃ, এদিকে আমার কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে। (ডান দিক দিয়া চলিয়া গেল।)

[আন্দ্রেই প্রবেশ করিল; পরনে গরম কাফ্তান ফার দিয়া সাজানো, চামড়ার কোমরবন্ধ; রাশিয়ার উঁচু বুটজুতা।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এলেনা ও আন্দ্রেই]

আন্দ্রেই

সুপ্রভাত। (নত হইয়া সাড়ম্বরে এলেনার হস্ত চুম্বন করিল।)

এলেনা

কোথায় ছিলে তুমি?

আন্দ্রেই

কোথায় ছিলাম? তাতে তোমার কি দরকার? বাপ্‌কুর কাছে ছিলাম।

এলেনা

তা নয়, কাল কোথায় ছিলে?

আন্দ্রেই

বন্ধু সীরোম্যাতভের সঙ্গে দেখা হোল। ছিল্যম তাদের ওখানে। কিন্তু এ ত আমার ব্যাপার।

এলেনা

হাঁ, ঠিক, ভুল করেছি। আমি তোমাকে একদম জিজ্ঞাসা করতে চাই নি। ভালো আছ?

আন্দ্রেই

হঠাৎ আমার জন্যে তোমার এত উদ্বেগ এলো কোথা থেকে?

এলেনা (কঠিন স্বরে)

কথার উত্তর দাও। ভালো আছ?

আন্দ্রেই

ভগবানের দয়ায়!

এলেনা

আমার পক্ষে এই যথেষ্ট। আমি জানতে চেয়েছিলাম তুমি কেমন আছ, কেননা তোমার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলাম। কাল তুমি এমন বিক্ষুব্ধ ছিলে…

আন্দ্রেই

এমন ত আমাদের ঘটেই থাকে, আমরা গোলমাল করি… তাতেই কি অসুখ করে? এমন ঢের হবে।

এলেনা (নিরীক্ষণ করিয়া)

কি ব্যাপার তোমার, মাস্কাবাদে যাচ্ছ নাকি?

আন্দ্রেই

না, কারখানায়। আমার এ চেহারার জন্যে মাপ চাইছি। এখন আর ফ্যাশান নয়, কাজে যেতে হবে।

এলেনা

মন্দ নয়, এতে তোমাকে বেশ মানিয়েছে।

আন্দ্রেই

মানাক আর নাই মানাক তা দেখার দরকার নেই আমাদের। এখন শীতকাল, আমাদের কারখানাতে আছে জার্মান ও ইংরেজ, তারাও পরে এই পোষাক। কারণ দৌড়াতে হয় এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী, কখনো তাঁতবিভাগে কখনো ল্যাবোটরিতে…

এলেনা

ল্যাবোরেটরিতে…

আন্দ্রেই

ঠিক বলেছ। ও ত পণ্ডিতি কথা, সহজে উচ্চারণ হয় না। আর রঙের ঘরে গামলাগুলোর মধ্যে ফ্রক কোটে ঘোরা-ফেরা—তা মোটেই সুবিধার নয়।

এলেনা

তুমি কি সেখানে অনেক দিন থাকবে?

আন্দ্রেই

জানি না। মাস তিনেক হবে, হয়ত বেশীও হতে পারে। কি করবো মস্কোয় থেকে? এখানেই বা এমন কি সুখ?

এলেনা

তাই নাকি!

আন্দ্রেই (কান পাতিয়া)

মনে হচ্ছে, এখন আমার বাড়ীর লোকেরা আসছেন আমার ঘরে কিছু খাবার জন্যে। দেখো যেন আমাকে লজ্জায় ফেলো না। যেন আমাদের মধ্যে কিছুই ঘটে নি। আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক শান্তভাবে: আমি যাই কারখানায়, তুমি—বিদেশে।

[সীরোম্যাতভ্ ও তান্যার প্রবেশ]

তৃতীয় দৃশ্য

[আন্দ্রেই, এলেনা, সীরোম্যাতভ্ ও তান্যা]

আন্দ্রেই (এলেনাকে)

এই আমার পুরানো বন্ধু…

সীরোম্যাতভ্

হেঁ, হেঁ, মাপ করবেন, সীরোম্যাতভ্ আমার নাম, ভাসিলি ইভানভ্।

আন্দ্রেই (এলেনাকে)

এই এর বোন, তাতিয়ানা ইভানভ্না সীরোম্যাতভা। (তান্যাকে) আমার স্ত্রী, এলেনা ভাসিলিয়েভ্না।

তান্যা (এলেনার দিকে হাত বাড়াইয়া)

খুব খুশী হলাম আলাপ করতে পেয়ে।

সীরোম্যাতভ্

কিন্তু আমাদের সঙ্গে আলাপ হবে কি করে? (এলেনাকে) মোটেই নামজাদা লোক নয়: বিয়ে হচ্ছে এক ময়দার কলের মালিকের সঙ্গে।

আন্দ্রেই

তবে এই কলের মালিকের মূলধন প্রচুর: আমাদের সকলকে কিনতে পারে। (তান্যাকে) দেখে, মনে হচ্ছে, আপনাদের কারখানার আবহাওয়া বেশ স্বাস্থ্যকর।

তান্যা

এ কথা কেন?

আন্দ্রেই

আপনার চেহারা দেখে বিচার করছি। আপনি আগের চেয়ে অনেক ভালো দেখতে হয়েছেন, অনেক বেশী সুন্দর।

তান্যা

এত আমার হওয়াই উচিত: আমি যে—বাগদত্তা।

আন্দ্রেই (তান্যাকে)

যদি আমি আবার আগের মতো আপনাকে আমার প্রেম প্রকাশ করতে শুরু করি, আপনার স্বামী আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবেন না৷ ত?

তান্যা

জানি না।

সীরোম্যাতভ্

দ্বন্দ্বযুদ্ধ আবার কি। ও সব আমাদের মধ্যে ঘটে না। আমাদের সমাজে লাঠিপেটা, ব্যাস্ ···

আন্দ্রেই

ঢের ভালো তোমাদের এ প্রথা, অন্যেরাও এটা শিখলে মন্দ হোত না।

তান্যা

আমি ত সেরে উঠেছি, কিন্তু এ কি রকম দেখতে হয়েছে আপনাকে? আপনার কি অসুখ করেছিল বা কি হয়েছে অপনার?

আন্দ্রেই

কিছুই ত হয় নি আমার, ভালো আছি, বেশ সুখে আছি।

তান্যা (এলেনাকে)

আপনি, এলেনা ভাসিলিয়েভ্না, এঁকে যত্ন করবেন, যাতে উনি সুস্থ থাকেন, খুশী থাকেন—যেমন আমি আছি।

এলেনা

উনি সুস্থ ও খুশী থাকলে আমি খুব আনন্দিত হবো।

তান্যা

ওঁকে খুব ভালোবাসতে হবে, তবেই উনি সুখী হবেন।

এলেনা

বেশ, আপনার পরামর্শ মেনে চলবো। কিন্তু বলুন ত, আপনাদের কারখানায়, আমার মনে হয়, অসহ্য বিরক্তিকর…

তান্যা

না, তা কেন হবে? আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন, বেশীর ভাগই বিদেশী, ইংরেজ; তাঁদের স্ত্রীরা খুব গানবাজনা করেন। আমরা সবরকম খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্র পাই।

এলেনা

কিন্তু সেখানে ত কিছুই কিনতে পাওয়া যায় না। ধরুন, আপনার বিয়ের কাপড়-চোপড়, সব ছোটখাটো জিনিসের জন্যে মস্কোয় ছোটা কি সম্ভব?

তান্যা

কেউ কেউ মস্কোয় আসে, এমন কি বেশী দূর? তবে আমরা কালেভদ্রে এখানে আসি।

এলেনা

ওখানে সব কেনা সম্ভব?

তান্যা

না, আমরা প্যারিস থেকে আনাই অর্ডার দিয়ে। আমাদের লোক সর্বদাই সেখানে যাচ্ছে, এমন মাস যায় না যখন দরকার হয় না। নতুন ফ্যাশানের যা কিছু আমরা তখনই পাই। শুধু টুপিই আমাকে এনে দিয়েছে ডজনখানেক—যেটাকে খুশী পরি।

এলেনা

তাই নাকি? শুনে হিংসে হয়।

আন্দ্রেই (সীরোম্যাতভ্ ও তান্যাকে)

চলুন, চলুন আমার ঘরে, একটু কিছু খাবেন!

তান্যা (এলেনাকে)

আর আপনি?

এলেনা

ইচ্ছে করছে না।

আন্দ্রেই

এত সকালে, তিনি ত সবে এইমাত্র উঠলেন। (সীরোম্যাতভ্দের বাঁ দিকের দরজা দিয়া পাঠাইয়া দিল।) আর এই বাপ্‌কু আর মামণি।

[গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্ ও নাস্তাস্যিয়া পেত্রোভ্‌নার প্রবেশ]

চতুর্থ দৃশ্য

[আন্দ্রেই, এলেনা, গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌ ও নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না]

আন্দ্রেই

আসুন এদিকে। আপনার বৌমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌ (অভিবাদন করিয়া)

তাই নাকি। এই ত চাই।

আন্দ্রেই

কে জানে আবার কবে দেখা হবে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

আঃ, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না, ভালো আছ ত?

আন্দ্রেই

মামণি, এদিকে এসো।

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌ (স্ত্রীকে)

চলো, চলো।

[এলেনা ছাড়া আর সকলের বাঁ দিকের দরজা দিয়া প্রস্থান। নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌নার প্রবেশ]

পঞ্চম দৃশ্য

[এলেনা ও নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না]

এলেনা

মা, এ কি হোলো?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কি, কি?

এলেনা

আমাকে ও মোটে চিনতেই চাইছে না। আমার দিকে একটিবার তাকাচ্ছেও না।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

ওটা কেবল তোমার ধারণা, লেনা।

এলেনা

না, মা। কয়েক মাসের জন্যে সে যাচ্ছে কারখানায়, একদম শান্তভাবে সে বল্লে আমায় এ কথা যেন আমি একজন অপরিচিতা মহিলা। কোথায় তার সেই উপাসনা?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তুমি যে কালই বল্লে ও তোমাকে খুব ভালোবাসে…

এলেনা

আর তুমিও কালই বলেছিলে তাকে একটু আদর করলেই চলবে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

কে যে ওদের বুঝতে পারে? আমরা দুজনেই ভুল করেছি!

এলেনা

এমন কি একটুও আবেগ, একটুও আগ্রহ নেই আমার সম্বন্ধে···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

কিন্তু তার আগ্রহে তোমার কি হবে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে রাগারাগি করে নি, আত্মহারা হয় নি। সে কারখানায় যাচ্ছে—বেশ, ভগবান তার সহায় হোন! তুমি ত চেয়েছিলে তোমার স্বাধীনতা।

এলেনা

নিশ্চয় স্বাধীনতা স্ত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত দামী। কিন্তু সে আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে? এ আমি মানতে পারি না যে আমাকে সে কোনরকম মন্দ সন্দেহ করবে। তার এই ঘৃণার মনোভাব সহ্য করা কি সহজ? আবার কার কাছ থেকে এই মনোভাব? এমন লোকের কাছ থেকে যাকে আমি ভেবেছি অনেক নীচু নিজের থেকে··· কি অপরাধ করেছি আমি? আমি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, সেও ত নির্দোষ নয়; নেই তার কোন দক্ষতা, মার্জিত ব্যবহার··· তার জন্যে গভীর প্রেম আমি খুঁজে পাই না··· কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অধিকার নেই, আমাকে ঘৃণা করার আমি তাকে কোন কারণ

দিই নি। আমি চাই, আমি দাবী করি সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিক যেমন ভদ্রলোকে নেয়, সসম্মানে, সস্নেহে···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা, এ সব কথা তুমি বলো তাকে।

এলেনা

আঃ, মা, তা কি পারি আমি? আমি একেবারে ভেঙে গেছি, আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে··· নিজেকে সংযত করতে, শাসন করতে পারছি না। মা, তুমি তাকে বলো!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

বেশ, বলবো। কিন্তু তার দেখা পাবো কেমন করে? তার ঘরে যে এখন অতিথি।

এলেনা

খুব সম্ভব সে আসবে; অন্ততঃ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আসবে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

হাঁ, নিশ্চয়। এখন এসো বিশ্রাম করো, শান্ত হও। তুমি ঘুমাও নি, তাই বিচলিত হয়ে আছো।

[ডান দিক দিয়া চলিয়া গেল। আন্দ্রেই ও প্রোহরের প্রবেশ]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[আন্দ্রেই, প্রোহর ও পরে আগিশিন]

আন্দ্রেই

কোন বোকারাম এ টেবিল সাজিয়েছে? শ্যাম্‌পেন দেয় নি। বল্‌ গিয়ে যেন বোতল দুই তিন দিয়ে যায়। শ্যাম্‌পেন নইলে বিদায়-ভোজ হয়?

প্রোহর

যে আজ্ঞে।

[দরজা দিয়া যাইতে দেখা হইল আগিশিনের সহিত। আন্দ্রেই বাঁ দিকে দরজা দিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আগিশিনকে দেখিয়া দরজায় দাঁড়াইল]

আগিশিন (আন্দ্রেইকে না দেখিয়া)

বাড়ীতে কে আছে?

প্রোহর

এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌না ও আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচ্‌।

আগিশিন

এঁ্যা!… সে বাড়ীতে?

প্রোহর

আছেন, তাঁর মা-বাবাও এখানে।

আগিশিন

পারিবারিক দৃশ্য। আচ্ছা, তাহলে আমি পরে আসবো। তোর বলার দরকার নেই যে আমি এসেছিলাম।

আন্দ্রেই (আগিশিনের দিকে আগাইয়া আসিয়া ও তাহার হাত ধরিয়া)

আরে, পালাও কোথায়? কি হোল?

আগিশিন

অতিথি ডাকার নতুন পদ্ধতি। তাকে জোর করে টেনে আনা, ঘাড়ে ধরে। কিন্তু আমি বন্ধু আমার এসেছি এমনি এই পথে যেতে যেতে··· আমার একটা বিশেষ দরকার আছে, এই বেশী দূরে নয়···

আন্দ্রেই

থাক, বাজে বকা ঢের হয়েছে। তুমি এখানে এসেছ, এখানেই তোমার সব চিন্তা, সবই এখানে — আর এখানেই সে তোমার অপেক্ষায় আছে। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হোল হঠাৎ। তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না, আমি এখনই চলে যাচ্ছি কারখানায়।

আগিশিন

কি সব বাজে বকছ তুমি। আমি লক্ষ্য করেছি যে সাধারণভাবে কিছু কাল থেকে আমার সঙ্গে অদ্ভুত অচরণ করছ তুমি। তোমার মনে

কোন কিছু আছে আমার বিরুদ্ধে? যদি আমাদের মধ্যে এটা পরিষ্কার না হয়, যদি আমরা আগের মতো বন্ধুভাবে না থাকতে পারি, তাহলে, তাহলে—আমার বিদায় নেওয়া উচিত তোমার কাছ থেকে চিরকালের মতো, তোমাদের বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় আমার পক্ষে যত প্রীতিকর হোক না কেন।

আন্দ্রেই

'যদি' আর 'তাহলে'—যত টেনে-বুনে কথা। কি রকম এই শয়তানি। আমরা চাই—সব পরিষ্কার হোক। যখন কথা উঠেছে তখন বলাই যাক। তুমি ভাবো তোমাদের চালাকি আমি দেখি নি? আমাকে যদি বোকা বানাতে চাও তাহলে ভুল করছ।

আগিশিন

কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না··· একদম পারছি না··· আমার কাছে এ নতুন, অভাবিত···

আন্দ্রেই

ঢের হয়েছে, নিকোলাই এগোরোভিচ্, ঢের হয়েছে। কেন রহস্য বাড়াচ্ছো—ব্যাপার পরিষ্কার। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়তে ডাকবো না; ব্যাপার মন্দ হলে বন্দুক দিয়ে সারানো যায় না; যতই গুলি চালাও কালো কখনো শাদা হয় না। তুমি যদি আর আসো আর তোমার গোপন চালাকি না থামাও, তাহলে হয়ত তোমার পা আমি ভেঙে দেব; আমি তোমাকে কথা দিতে পারি না, যে আমার দ্বারা এমন হতে পারে না। তাহলে

এখন আলাপ করো আমার স্ত্রীর সঙ্গে। প্রোহর, এলেনা ভাসিলিয়েভ্‌নাকে খবর দে যে, গস্‌পাদিন আগিশিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

[ডান দিকের দরজা দিয়া প্রোহর চলিয়া গেল]

আর আমার সঙ্গে কথা বলার কিছুই নেই; আমি তোমাকে সবই বলেছি যা তোমার জানা দরকার। (বাঁ দিকে দরজা দিয়া প্রস্থান।)

আগিশিন

এই সব বুনোলোকের সঙ্গে কারবার করার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। কি বোকার মতো আত্মবিশ্বাস! নিজের স্বামীত্বের অধিকারে কি বিশ্বাস। এর কি তুলনা হয়—আজকালকার শিক্ষিত স্বামীদের সঙ্গে। তারা যেন লজ্জিত হয়, লজ্জিত হয় নিজেদের বিশেষ সুবিধার পরিস্থিতিতে, নিজেদের অধিকারের অলঙ্ঘনীয়তায় তারা একটুও বিশ্বাস করে না। ভদ্রগোছের স্বামীরা এইরকম কিছু দেখতে পেলে তখনই নিজেদের সরিয়ে নেয়… হয়ত আত্মহত্যা করে… আর এ লোকটা বলছে: 'পা ভেঙে দেব'… তা ও পারে… এখন তাহলে আমার চারিদিক ভেবে দেখতে হয়, হাঁ, দেখতে হয় চারিদিক।

[এলেনা ও প্রোহরের প্রবেশ, পরে প্রোহর মাঝের দরজা দিয়া চলিয়া গেল]

সপ্তম দৃশ্য

[আগিশিন, এলেনা, পরে নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না]

এলেনা

আ, নিকোলাই এগোরোভিচ্, কি কপাল। আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। তাহলে সব ঠিক ত, আমরা বিদেশে যাচ্ছি? আপনি ভেবে দেখেছেন, ঠিক করেছেন, তৈরী হয়েছেন?

আগিশিন (চারিদিক চাহিয়া)

আপনার পক্ষে কি সুবিধা? আপনার পক্ষে কি সুবিধা? (নীচুগলায়) হাঁ, আমি তৈরী।

এলেনা

তাহলে আসুন যাওয়া যাক, স্বামীর কাছে এ বিষয়ে সব খুলে বলতে। এটা ত দরকার যে বেচারীকে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে ও আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির অধিকার পায়।

আগিশিন (মৃদু হাস্যে)

'বেচারী।' মনে হচ্ছে, তোমার স্বামীর প্রতি কোমলভাব অনুভব করতে শুরু করেছ?

এলেনা

যাই অনুভব করি না কেন, এ নইলে এগতে পারবো না। বলুন, আপনি তৈরী ত, তৈরী?

আগিশিন

এমন কঠিনভাবে জেরা করছ কেন আমাকে? তুমি নিজে তৈরী কি? তোমার কি টাকাকড়ি আছে যে স্বামীকে ছেড়ে স্বাধীনভাবে থাকবে?

এলেনা

আছে পঁচাত্তর হাজার.... না, না, কিছু কম: মা ভালোমানুষি করে তাঁর অর্ধেকের বেশী ধার দিয়েছেন তাঁর বন্ধুবান্ধবকে, যাদের কাছ থেকে কখনও ফেরৎ পাওয়া যাবে না।

আগিশিন

তাহলে ত নিঃস্ব অবস্থা। কেবলই অনুতাপে যন্ত্রণাভোগ করবে, হারানো বিলাসের কথা ভেবে—লেস, মখমল। এ অবস্থায় কি হয় ভালোবাসা। কিন্তু যদি তুমি এ মাসটায় কাজে লাগাও তার উদ্দাম বন্য ভালোবাসাকে, আদায় করো লাখ তিনেক সম্পত্তি তাহলে তুমি থাকতে পারো স্বাধীনভাবে, সুখে স্বচ্ছন্দে, যেমন প্রাণ চায়।

এলেনা

তার মানে, আপনার মতে সুখী হতে গেলে আগে কাউকে লুঠ করা দরকার?

আগিশিন

যেমন বোঝো বিচার করো, কিন্তু তুমি মস্ত ভুল করেছ। বুদ্ধি করেছিলে বেশ, তবে তাকে প্রয়োগ করার মতো মনের জোর তোমার নেই। এই সব ফল হচ্ছে ভাবাবেগপূর্ণ শিক্ষার।

এলেনা

তার মানে, আমার বুদ্ধিকে আপনি নষ্ট করেছেন, পারেন নি আমার ইচ্ছাকে—তাই আপনার দুঃখ হচ্ছে। আপনাকে বাধা দিয়েছে আমার স্বাভাবিক শুভ সংস্কার-বোধ। আমি এতে খুব খুশী…

আগিশিন

তাহলে এখন কোন বিষয়ে আমরা আলোচনা করব, মাদাম বেলুগিনা।

এলেনা

আমি আর আপনার সঙ্গে কখনও কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না, মসিয়ে আগিশিন।

আগিশিন

চমৎকার। আমি কামনা করি আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল।

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌নার প্রবেশ। আগিশিন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল]

এলেনা

না, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি আগিশ্নিনকে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

এর জন্যে ত তোমাকে আমি বকতে পারি না, লেনা আমার। ওকে আমার অনেক আগেই ভালো লাগতো না, কেবল তোমাকে বলতে ভয় পেতাম।

[দরজা দিয়া আন্দ্রেইকে দেখা গেল]

এলেনা

তোমাকে যা বলেছি তাই করো: কথা বলো গিয়ে ওর সঙ্গে। (ডান দিকের দরজা দিয়া চলিয়া গেল।)

[আন্দ্রেই আসিল]

অষ্টম দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না ও আন্দ্রেই]

আন্দ্রেই

আগিশিন গেল কোথায়?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আন্দ্রেই

সে কি, এমন একজন ক্যাভালিয়েরকে? কিসের জন্যে তাড়ানো এমন ভালো লোককে? আর আমি এদিকে সত্যি বলছি, প্রায় তার সঙ্গে এক গেলাস শাম্‌পেনের প্রস্তাব করতে চাইছিলাম।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আন্দ্রেই· গাভ্‌রিলীচ্‌।

আন্দ্রেই

কি আদেশ?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই লেনার বিষয়…

আন্দ্রেই

কোন সম্পর্কে?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তুমি স্ত্রীকে অপমান করছ।

আন্দ্রেই

কি বলছেন আপনি, আমি কি তা পারি?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তুমি তাকে দোষী করো।

আন্দ্রেই

কিসে? মনে পড়ে না তা।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

তুমি নিজে নির্দোষ নও…

আন্দ্রেই

কিসে?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

জানো, তোমার নেই 'সেই বস্তু'…

আন্দ্রেই

কোন 'সেই বস্তু'?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

সেই বস্তু যা মেয়েরা পছন্দ করে, যা দিয়ে তাদের জয় করা যায়। আঃ, তা তোমার একেবারেই নেই…

আন্দ্রেই

যত আঃ করুন না কেন, যা নেই তা কোথায় পাবো?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

যদি তুমি কিছুটা শিক্ষিত হতে…

আন্দ্রেই

ভগবানের দয়া! আপনাদের জন্যে এখন শিক্ষিত হতে হবে। কিন্তু তার সময় কোথায়? আমার কারখানা ত বন্ধ হয়ে গেছে। এ একেবারেই ফাঁকা কথা।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

সে নিজেও বোধ করছে যে তোমার সম্বন্ধে তার নিজের ব্যবহারও খুব ঠিক নয়…

আন্দ্রেই

তাই নাকি?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

মানছি, সে তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে…

আন্দ্রেই

তাই কি? স্বীকার করুক তা!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তুমি কি জান না যে পুরুষের কাছে দোষ স্বীকার করা কোন নারীর পক্ষে কি কঠিন কাজ? বিশেষ করে আমার লেনার পক্ষে, কেননা সে জানে না, তার কথা তুমি কি ভাবে নেবে: তোমার যথেষ্ট শীলতা আছে কি না যাতে তুমি কোন রকম 'কাণ্ড' করবে না, তাকে অপমানিত করবে না?

আন্দ্রেই

কি দরকার, কে তাকে জোর করছে?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

আঃ, দরকার তার নিজেরই। সে চায় না যে তুমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকো; সে শান্ত হতে পারে না, তার কষ্ট হবে, খুব কষ্ট হবে।

আন্দ্রেই

আচ্ছা, আমি দুঃখিত। আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় আর আমার সময়ও নেই এখন: মাথার অনেক গুরু ভার। আমার কাছ থেকে তার আরো কি দরকার?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

কিছুই না, খুব সহজ। কেবল তুমি তার ওপর রাগ কোরো না, অভিযোগ কোরো না; কেবল তুমি তাকে ক্ষমা কোরো; তার স্বভাব কোমল, পেলব—সে একেবারে আমার মতো।

আন্দ্রেই

এ সব কোন কাজের কথা নয়, কোন সঙ্গতিও নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আবার মধ্যস্থ কি রকম! আপনি আমায় যে সব কথা বললেন— একেবারে নিরর্থক; হয়ত সে কিছুই ভাবে না যা আপনি বলছেন। হয়ত এ শুধু আপনারই কল্পনা। এ ধরণের কাজ কি দূত দিয়ে চলে? আপনি যদি বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে বলবেন তাকে ক্ষমা করেছি, হাঁ ক্ষমা করেছি। বাস্!…

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

কেবল ক্ষমা?

আন্দ্রেই

আর শুনুন। (একটা কাগজ দিল।) তিনি বিদেশে যেতে চান, তাতে যেন ওঁর নিজের টাকা খরচ না করেন এই কাগজখানা দেখালে অফিস থেকে পাবেন যতটা তাঁর দরকার খরচের জন্যে। এখানে তা লেখা আছে! তাহলে এখন সব চুকে গেল। আমি এখনই কারখানায় যাচ্ছি মাস তিনেকের মতো; আমাদের দেখা হওয়ার কোন দরকার নেই: দীর্ঘ বিদায়—অনাবশ্যক অশ্রু। এখন মানাবে না; মা-বাবা আমায় বিদায় দিচ্ছেন; তাঁদের সামনে আমাদের দেখা হওয়া কি ঠিক হবে? অতএব বিদায়। (চলিয়া গেল।)

[এলেনার প্রবেশ]

নবম দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না ও এলেনা]

এলেনা

বলো, কি বল্লে সে, কি বল্লে?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না (সাশ্রুনয়নে)

হায় লেনা, হায় লেনা!

এলেনা

কি হলো তোমার, মা?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

ও ভয়ঙ্কর লোক, তোমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় না! এ আমি আগেই ভেবেছিলাম, আগেই…

এলেনা

কি ভেবেছিলে? বলো, মা!

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

এই নাও! (কাগজ দিল।) ও তোমাকে টাকা দিচ্ছে বিদেশে যাবার জন্যে।

এলেনা

কিন্তু কি বল্লে সে?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

লেনা, সে আমাকে বলতে বলেছে, যে সে তোমাকে ক্ষমা করছে।

এলেনা

'ক্ষমা করছে!'… এ তুমি কি বলছ, মা?

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

'তাকে বোলো যে আমি তাকে ক্ষমা করছি।' তোমার সঙ্গে দেখা করতেই চাইলে না।

এলেনা

সে ক্ষমা করছে আমাকে! বলছ তুমি! সে ত এক অশিক্ষিত চাষা। আমি যে নিজেকে সামলাতে পারছি না।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আঃ, লেনা, তার সঙ্গে কথা বলা কি কঠিন! যে দিকেই ঘোরো কেবল কাঠিন্য। আমার মাথা ধরিয়ে ছেড়েছে।

এলেনা

না, পারবো না··· পারবো না আমি সহ্য করতে এ অপমান। তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

আরে করো কি, করো কি, লেনা?

এলেনা

করি এই যে, এই তুচ্ছ লোক মন্দ ভাবতে পারে না তাদের সম্বন্ধে, যারা···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্না

থামো, লেনা!···

এলেনা

তাই হোক, মা! ডাকো তাকে, এখনই ডাকো!···

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না (বাঁ দিকের দরজায়)

আন্দ্রেই গাভ্‌রিলীচ্‌, এ দিকে এসো: লেনা তোমাকে আসতে বলছে!

[আন্দ্রেইয়ের প্রবেশ]

দশম দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না, এলেনা ও আন্দ্রেই]

আন্দ্রেই

কি ব্যাপার?

এলেনা

কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করায়?

আন্দ্রেই

কি ব্যাপার? এমন কথা কানেই শুনি নি!

এলেনা (সাশ্রুনয়নে)

তুমি আমাকে ক্ষমা করছ? আমার কোন দোষ ক্ষমা করছ তুমি? কি ভাবো তুমি আমাকে?

আন্দ্রেই

তুমি দোষ কর নি ত, তাহলে কিসের কথা হচ্ছে?

এলেনা

তুমিও কি আমাকে আঘাত করো নি? কোন সাহসে তুমি এমন অভদ্র ব্যবহার করো আমার সঙ্গে?

আন্দ্রেই

হঁ্যা, সাহস করেছি।

এলেনা

কোন অধিকারে?

আন্দ্রেই

কেন, স্বামীত্বের।

এলেনা

অর্থাৎ স্বামীর অধিকার আছে অনর্থক স্ত্রীকে অপমান করার?

আন্দ্রেই

যত অনর্থকই হয়, ভালবাসা থাকলে সে দুরদৃষ্ট এমন কিছু বড় নয়: স্বামীর বিরুদ্ধে তুমি আদালতে যাবে না।

এলেনা (সাশ্রুনয়নে)

তোমাদের মতে সেই স্ত্রীর কি করা উচিত, যদি লোকে তাকে অনর্থক অপমান করে থাকে?

আন্দ্রেই

অনেক কিছু হতে পারে: যারা মন্দ, যারা দুষ্ট তারা রাগারাগি করে, ঝগড়া করে।

এলেনা

আর যারা ভালো, যারা সৎ?

আন্দ্রেই

নিজেই আন্দাজ করো…

এলেনা (আগাইয়া আসিয়া)

তাহলে কি?…

আন্দ্রেই

জানি না…

এলেনা (তার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া)

তবে কি?

আন্দ্রেই (অশ্রু মুছিয়া)

ঠিক, ঠিক, সব থেকে ভালো।

এলেনা (তাহার গায়ে ভর দিয়া)

এই আমার ভালো, এই ভালো।

আন্দ্রেই

অনেক আগেই করতে পারতে।

এলেনা

কিন্তু কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করেছিলে?

আন্দ্রেই

আমি রূঢ় বটে? আজ বার দশেক কান্নার উপক্রম করেছি, কেবল চেপে রেখেছি, ছল করেছি! ...

এলেনা

সত্যি তুমি ছল করেছ?

আন্দ্রেই

হাঁ। এই ভাব কাল আমার মাথায় ঢুকলো। ভাবলাম, কোমলতা ও চোখের জল ত ঢের হয়েছে—এখন আমি তাকে দেখাবো আমার জোর। তাই হয়ে গেল।

এলেনা

মামণি, আমরা আবার ভুল করেছি ওর সম্বন্ধে।

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

লেনা! আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না; কেবল বলতে পারি, আমি খুব খুশী, খুব খুশী!

এলেনা

মা, ওর কি রকম জোর। কত শক্তি। এখন সে প্রকৃত স্বামী।

আন্দ্রেই

আমি চিরদিনই এই রকম, কেবল তোমার কাছে ছিলাম ভিজে মুরগী — কারণ বেশী পূজা করতাম! এখন আমি হবো ভিন্ন রকম; এই দেখ। (এলেনাকে আলিঙ্গন করিয়া চুমা খাইল।)

[গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্, নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না, সীরোম্যাতভ্ ও তান্যার প্রবেশ]

একাদশ দৃশ্য

[নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না, এলেনা, আন্দ্রেই, গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্, নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না, সীরোম্যাতভ্ ও তান্যা]

আন্দ্রেই (এলেনাকে না ছাড়িয়া)

মাপ করবেন, স্ত্রীর সঙ্গে খেলা হচ্ছে। কাঁদছে, যেতে চাইছে আমার সঙ্গে কারখানায়। (এলেনাকে) নয় কি বল ত?

এলেনা (চোখ নীচু করিয়া)

তাই।

আন্দ্রেই

বলছে, তুমি কি সেখানে একা আলাদা থাকতে চাও। তোমাকে দেখাশোনা করা বা আদর যত্ন করার জন্যে কেউ থাকবে না। (এলেনাকে) তাই না কি?

এলেনা

তাই, তাই।

আন্দ্রেই

অতিথিদের মধ্যে সুন্দর বৌ নিয়ে গাড়ী চড়ে বেড়ানো আরো ভালো। (এলেনাকে) তাই ত?

এলেনা

তাই, তাই।

আন্দ্রেই

শোনা যায়, সেখানে সকলের স্ত্রীরা আছেন; অন্যের সুখ দেখতে পারবে ত? যদি আরো কিছু মাথায় থাকে…

এলেনা

না, এই কথা ত তোমাকে বলি নি।

আন্দ্রেই

তাহলে এ কে নেওয়া যাক, কি বলো?

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

নাও, আন্দ্রিয়ুশা, নাও!

গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌

থামো। ভুলে গেছ কি তোমাকে বলা হয়েছে!

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

থামছি, ওগো থামছি!

আন্দ্রেই

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, নেওয়াই...

সীরোম্যাতভ্‌

চমৎকার হবে। গাড়ী রিজার্ভ করা যাবে, শ্যাম্‌পেন নেওয়া যাবে, যাতে সব আরো সুখের হয়!...

নিনা আলেক্সান্দ্রোভ্‌না

তবে যাও, লেনা! আমি গুছিয়ে গাছিয়ে আগামীকাল যাবো তোমাদের কাছে।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্‌না

ওগো, গাভ্‌রিলা পান্তেলেইচ্‌, কাঁদতে পারি এখন?

গাভ্রিলা পান্তেলেইচ্

আনন্দে কান্না পাচ্ছে।

তান্যা (এলেনাকে)

খুব খুশী হলাম, আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন।

এলেনা

আপনার সব টুপিগুলো দেখতে হবে। আমিও প্যারিস থেকে অর্ডার দেব।

নাস্তাসিয়া পেত্রোভ্না

কেমন হবে তোমাদের জীবন সেখানে? আমাদের বাড়ীতে ত দুটো ভাগ নেই…

এলেনা

তার জন্যে ভাববেন না, একদম দরকার হবে না।

আন্দ্রেই

আর সেখানে পৌঁছিয়েই এমন একটা বল-নাচের আয়োজন করবো যে আমাদের নৃত্যগীত শোনা যাবে মস্কো থেকে।…

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА

33